CONTENTS

Friday, the 24th March, 1995

Monday, the 17th April, 1995

Tuesday, the 18th April, 1995

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 24th march, 1995 at 11. A. .M.

PRESENT

Niranjan Deb Barma Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, 13 Ministers. 14 Members.

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউস শুরু করার আগে আমি কিছু বলতে চাই। (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে আলোচনা করতে পারেন। আগে হাউসের বিজনেস চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— না স্যার, আগে এ ব্যাপারটার মিমাংসা হওয়া দরকার। স্যার, গতকাল এই হাউসে একজন মাননীয় সদস্য সম্পর্কে যে মিথ্যা অভিযোগ তুলা হয়েছে এবং সেটার সমর্থনে আর একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী যে অন্তব্য কথা বলেছেন তাতে এই হাউসের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে বলে আমি মনে করি। কাজে কাজেই হাউসের মর্য্যাদা রক্ষার স্বার্থে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এ ব্যাপারে হাউসের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আপনি হাউসের কাজ চালান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— না স্যার, আগে এই ব্যাপারে মিমাংসা হউক ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— পবিত্রতার শিক্ষা আপনাদের কাছ থেকে নিতে হবে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কেহ যদি এখানে এসে রাজনৈতিক কারণে এটা করতে চান, তাহলে মেনে নেওয়া যায় না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) **:—** স্যার, আপনার নির্দেশে আমি গতকাল আমার কথা উইড করেছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার মনে হয়, মাননীয় বিরোধী দল নেতার এই টুকু বিবেক আছে যে আপনি না বললেও তিনি উইড্ করতেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতার বিবেক আছে, কিন্তু দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের সে বিবেকটুকু ও নাই। বিবেকবোধ নাই বলেই দুঃখ প্রকাশ করতে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আমাকে একটু বলতে দিন। আপনারা সবাই বসুন। আজকে হাউসের শেষ দিন। শেষ ভাল যার সব ভাল তার। ত্রিপুরার জন্য কি করা যায় না যায়, কি ভাবে অগ্রগতি হবে এটা দেখার জন্যই এখানে আলোচনা হয়। কাজে কাজেই অভিমান, মান ছেরে দিয়ে কাজ করার জন্য আমি অনুরোধ করব। ট্রেজারী বেঞ্চকে আমি বলব, বিরোধীদের প্রতি সহিষ্ণু হউন। এই রকম কোন কথা যাতে না হয়, যাতে কোন পক্ষ আহত হন। কোন পক্ষপাতিত্বমূলক কথা বলবেন না যাতে কেহ আহত হন। তবু আমি উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করব কারুর কথায় তারা যেন আহত না হন। মাননীয় চীফ অনুরোধ করব কেউ কোনক্রমে স্লিপ্ অব ট্যাংক বা যে কোন ভাবেই হোক কেউ যদি আহত হন সেটা যেন না হন সে জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আহত অনাহতের কোন ব্যাপার নয় এখানে নীতিগত প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হবে। কেউ কারুর সঙ্গে ব্যাক্তিগত শত্রুতা নেই। কিন্তু এই হাউসের সান্নিধ্য বজায় রেখে কথাবার্তা ইত্যাদি হওয়া উচিত, বাঞ্ছনীয় এটা উভয় পক্ষেরই আমি মনে করি হওয়া উচিত। এটা আমি মনে করি হাউসের স্বার্থে, ত্রিপুরার পিউপলের স্বার্থে কারও কথায় কারুর যদি মনে লাগে সেটা মনে না করাই ভাল এবং হাউস চলাই বাঞ্ছনীয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (রামনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি এই হাউসের পিতা, এক সন্তানকে বেশী দেবেন আর এক সন্তানকে কম দেবেন এটা হয় না।

মিঃ স্পীকার — না, না, রং ইন্টারপ্রিটেশ্যান বলবেন না। উনি বলেছেন লাষ্ট লাইনটা আপনারা খেয়াল করেন নি বা শুনেননি। লাষ্ট লাইন বলার পর আশা করি তো আর থাকে না।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় বিরোধী নেতাকে অনুরোধ করছি এই হাউসের পীস্ মেইনটেনের জন্য আপনার কাছ থেকে উদারতা আমরা আশা করি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবু এবং মাননীয় মন্ত্রী অনিলবাবু সম্পর্কে তো কোন কথা বলিনি। কালকে কথার মধ্যে একটা কথা বলেছিলাম যে জনৈক মন্ত্রীর ছেলে এটা কেন্দ্রেরও হতে পারে ত্রিপুরার নামও বলিনি। তখন আপনি বলছেন আপনি বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমার ত্রুটি হয়ে থাকে আমি ক্ষমা

চেয়ে নিচ্ছি। আমার সেই বোরনেস বা সেই কারেজ আছে। আমার ভুল হতে পারে আপনি সেখানে বসেছেন আপনি সেটা বিচার বিবেচনা করবেন। আপনার যেটা নির্দেশ সেটাই ফাইনাল। কিন্তু প্রশ্ন হলো কালকে সেকেণ্ড আওয়ারে যে ঘটনা হলো কেশব বাবু যা করলেন, যে ড্রামা করলেন। তারপর মাননীয় মন্ত্রী অনিল বাবু উঠে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করার জন্য দীপক বাবুকে দেখিয়ে সবিতা সবিতা বলে চিৎকার করেছেন। স্যার, এই রকম সবিতা সবিতা বললে আমরাও তো মাননীয় মন্ত্রীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কবিতা কবিতা বলতে পারি, আমরা সেই পথে যাই নি। আমরা কারও ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কথা বলি না। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার দীপক বাবুকে নিয়ে উনি যে ধরণের কথা বলছেন একজন মন্ত্রী হয়ে তাছাড়া তিনি রাজ্যেরও মন্ত্রী, একজন শিক্ষা মন্ত্রীর পক্ষে এই ধরণের ভাষা কোন সদস্যের পক্ষে সেটা আশা কেউ করে না, আমরাও আশা করি না। উনি নিজে শিক্ষকতা করেন তাছাড়া রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী উনার কাছ থেকে এই ধরণের অভব্য ব্যবহার। একটু আগে রতন বাবু উনাকে কোন অশ্লীল ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করেন নি রতন বাবু অভব্য শব্দটা করেছেন, উনি এটার ব্যাখ্যা দাড়িয়ে দেবেন ঠিক আছে যেটা উনার পছন্দ হয় নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) —স্যার, গত কালকে আমি দীপক বাবুকে দেখিয়ে বলেছিলাম সবিতাকে উনি চেনেন। রেকর্ড আছে স্যার, বাজিয়ে শুনুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কিন্তু কালকে যে ব্যবহার করেছেন সেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। উনার ব্যবহার এবং কেশব বাবু যে ব্যবহার করেছেন সেটা আমরা আশা করতে পারি কিনা, আপনি স্পীকার হিসাবে আশা করতে পারেন কি না, আপনি যা বলবেন সেটাই আমরা মেনে নেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী সদস্য আমি তো জিনিষটা এক এ্যাঙ্গেলে নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনারা যদি আর এক এ্যাঙ্গেলে নিয়ে যান তাহলে তো আমার করার কিছু নেই। উনারাও আর এক এ্যাঙ্গেলে নিতে চান তাহলে আমার করার কিছু নেই। জিনিষটা যদি ঝগড়ার জন্য হয় তাহলে আমি বসে থাকব। জিনিষটা এ্যাণ্ড হোক এটা আমি চাই তার জন্য আমি ট্রেজারী বেঞ্চের চীপ হুয়িপকে বলেছিলেন যারা যারা এই রকম করেছে তাদের পক্ষে আপনি কিছু বলুন এবং অন বিহাফ অব বিরোধীরা আপনারাও কিছু বলুন এটাই আমি বলেছিলাম।

শ্রীকেশব মজুমদার(মন্ত্রী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি তো বলেছি এবং তার প্রত্যুত্তরে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যা বলেছিলেন এই যদি হয় তাহলে কথাটা কি হয়েছিল, আমার কথাটা কি ছিল সবিতা দেবনাথকে উনি চেনেন। জাষ্ট বক্তব্যে এই কথাটা আমি উচ্চারণ করেছি। আমার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে বলার কোনরকমের ইচ্ছাও নেই এবং আমি কখনও বলিনা। রেকর্ড খুলে দেখুন, ওর মধ্যে কি আছে। কোন আপত্তিজনক কথাই বলিনি। কিন্তু তারপরে উনি যা

বললেন, এখন এটা বলতে এসে আমি তো কোন কথাই বলিনি অন্য কিছু। উভয়পক্ষই এই ধরণের শালীনতা বজায় রেখেই কথাবার্তা বলা উচিত। আমরা এই কথাই বলছি। স্যার, প্রত্যুত্তরে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে সব কথাবার্তা বললেন ওটাও কোন সুষ্ঠু মানসিকতার প্রকাশ নয়। এছাড়া উনি বলেছেন কালকেও আমাদের হাউসের নেতা দশরথ দেবের অনুপস্থিতিতে বৈদ্যনাথ মজুমদার ছিলেন, বৈদ্যনাথ মজুমদারের প্রতিও যে আচরণটা হয়েছে সেটাও শোভন নয়। সেটাও তো ঠিক না। উনি বর্ষীয়ান নেতা, বয়স্ক লোক। তা যদি এই হয় তাহলে কথাত অনেকই আছে। যাই হোক এইসব যাতে আর না হয়, হাউস চলুক, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, বৈদ্যনাথবাবু উনি বয়স্ক লোক' শ্রদ্ধেয় লোক, মাননীয় লোক, সম্মানীয় লোক কোনটাই আমি অস্বীকার করছি না। উনি হাউসে বলে তুই তুমি বলে কথা বলেছেন। আমি কিন্তু সেই জায়গায় নামিনি। আপনি প্রসিডিংস দেখুন। উনি তুই তুমি করে আচরণ করেছেন। কোন সদস্য বয়স্কই হোক আর যাই হোক পার্লামেণ্টারী ডেকোরাম অ্যাণ্ড ডিসেন্সিতে এই অধিকার বৈদ্যনাথ বাবুকে দেয়নি হাউসে বসে তুই তুমি বসে বলার জন্য যেহেতু তুলেছেন আমি বলছি। এই অধিকার কেউ দেয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ··· ·· ··· ···

শ্রী কেশব মজুমদার :— স্যার, বৈদ্যনাথ মজুমদার একবারও তুই বলে সম্বোধন করেননি' আমি যতটা শুনেছি। এইটা বৈদ্যনাথ মজুমদারের অভ্যাসও নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি কারুর পুরানো ইতিহাস নিয়ে ঘাটতে চাইনা,

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেভাবে অ্যাপ্রোচ করেছেন মাননীয় শাসক দলীয় মুখ্য সচেতক এবং আমাদের বিরোধী দলনেতা দুইজনের কাছেই অনুরোধ রাখব যে হাউসের দিকে ২৮ লক্ষ লোক তাকিয়ে থাকে। ভুল ভ্রান্তি মানুষেরই হয়। সেখানে কেউ যদি আহত হয়ে থাকে। যে কথাটা অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন উনার আসনের সম্মানের জন্য মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় দুই পক্ষই এইটা বলা উচিত যে যদি কেউ কারো আচরণে বা কথায় আহত হয়ে থাকে তার জন্য দুঃখিত। এটা হারজিতের প্রশ্ন নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এইটা ত প্রথমেই আমি বলেছি যে এই ধরণের যদি হয়ে থাকে কেউ মনে রাখবেন না, না রেখে হাউস চলুক। ত্রিপুরার মানুষ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। এইখানে এসে কারো মনে রাখার বিষয় বস্তু নেই, আমি মনে করি অন্ততঃ ···· ···

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— হাউসের দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উপমুখ্যমন্ত্রী। নাকি আরো দলনেতা আছে আমি জানতে চাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাশহর) :— স্যার, মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্ত্তী মহোদয় যে প্রস্তাব রেখেছেন তার থেকে পরিস্কারভাবেই বিরোধী বেন্‌চের একটা মতামত বেরিয়ে এসেছে। আমরা ধরে নিতে পারি। আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় চীফ হুইপ যে বক্তব্য রেখেছেন তার থেকেও আপনি পরিস্কার হয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি জিনিসটা এখানেই অ্যাণ্ড হোক। কোয়েশ্চান আওয়ার শুরু হোক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে আমাদের তরফ থেকে আমি দুঃখপ্রকাশ আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে করেছি। আবার যদি কোথাও আজকের ব্যবহারে বা আমার কোন আচরণে কিংবা মাননীয় সদস্যের আচরণে কোথাও কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আমি সেটাও আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি, আমরা আজকের ব্যবহারে জন্য কোথাও কোন ভুল ত্রুটি হলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু ওদের মুখে ....

মিঃ স্পীকার :— আবার কিন্তু কথাটা বাদ দেন। এইবার শেষ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় সদস্য অনিলবাবু ভাষা জানেন, কবিতার আাডভ্যটাইজমেণ্ট ১০ টাকা করে বই, উনি হচ্ছেন ভাষাবিদ। আমাদের ত ভাষার দরকার নেই। কথা হল যে ব্যবহারের জন্য দুঃখিত কিনা। আমাদের ব্যবহারে যদি কেউ কোথাও আহত হয়ে থাকেন তাহলে আমি এবং আমার দলীয় সদস্য বা আমরা তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় চীফ হুইপ বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি, প্রথমেই বলেছি যদি এই ধরণের ব্যবহারে কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন, দুঃখ পাওয়ার কোন কারণ নাই, তার জন্য আমরাও দুঃখীত।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— এইটা কি হল, স্যার, এইটা আমরা মানতে রাজী না, উনি পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন কেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, উনি হাউস চালাতে চান না।

শ্রীকেশব মজুমদার :— আমিতো বার বার বলছি আমাদের এখানকার ব্যবহারে যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন তাহলে আমরাও তার জন্য দুঃখিত।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় চীফ হুইপের কাছে আমার অনুরোধ, মাননীয় কেশব বাবুকে অনুরোধ করছি। আপনারা একটু বসুন। আমাকে কথা বলতে দিন।

গণ্ডগোল

(অপজিশান মেম্বার্সগণ ওয়াক আউট করেন)

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এদের পরিকল্পনাই এইটা, এদের কোন সততাই নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সব কথাতো তারা সব সময়ই বলছে। আজকেওতো বলে গেল কে কাকে ঝাটা দিয়ে মেরেছে। ওকালতি করতে এসেছে এখানে।

(QUESTION AND ANSWER)

মিঃ স্পিকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক (রাজনগর) (অনুপস্থিত) সুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (মন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১২৫ .

শ্রীজীতেন চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১২৫ .

প্রশ্ন

রাজ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কত ? তন্মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং উপজাতি ও উপজাতি মহিলা শতকরা ভাগ কত ?

২) রাজ্যের প্রতিটি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১) রাজ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা (৭ ও তদুর্দ্ধ বৎসর) মোট ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার। তন্মধ্যে পুরুষ নিরক্ষর লোক শতকরা ভাগ হল ৩৮. ৩০ ও মহিলা নিরক্ষর লোকের শতকরা ভাগ হল ৬১. ৭০। তদুর্দ্ধ বৎসরের ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৮ শত ৭৯ জন উপজাতি লোক সংখ্যার মধ্যে নিরক্ষরের শতকরা ভাগ হল ৭৯ ৬৩ এবং মোট ৭ লক্ষ ৬ হাজার ৬ শত ২৭জন উপজাতি নিরক্ষর লোকের মধ্যে মহিলা নিরক্ষরের শতকরা ভাগ হল ৫৯. ৭০। এইটা স্থানীয় লোক গণনা দপ্তর ১৯৯১ অফিস থেকে প্রাপ্ত। আমরা ইনটেনসিপ যে এনডোলমেন্ট বাইট সহ সংকার ৯ থেকে ৪৫ বৎসরের সমস্ত নিরক্ষর লোকদের আগামী ১৯৯৬ ইং সনের মধ্যে সাক্ষরজ্ঞান দেওয়া ওই সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে পূর্ণ সাক্ষর হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ব্যপক কর্মসুচী গ্রহন করেছেন। এই কর্মসুচীর মধ্যে আছে -

ক) প্রত্যেক জেলায় জেলা সাক্ষরতা সমিতি গঠন করা।

খ) রাজ্যস্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সাক্ষরতা কমিটি গঠন করা।

গ) সমীক্ষার কাজ চালিয়ে প্রকৃত নিরক্ষরের সংখ্যা নিরুপন করা।

ঘ) নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষরজ্ঞান দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিরূপন করা ও বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ

নিযুক্ত করে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা ও সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনা ও তদারকী করা।

ঙ) সাক্ষরতার সপক্ষে জনমন সংগঠিত করা ও নিরক্ষর লোকদের সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ পরিবেশ গঠন করার জন্য ব্যাপক প্রচার কর্মসুচী চালানো।

চ) উদ্বুদ্ধ বাংলায় ও ককবরকে পাঠ্য বই রচনা ও অন্যান্য শিক্ষাউপকরণ সামগ্রী তৈয়ার করা।

শ্রীসুধন দাস:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সাক্ষরতা কার্যসুচীকে সফল করার জন্য কেন্দ্রিয় লিটারেসী মিশন থেকে কোন টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে কিনা এবং এতে রাজ্য সরকারের শেয়ার কত।

এবং এই সাক্ষরতা কার্যসুচী করতে গিয়ে এই পর্যন্ত সারা রাজ্যে কতটি সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাক্ষরতা কর্মসুচীকে রূপায়নের জন্য তিনটি জেলায় তিনটি সাক্ষরতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সাক্ষরতা কমিটিতে কেন্দ্র থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাক্ষরতা কমিটির জন্য ২ কোটি ৮ লক্ষ ২৭, হাজার ১৪০ টাকা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সাক্ষরতা কমিটির জন্য ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে।

এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ শেয়ার হলো কেন্দ্রের এবং এক তৃতীয়াংশ শেয়ার হলো রাজ্য সরকারের

আর তিনটি জেলার ৩১ শে মার্চ পর্যান্ত মোট ১২, ২৪৮ টি সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব হলো- (১) পশ্চিম ত্রিপুরা- ৩, ২১৪ টি,

২) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — ৭৭১০ট এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায়—১, ৩৮৪ টি কেন্দ্র। এইটা ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত। এবং পরে আরো খোলা হয়েছে সেটা এই হিসেবে ধরা হয়নি

শ্রীসুধন দাস:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কাজে সারা রাজ্যে আমরা দেখেছি যে সর্বস্তরের লোকেরা সাহায্য করেছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের নিকট থেকে কোন সহায্য পাওয়া যাচ্ছে কি না তা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে সাক্ষরতা কার্যসূচী, এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সার্বিক কার্যসূচী। কাজেই সেই কার্যসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে সব অংশের মানুষের দলমত নির্বিশেষে প্রতিনিধিদের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সাক্ষরতা কমিটিতে রাখা হয়েছে। এবং রাজ্যের সর্বোচ্চ যে স্টেট লিটারেসী মিশন তাতে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিদের, সাংসদ, এবং বিধায়কদের রাখা হয়েছে। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে গ্রামাঞ্চলে একেবারে তৃণমূলস্তরে

(গ্রাসরুট লেভেলে) সব অংশের মানুষের সহযোগীতা আমরা পাচ্ছি। কিন্তু একেবারে উচ্চ লেভেলে যে স্টেট, লিটারেসী মিশন রয়েছে তাতে বিরোধী দলনেতাদের থেকে সাহায্য পাচ্ছি না।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না যে সাক্ষরতা অভিযানে এ, ডি, সি, র কিছু কর্মচারী যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে- তারা যেন অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ কাজে গিয়ে যোগ দেয়, তা না হলে তাদের বেতন ইত্যাদি দেওয়া হবে না, এইভাবে এ, ডি, সি, র কর্মচারীদের প্রত্যাহার করে এই সাক্ষরতা কার্য্যসূচীতে তারা যাতে যোগদান না করে সে নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম সুনির্দ্দিষ্টভাবে কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে সামগ্রিক সাক্ষরতা কার্য্যসূচীকে সফল করার জন্য এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা দিয়েছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন স্টেট, লিটারেসী মিশনে যে সকল এ, ডি, সি, র কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকে এই কার্য্যসূচীতে যোগদান না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে রিপোর্ট এসেছে।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ এই সাক্ষরতা কার্যসূচীতে যোগদান না করার জন্য তাদের যে সকল কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন তাদের প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কি না ?

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—স্পীকার স্যার, এইটা সর্বত্র সমান নয়। কোন কোন ইনস্পেক্-টরেটে এই ধরণের ঘটনা হয়েছে তবে আবার কোন কোন ইন্সপেক্টরেটে সহযোগীতা করেছেন। আবার কোন কোন সাব-জোনাল অফিসার তারা এই কাজে অত্যুৎসাহিত না হওয়ায় তারাই চাপ দিচ্ছেন এই সাক্ষরতা কার্যসূচী থেকে স্টাফ, উইড্র করে নেওয়ার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতীয়া।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলী) — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়াশ্চান নাম্বার — ৪৭

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪৭

প্রশ্ন

১. রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত ট্রাইবেলদের হস্তান্তরিত কি পরিমাণ জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

২. যাহাদের নিকট থেকে বেআইনী জমি ফেরত নিয়েছেন তাহারা কি কি সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে পেয়েছেন ?

উত্তর

১. রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৪৮১০৫ একর জমি ট্রাইবেলদের জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

২. যে সকল অ-উপজাতি পরিবারের কাছ থেকে বেআইনী জমি ফেরৎ নেওয়ার ফলে ভূমিহীন হয়েছেন এমন ৪৪ টি পরিবার সরকার থেকে জমি ক্রয় বা ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য উর্দ্ধে চার হাজার টাকা হিসাবে মোট এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা পেয়েছেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, সরকারী আদেশ অনুযায়ী জমি ফেরৎ পেয়েছেন সত্য। কিন্তু মূলত জায়গার দখল পান নাই এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে কোন সুনির্দিস্ট তথ্য আমার কাছে নেই।

১। **শ্রীখগেন্দ্র জামাতিয়া :—** (ককবরক ভাষায় বলেছেন)
সাপ্লিমেণ্টারী।

১) মাননীর মন্ত্রী বাহাদুর সান ইদা যে পুরো একক জায়গানি হিসাবে যে রিখা কতজন ফ্যামিলি বেনীফিসারী ফিরগাই মানখা ?

২) যারা যারা ফিরগাই মানখা বংগ কুবুই কুবুই কুবুই দা বরগনি জায়গা ফিরগাই মানখা বতাইনি কোন খবর মন্ত্রি মহোদয় সাদা সাইমান ? এবং

৩) জোট সরকারনি আমল অমতাই চাগা ফিরগাই রাম নি অবহাই খবর সাদা মাইমান ?

(বঙ্গানুবাদ)

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যানাবেন কি যে পুরো একর জায়গার হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে কতজন পরিবার বেনীফিসারী ফিরে পেয়েছেন ?

২। যারা যারা ফিরে পেয়েছেন তারা সত্য সত্যিই তাদের জায়গা ফিরে পেয়েছেন এমন কোন খবর মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ? এবং

৩। জোট সরকারের আমলে এইরূপ জায়গা ফিরত পেয়েছে, এমন কোন খবর মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যে পরিবারগুলিকে জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে ৬৪৫ টি।

জমিগুলি ঠিক ঠিক ভাবে ফেরৎ পেয়েছেন কিনা এই তথ্য নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য আপনার কাছ থেকে সংখ্যাটা জানতে চেয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্র):— আমি তো স্যার বললাম যে ৬৪৫ টি পরিবার। আর এই বিষয়গুলি

হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের। পজেশান দেওয়ার কাজটা উনারাই সাধারণত করে থাকেন। কাজেই কেইস টু কেইস এটা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কাছে আসার কোন সুযোগ নেই। কাজেই প্রশ্নটাও যে হেতু ঐ ভাবে আসেনি সেহেতু সংশ্লিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে উত্তরটা চেয়ে আনার কোন সুযোগ আমার সামনে ছিল না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরি চরণ সরকার (বামুটিয়া)।— সাপ্লিমেনটারী স্যার, প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে যেসব বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ট্রাইবেলদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল, দেখা গেছে তার মধ্যে অনেকজমি এই জোট আমলে আবার সেগুলি বেদখল হয়ে গেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কিনা ? যদি বেদখল হয়ে থাকে তার সংখ্যা কত এবং সেই জমিগুলি পুনরুদ্ধার এবং আবার ফেরৎ দেওয়া হবে কি না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : (মন্ত্রী) :— উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন এনেছেন। আসলে এই রকম কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব কোথায় কোন জায়গা কোন বিভাগ, কি নাম এটা নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে জানালে পরে আমরা নিশ্চয় সুনির্দিষ্ট দপ্তরকে দিয়ে সেই কাজগুলি পজিশন দেওয়ার জন্য আমরা নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ভূমি হস্তান্তরিত যে আইন এই আইনের আওতায় পরে এটা সাবডিভিশনাল অফিসের তরফ থেকে নোটিশ দেওয়ার পর যদি কোন দখলকারী জায়গাটা যদি সময়মত না ছারেন তাহলে এই বিষয়ে এই সরকার এর তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসলে এটা রাজস্ব দপ্তরের কাজ। কাজেই তথ্য হয়ত আমার তাদের কাছ থেকে চেয়ে আনতে পারি। কিন্তু জায়গার পজিশন দেওয়া এবং নেওয়া এটা সম্পূর্ণ রাজস্ব দপ্তরের ব্যাপার। কাজেই এই মূহুর্তে আমার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য ফটিকরায় :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এটা রাজস্ব দপ্তরের ব্যাপার। সেই যাই হউক, আমাদের উত্তর ত্রিপুরায় রাজকান্দি, মুড়াছড়ায় ৫ পরিবার (দেববর্মা) এদের যে জমি এরা ফেরৎ পেয়েছিল সেই জমি গত জোট জমানায় (১৯৯২ ইং) তারা সকলেই আবার উচ্ছেদ হয়েছেন। এবং সেই জবর দখলকৃত ব্যাপারে কৈলাশহরের সাব-ডিভিশনের এস, ডি, ও, তদন্ত করেছেন এবং তদন্ত করে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা, জানলে তার বিহিত ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর আগে এই সম্পর্কে উত্তরে বলেছিলাম। আসলে নির্দিষ্ট তথ্য যদি মাননীয় সদস্য-এর থাকে তাহলে এটা আমাকে দিলে পরে আমি রাজস্ব দপ্তরকে দিয়ে তদন্ত করে আসলে ঘটনা হয়েছে কিনা তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা আমি নিতে পারি। এই তথ্যগুলি আমার কাছে নেই, রাজস্ব দপ্তরের কাছে থাকতে পারে।

শ্রীদেবব্রত কলই :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, উনি বলেছেন ৬৪৫টি কেইস এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয়েছে এবং এতে ৪৮১,৫ একর জমি উপজাতিদের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, ফিজিক্যালি কত উনি তা জানেন না। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ৬৪৫টা কেইস যেটা ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে কতটা আবেদনপত্র জমা পড়েছিল কতটা আবেদন হেয়ারিংয়ে বাতিল হয়েছে এবং কতটা পেণ্ডিং আছে এই সমস্ত তথ্য জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রেকর্ডে ফিজিক্যালি যা আছে ৬৪৫টি এটা রয়েছে। কাজেই এই জমিগুলি ফেরৎ দেওয়ার পরে আসলে পজিশনটা সবাই পেয়েছে কিনা, তবে পায়নি এই ধরণের কোন অভিযোগ আসেনি। কাজেই সরকারী তথ্যে এটা বলতে পারে। মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন যে, মোট আবেদনকারী কত ? ৩১, ১২,৯৪ইং পর্য্যন্ত হিসাব আমি দিচ্ছি। মোট প্রাপ্ত আবেদন পত্র হচ্ছে ২২,৭৮৫ আর বাতিল আবেদনপত্র ১৬,৩৭১ প্রত্যাহার করা আবেদনপত্র ২৬১ রেষ্টিরেশনের জন্য আদেশ জারী যেটা হয়েছে ৫,৯৯৩, বিচারাধীন আছে ১৬০, প্রকৃত হস্তান্তরিত জমি হচ্ছে ৫,৬২৫।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :—সাবপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে পরিবারগুলিকে জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে, সেই পরিবারগুলিকে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে কি রকম সাহার্য্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্যার, যে সমস্ত উপজাতি পরিবার জমি ফেরৎ পেয়েছেন, তাদের জন্য দপ্তরে একটা স্কীম আছে। স্কীমটা হচ্ছে চার একর পর্য্যন্ত জমি রেষ্টুর করলে তার জন্য তিন হাজার টাকা। চার একরের বেশি জমি একর করলে তার জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা। এই টাকাটা হালের বলদ, বীজধান, চাষের উপকরন ইত্যাদি জমি উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৭৮।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৭৮।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৭৮ স্যার।

১) সরকারী চাকুরীতে প্রমোশানের ক্ষেত্রে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত টি, সি, এস, অফিসারদের সংরক্ষণের নিয়ম মানা হয় কিনা,

২) যদি সংরক্ষণের নিয়ম মানা না হয়, তার কারণ কি, এবং

৩) উক্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার জন্য বর্ত্তমান সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) প্রশ্নই উঠেনা,

৩) প্রশ্নই উঠেনা ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই ।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৯৩ ।

মিঃ স্পীকার :—১৯৩ ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৯৩ ।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের যে সকল জুমিয়া পূর্নবাসন এলাকায় কোন মাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় নাই, সে সকল এলাকায় উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেলে থেকে মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার জন্য শহর বা শহর সংলগ্ন এলাকায় হোষ্টেল নির্মাণের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২) যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে কোন্ কোন্ এলাকায় হোষ্টেল নির্মাণ করা হবে বলে স্থির হয়েছে, এবং

৩) পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) রাজ্যের যে সমস্ত জুমিয়া পূর্নবাসন এলাকায় কোন মাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় নাই, সে সমস্ত এলাকার উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করার জন্য যদিও পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই তথাপি বর্তমানে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে সমস্ত হোস্টেল চালু আছে, সেই সমস্ত হোস্টেলে থেকে মাধ্যমিক পর্যান্ত পড়বার ব্যবস্থা আছে । তাছাড়া উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নূতন হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা রাজ্য

সরকারের আছে।

২) যে সমস্ত স্কুলগুলিতে হোস্টেল নির্মান করা হবে সেইগুলির নাম দেওয়া হল :—

জম্পুইজলা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
ছামনু হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
কাতলামারা হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ১০০ আসন।
বড়মদান হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন
ভারত সর্দারপাড়া হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
বাইজলবাড়ী হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
জগবন্ধুপাড়া হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
চাতলছড়ি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
কলমছড়া হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
রাইস্যাবাড়ী হাইস্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
চড়িলাম হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল;	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
বড়কাঁঠাল হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল,	উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫০ আসন।
মহারাণী তুলসীবতি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল,	উপজাতি ছাত্রীদের জন্য ১০০ আসন

৩) প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে হোস্টেলের সংখ্যা এবং এক একটা হোস্টেলে কতজন ছাত্র-ছাত্রী আছে। আমি জানতে চাই ক্লাশ ওয়ান থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যান্ত, কারণ যেখানে সেখানে বর্তমান কারণে প্রাথমিক স্কুলে টীচাররা যেতে পারে না সেইজন্য অক্ষর জ্ঞানের সুযোগ নাই। চিরকাল নিরক্ষর থাকছে। যে সব স্কুলে ক্লাশ ফাইভে অ্যানুয়েল পরীক্ষা দিয়ে ক্লাশ সিক্সে ভর্তি হতে চায় কিন্তু স্কুল নাই। কাজেই কোন কোন হাই স্কুল বা টুয়েলভ স্কুলে সংগে কোন প্রাইমারী স্কুল বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে প্রাইমারী স্কুল থেকে পাশ করে সিক্সে ভর্তি হতে পারবে। এই ব্যবস্থা না থাকলে এই অংশের কোন ব্যবস্থা করতে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, এটা খুবই জটিল সমস্যা। উপজাতি এলাকায় ইনসার্জেনসি অ্যাকটিভিটিজের জন্য এটা হচ্ছে। এটা যদি ধরে নেওয়া যায় একটা স্থায়ী সমস্যা তাহলে নিশ্চয়ই ভেবে দেখা উচিত রাজনৈতিক কারণে যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রত্যান্ত অঞ্চলে ব্যবস্থা করা উচিত। তবে এটা আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে। উপজাতি অঞ্চলে মোর দ্যান ৫০ পার্সেণ্ট প্রত্যন্ত অঞ্চল থাকে যারা জুমিয়া, যাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে যুক্ত নয় তাদের জন্য স্কুল করতে হবে। তবে হোস্টেলে সীট খালি আছে।

ক্লাশ ফাইভ থেকে সিক্সে অ্যাকোমুডেশন দেওয়ার জন্য আগামী শিক্ষা বর্ষে যেখানে যার লোকেলিটি এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে ক্লাশ সিক্সে ভর্তি হতে পারে এটা দেখা উচিত। এটা খুবই জরুরী।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুরে সাবডিভিশনে কতগুলি জায়গা আপনারা জানেন যেমন সবরপুর পাড়া. এখানে দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে স্কুল হয়েছিল। স্যার, আমার মনে হয়, প্রথম বামফ্রন্ট সরকারই সেখানে প্রাইমারী স্কুলটি করেছিলেন। এই রকম আমার এলাকায় বিভিন্ন স্কুল আছে, যেখানে অনন্তকাল ধরে মাষ্টার মশাইরা যেতে পারেনা। মাষ্টার মশাইরা বলেন, পেটের জন্য চাকুরী করি; মরার জন্য নয়। বেতন না দিলেও যাব না। এই অবস্থার সেখানে মাষ্টার মহাশয়রা যেতে যাতে পারেন সে জন্য সরকার থেকে কোন চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরণের কিছু পরিকল্পনা আছে, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখা যায়। এটাকে এম, জি, ও বলে। এটা স্টেট থেকে রেজিষ্টার্ড হতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করলে এটা হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বেসরকারীভাবে রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারী স্কুল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাননীয় বিধায়করা এই রকম এম, জি, ও, স্কুলের জন্য চেষ্টা চালাতে পারেন। আমি এই প্রসঙ্গটা রেফারেন্স হিসাবে দিলাম।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে সব স্কুলে ছাত্রাবাস আছে সেখানে আধা সামরিক বাহিনী অকোপাই করে আছে এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় মাষ্টার মহাশয়ের সমস্যা রয়েছে বিভিন্ন কারণে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই কারণ থাকার পরও আমরা যাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে পারি এবং বামফ্রন্টের কর্মসূচী যাতে চালু রাখা যায় সে জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আগে ত্রিপুরা রাজ্যে এসব ছিলনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধা সামরিক বাহিনী রাখার। ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর এটা হয়েছে, স্কুল আগে না নিরাপত্তা আগে? তাদের থাকার জন্য স্টেট গভর্নমেন্টকে জায়গা দিতে হবে। তারা তো আর বাড়ী ঘর নিয়ে আসেন না তাছাড়া আর্মস আছে এগুলির জন্যও ভাল ঘরের দরকার। পাকা বিল্ডিং না হলে হবে না। জুনের দাঙ্গার পর জাতি উপজাতির মধ্যে বিরোধ এমন স্তরে চলে গিয়েছিল। তাছাড়া আছে, রাজনৈতিক সন্ত্রাস। এই সব কারণেও আমাদের আধা সামরিক বাহিনীকে এই সব ছাত্রবাসগুলিতে অ্যাডজাষ্ট করতে হচ্ছে।

এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি তাদের বিকল্প জায়গা দেওয়ার জন্য, ওরাও চেষ্টা করেছে কিন্তু এটা খুব ধীরে ধীরে হচ্ছে। কোনটাকেই অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা (আসারামবাড়ী) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ১৯৮০ সাল থেকেই বিভিন্ন স্কুলে এবং ছাত্রদের হোষ্টেলগুলিতে আরক্ষা দপ্তরের কিছু আধা সামরিক বাহিনী রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি তারা টেম্পোরারীভাবে ডাবল ভাবতে যেখানে খুসী সেখানে থাকতে পারে কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হোষ্টেলগুলিতে তাদের অকুপাই করে রাখার কোন প্রশ্ন উঠে না। সেই দিক থেকে নিরাপত্তারও প্রয়োজন আছে এই সমস্ত কারণে নিজেদের দপ্তরে যে সুযোগ আছে সেই সুযোগ মতে তারা নিজেদের জায়গায় গিয়ে সেই অকুপাইড স্কুলগুলি কবে ছাড়বেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে হোষ্টেল করার জন্য যে সমস্ত বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে বিশেষ করে খোয়াইয়ের বাচাইবাড়ী টু আশারামবাড়ী সেখানে কোন দ্বাদশ স্কুল নেই। একটাই দ্বাদশ স্কুল আছে বেহালা বাড়ীতে। বেহালা বার্ড সেই স্কুলটার সমস্ত কিছু তদন্ত করা হয়েছে যেমন জমি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখা হয়েছে তবুও বোর্ডিং একস্টেনশ্যান হয় নি। বেহালা বাড়ী বোর্ডিং এ ৩৬ জন ছাত্র আছে এবং তিন জন করে এক সঙ্গে থাকে। সেই বোর্ডিং এ যাতে ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়ানো হয় সে জন্য বর্ডিং একস্টেনশ্যানের জন্য জমি দেখা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই হোষ্টেল গৃহ নির্মাণ করা হয়নি। কাজেই সেই হোষ্টেলটি নির্মাণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আমি তাদের অনুরোধ করছি এখানে আসার জন্য যাতে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি না হয়. যাতে শেষ দিন ভাল ভাবে যায় তার জন্য। উনারা আসার পর মাননীয় চীফ হুয়িপ ষ্টেটমেণ্ট করবেন। মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাজ চালিয়ে যান।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মাননীয় বিধায়ক এটা আমাদের দৃষ্টি গোচর করেছেন এটা দেখা যাবে। তবে বলছি আর্থিক সমস্যা আছে সে জন্য সবটা করা সম্ভব নয়। খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আর হোষ্টেলের ব্যাপারে এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, এস.সি. ওয়েলফেয়ার এবং হায়ার এডুকেশ্যান ডিপার্টমেণ্ট সবাই মিলে এটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা হাউসে প্রবেশ করেন)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের চীফ হুয়িপকে অনুরোধ করছি বক্তৃতা দেবার জন্য কিছুক্ষণ আগে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আজকে হাউসের শেষ দিনে হাউস যাতে ঠিক মত চলে তার জন্য এবং মাননীয় সদস্যরা এই হাউসে আসার জন্য মাননীয় স্পীকার যে আবেদন

জানিয়েছেন তার জন্য মাননীয় স্পীকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে এসেছেন সে জন্য তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথা বলতে চাই যে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের কোন সদস্যদের কোন আচরণে যদি সদস্যরা কেউ আহত হয়ে থাকেন তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সমস্ত তারকাচিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলো এবং তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

MATTERS RAISED BY MEMBERS (ANNEXURES A,&B,)

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রীভিলেজ অনুযায়ী একটা খুব জরুরী বিষয় এই সভার বনমালীপুর দলীয় নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে। ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থা চলছে, তার একটা প্রামাণ্য দলিল এবং তথ্য আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই। আমরা এতদিন প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথাবার্তা নিয়ে দুই পক্ষই বাদানুবাদ করছি, অনাহার মৃত্যু অথবা রাজ্যান্তরী হওয়া, আইনশৃংখলার অভাবে দৈনন্দিন মৃত্যু, দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠা এইগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে গত ২২, ৩, ৯৫ ইং শ্রীমতি দীপালী বড়ুয়া আসিসটেন্ট ডাইরেক্টার, স্টেইট অফিস, খাদি কমিশন, কামারপুকুরপার ৩ জন হরিগঙ্গা বসাক রোডের কর্মচারী নেতাদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে গেছেন। এইখানে অফিসার-ইনচার্জ পুলিশ ষ্টেশান, আগরতলা ইস্ট অভিযোগ করা হয়েছে।

TO

The Officer-in-Charge:
Police station,
Agartala. East.
Tripura

Sub : Incident at State Office. khadi and V.I. Commission premises at Kamarpukur par. A. A. Road. Agartala.

Sir.

With great sorrow I would like to inform you that at about 10. 30 A.M. on 22-4- 95 while I was entering my office at

Kamarpukur pa-, A. A. road, Agartala-4 Shri Nirmal Chandra Roy, U D. C. Shri Amrit Lal Banik Sup-1, and Shri Sushil Ch. Roy, Peon blocked my way and manhanled me on the stairs and pushed me down stairs and I fell down on the stairs and as a result, I have been suffering from severe pain in the waist and abdomen since then I had rush to G. B. Hosptal for treatment and there.

Further, I would like to inform you that by their preventive activities, I am compeled to suspend my official woiks and all official works are hampered

This is for favour of your kind information and early necessary action please.

yours fsithfully

দুর্ভাগ্যের বিষয় আগরতলা শহরের মধ্যে এইরকমের মহিলা অফিসারের উপর আক্রমণের পরও এখন পর্যন্ত পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করেনি। আমরা কোন রাজত্বে, কোথায় বাস করছি এই সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে এই সভার নেতাকে এই সম্পর্কে এক্ষুণি বিবৃতি দেওয়ার জন্য দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এক্ষুনি বিবৃতি দেওয়া ত সম্ভব নয়, আপনারা যখন দাবী করছেন টাইম ত দিতে হবে।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী):- - স্যার, আমি এক্ষুনি দিতে পারবনা। পুলিশকে নির্দেশ দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— (মোহনপুর) মাননীয় সদস্য, উনি ত বলেছেন যতটুকু ডেভলাপমেণ্ট হয়েছে এই সম্পর্কে দেবেন ত।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভার কাছে আপনার মাধ্যমে একটা জিনিস পরিস্কার করতে চাই এবং গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি অমরপুর শহরের বীরবল দাস পাড়ায় অঙ্গনাদি কেন্দ্র সহ উপজাতি এলাকায় বিভিন্ন অঙ্গন দি কেন্দ্রগুলিতে শিশু খাদ্যের নামে বিষাক্ত খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে, এই খাদ্য খাওয়ার ফলে বেশ কয়েকটি শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

আজকে সকালে বীরবল দাস পাড়ার কয়েকজন অভিভাবক এসেছিলেন। বিধানসভা চলছে, মানুষের আশা আকাঙ্খার অনেক কিছু পেশ করা যাবে এবং রাজ্যের মানুষের কাছে, রাজ্যের মন্ত্রীদের কাছে এই খবর পৌছাবে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই অবস্থায়

যারা যোগান দিয়েছে অমরপুর ব্লক থেকে তার জন্য যেসব কর্মচারী জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং হাউসে একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হবে কিনা এইটা তদন্ত করার জন্য এবং ইন দি মিনটাইম এখন যে বিষাক্ত খাদ্য দেওয়া হচ্ছে অবিলম্বে বন্ধ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি। এই ব্যপারে মাননীয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি আপনার মাধ্যমে।

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের নিউটেশান পোগ্রামে যে চাউল সপ্লাই করা হয় এইটা ফুড করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া থেকে নেওয়া হয়। এখন যেখান থেকেই নেওয়া হোক ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকতো এইটা খুব গুরুতর, আমরা এইটা দেখব যে, কোন জায়গাতে গলদ আছে এবং যথাযথ একশান নেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি এবং সেই ব্যাপারে আপনার মতামত চাইছি। স্যার, একটা ব্যাপারে আপনিও অবগত আছেন। আমাদের এই হাউসে অতীতে দুই জন মেম্বার গৌতম দত্ত এবং পরিমল সাহা, তাদেরকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল হাউসের মেম্বার থাকা কালীন এবং তখনও বামফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় ছিলেন। এবারও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দলের তিনচারজন বিধায়কের উপর আক্রমণ হয়েছে, যাই হোক, হাই কোর্টের ইন্টারভেনশানের ফলে তারা এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন। স্যার, আমার কাছে খবর আছে বিগত ২০, ৩, ৯৫ ইং মার্চে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাঁচার অধিকার নাই ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের, এই শিরোনামায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লী সব জায়গাতে নাড়া পড়ে গেছে-নৃপেন বাবুকে নিয়ে এবং এই ব্যাপারে তিনটা তিন রকম সিদ্ধান্ত আপনাদের পার্টির তরফে হয়েছে এক নম্বর সিদ্ধান্ত হল, নৃপেন বাবু যা করে করুক প্রতিবাদ করার দরকার নেই। ২য় সিদ্ধান্ত হয়েছে শুধু পলিটব্যুর থেকে নয়, পার্টি থেকেও নৃপেন বাবুকে বের করে দেওয়া হবে। ৩ নং সিদ্ধান্তটা মারাত্মক। এই দলের কয়েকজন সদস্য ত্রিপুরার এবং পশ্চিমবঙ্গের জড়িত সেটা হল ওনাকে শ্লো পয়জনিং করে গ্রেজুয়েলী নৃপেন বাবুকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া। যেমন ভাবে ১৯৩৪ সালে তাদের পিতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়ার স্টালিন যেভাবে তার প্রতিদন্দ্বিদের হত্যা করেছিল, ঠিক সেইভাবে নৃপেন বাবুকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার এইটাতো আসছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এইটা আপনার দায়িত্ব। আমি আপনাকে বলছি, উনি এই হাউসের সদস্য, উনার জীবনের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে এবং উনার খাওয়া, জল খাওয়া নৃপেন চক্রবর্তীকে শ্লো পয়জনিং করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনাকে এই ব্যাপারে হাউসকে আশ্বাস দিতে হবে যে নৃপেন চক্রবর্তীকে রক্ষার সমস্ত দায় দায়িত্ব আপনি নেবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আজকে নৃপেন চক্রবর্তীর জন্য উনি কত মায়াকান্না করছেন আসলে এর উদ্দেশ্যটা কি সেটা বুঝতে হবে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, নৃপেন চক্রবর্তীর ব্যাপারটা আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই ব্যাপারে উনারা কথা বলার কে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরার সম্পদ, তাঁকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। নৃপেনবাবু, শচীনবাবু সুখময়বাবু ত্রিপুরার সম্পদ কাজেই তাকে রক্ষার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নৃপেন চক্রবর্তীকে স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে বলে মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে বক্তব্য রেখেছেন তার প্রমাণ এই হাউসের সামনে এক্ষুণি দিতে হবে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আপনি সমীরবাবুর চোখের গ্লিসারিনটা মুছে দিন কারণ তিনি চোখে গ্লিসারিন দিয়ে কান্না করেছেন। এইটা মুছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনার।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আর কারো চোখে সেটা ধরা পড়েনি আপনার চোখেই এইটা ধরা পড়েছে।

(গণ্ডগোল)

RFFRENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন।

আজকে চারটি রেফারেন্স নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রীদের বিবৃতি দেওয়ার কথা ছিল। প্রথম রেফারেন্সটি নৃপেন চক্রবর্তী সম্পর্কেই আনা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য শ্রীমতি-মোহন জমাতিয়া এই নোটিশটি এনেছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো-

"গত ২০ শে মার্চ, ১৯৯৫ ইং আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঁচার অধিকার নেই ত্রিপুরায়, পশ্চিমবঙ্গে। আমি তো শহরের উপজাতিদের বলি অন্য বাড়ীটাড়ি দেখা আছে তো ? যে কোন সময় ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে কিন্তু' এ সংবাদ সম্পর্কে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০ শে মার্চ সংখ্যায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বিধানসভার সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীর সাথে আনন্দ বাজার পত্রিকার একজন সাংবাদিকের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে "বাঁচার অধিকার নেই ত্রিপুরার, পশ্চিমবঙ্গে" নৃপেন

চক্রবর্তী। এর সাক্ষ্যে তাদের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে "আমিতো শহরের উপজাতিদের বলি অন্য বাড়ীটা কী দেখা আছে তো? যে কোন সময় ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে কিন্তু" মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বিধানসভার সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর কোন বিবৃতিই সরকারের নিকট নেই।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট পুনরায় ক্ষমতায় এসেই মানুষের বাঁচার অধিকার সংবিধানিক অধিকার ফিরিয়ে এনেছেন এটা জনগণ কতৃক স্বীকৃত সত্য। উপজাতি সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তীর দরদী গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষের কাছেই গ্রহণীয়। কিন্তু রাজ্যের বিশেষ করে শহরের আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে অতিরঞ্জন সঠিক নয়। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর উপজাতি এবং অ-উপজাতি জনগণের মধ্যে মহান ঐক্য ও সম্প্রীতিকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সর্বাধিক প্রয়াসে নেমেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমবর্ধমান জনবিচ্ছিন্নতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে।

গোলিয়াবাড়ী— কল্যাণপুরে এই উস্কানী ও ষড়যন্ত্র প্রায় দাঙ্গার দিকেও বয় টেনে নিতে চেষ্টা করেছিলো। সরকার ও সচেতন জনগণ তা প্রতিরোধ করেছেন। উপজাতি জনগণের ঐক্যকেও ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে অশুভ শক্তির প্রয়াস গত ২২ মে [illegible], [illegible], কাঞ্চনপুর (জম্পুইহিল) বা বিভিন্ন অঞ্চলে এক সম্প্রদায় উপজাতির বিরুদ্ধে অন্য এক সম্প্রদায়কে উস্কানী দিয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি ও অ-উপজাতি জনগণকে কংগ্রেস (আই) যুব সমিতি জোটের গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে [illegible] করে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় যে অধিকতর দৃঢ়তর ঐক্যের শক্তি গড়ে তুলেছে বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় তা বর্তমানে আরও বলিষ্ঠতর হচ্ছে, এই সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। ১৯৮০ ইং জুনের ভয়াবহ ও মর্মান্তিক জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে আগরতলা শহরবাসী গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ সংখ্যালঘু উপজাতি প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তাদানে ঐতিহাসিক এবং গৌরবজনক ভূমিকার নিদর্শন সৃষ্টি করে রেখেছেন। গণতন্ত্র সচেতন শহরের জনগণ আজ আরোও বেশী সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ঐক্যবদ্ধ। জাতি উপজাতি ঐক্যের বুনিয়াদ বামফ্রন্টের নীতি ও কর্মসূচি অবলম্বন করেই ইতিহাসের ধারা বেয়ে অধিকতর দৃঢ় হয়েছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গৌরবের সাথেই সেই ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি— উপজাতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। ইহাই স্বীকৃত সত্য। গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্র এবং সকল প্রকার উস্কানিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করতে বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে সর্বদা সতর্ক ও সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিবৃতিটি পাঠ

করেছেন সেটা অবশ্যই একটি রাজনৈতিক দলিল হিসাবে ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত থাকবে। আপনাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আগামী দিনের জনগণকে রাস্তা দেখাবে। আমার পরিস্কার বক্তব্য হচ্ছে, যাকে নিয়ে এই বিবৃতির অবতারণা এবং এখানে আমরা পাবলিক ইমপর্টেন্সে তুলেছি, তিনি আমাদের বিরোধী দলে থাকলেও একজন সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। এই হাউসের বর্তমানে একজন সিটিং মেম্বার। ১০—১০টি বছর তিনি এই হাউসে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের নেতৃত্ব দিয়ে আপনাদের ক্ষমতার কক্ষে বসিয়েছেন। আপনারা মানুষের সমর্থন নিয়ে এসেছেন এটা বিশ্বাস করেই আমি বলছি গত ২০—২২ মাসে তিনি একটার পর একটা বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। সরকার থেকে কোন সময়েই পরিস্কার ভাষায় তার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের অভিযোগ আমরা বিরোধী দল হিসাবে করেছি এবং করব।

মানুষের হয়ে কথা যা বলার বলব এবং আপনারা যা খণ্ডন করার করবেন। উনি দুর্ভিক্ষের পদধ্বনী শুনতে পেয়েছেন। আমরা অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ এখানে পৌছিয়েছি। গতকাল আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা উত্তর দিয়েছেন—অনাহারে মরেনি—বার্ধক্যতার কারণে মরেছে। সেই প্রসঙ্গে আমি আর নতুন করে যাচ্ছি না। কারণ আমাদের কাছে সুনির্দিস্ট অভিযোগ আছে- রবীন্দ্র যেখানে অভিযোগ করেছিলেন সেখানে আপনারা সুকুমার ওমেনকে পাঠিয়েছিলেন। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার দূরত্ব—৩০—থেকে ৫০ কিলোমিটার দুর্গম অঞ্চল। আগের দিনে গিয়ে পরের দিন এখানে পৌছেই বিবৃতি দিয়ে দিলেন যে সেখানে কোন অনাহার মৃত্যুর সংবাদ নেই। সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং মস্তিস্কপ্রসূত কল্পনা। দুঃখের বিষয় আজকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিটি সরকারী বিবৃতির চেয়েও রাজনৈতীক বিবৃতি হিসাবে আমাদের সমস্ত সদস্যদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। আমি আজকে আপনার কাছে জানতে চাই ত্রিপুরার মানুষ আজকে আতংকিত এবং আশংকিত যে নৃপেন বাবুর মত একজন বর্ষিয়ান জনদরদি নেতার মুখ থেকে সরকারী দলের সদস্য হয়েও যে আশংকার কথা প্রকাশ করেছেন তাতে জাতি-উপজাতি জনগণের মধ্যে নতুন করে আবার একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আমি আপনার কাছে জানতে চাই, ত্রিপুরার মানুষ আজকে আতংকিত এবং আশংকিত যে, নৃপেনবাবুর মত একজন বর্ষীয়ান জনদরদী নেতার মুখ থেকে সরকারের দলের সদস্য হয়েও যে আশংকার কথা প্রকাশ হয়েছে তাতে জাতি উপজাতি জনগণের মধ্যে নতুন করে আবার একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। এই মাসটা অত্যন্ত সেনসেটিভ মাস, এটা হচ্ছে মার্চ মাস। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ১৯৮০ সালের জুন মাসে জাতি উপজাতির কলংকময় দাঙ্গার কথা আমরা ভুলতে পারিনি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার. রতনবাবু এখানে লেকচার দিতে পারেন না, উনি বক্তৃতা করতে পারেন না। হি মে আসক্ এনি ক্লেরিফিকেশান। উনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে যা রেকর্ড হয়েছে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, জবাবটা মাননীয় মন্ত্রী যা দিয়েছেন নৃপেন চক্রবর্তীর বিবৃতির পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে মোটেই তা নয়। একটি সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে রাজ্যসরকার তার বক্তব্য তৈরী করেছে। এই জিনিষ এখনও প্রমাণিত হয়নি। যে পত্রিকায় নৃপেন চক্রবর্তীর নামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে, আদৌ সেটা নৃপেন চক্রবর্তীর বক্তব্য কিনা সেটাই এখনও ঠিক হল না। আপনি নৃপেন চক্রবর্তীর মুখে আনন্দবাজার পত্রিকার সমস্ত বয়ানটা জুড়ে দিয়ে তারপর আপনার মত করে আপনি স্টেটমেন্ট দেবেন, দেট কান্ট বি একসেপটেড।

মিঃ স্পীকার : — ঠিক আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— কাজেই আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব যে, এই ধরণের বক্তব্য রেখে হাউসকে বিভ্রান্ত করা উচিৎ নয়।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— ঠিক আছে, তপনবাবু যেটা বলেছেন কিন্তু একটু আমি আপনার সঙ্গে এডিশান করছি যে, এরপরে আরও খবর বেরিয়েছে যে, নৃপেনবাবুকে এই বিবৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আপনি বিবৃতি দিয়েছেন কি দেন নি, উনি কোথায়ও সেটা অস্বীকার করেন নি। সেইজন্য আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, ।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— কোন পত্রিকায়, বলুন কোন পত্রিকায় ?

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আমি যেটা ক্লেরিফিকেশান চাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে যে, নৃপেনবাবুর নামে যে বিবৃতি বেরিয়েছে সেটা সত্যি কি মিথ্যা পরিষ্কারভাবে আপনি সেটা বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি যে. এই সরকারের কাছে মাননীয় প্রবীন শ্রদ্ধেয় বিধায়ক নৃপেন চক্রবর্তীর কোন বিবৃতি সরকারের কাছে নেই। স্যার, যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন তিনি একটু আগে বক্তব্যের মধ্যে দু-একটি কথা বলেছেন। সেই কথার মধ্যে বলেছেন নৃপেন চক্রবর্তী এই রকম দুর্ভিক্ষের পদধ্বনী।

মিঃ স্পীকার :— এটা ইরিলিভেন্ট, এটার উত্তর দিতে হবে না। আপনি শুধু উত্তর দিন উনি যে বিবৃতিটা দিয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতকারে আনন্দবাজার পত্রিকায় যদি কোথায়ও প্রকাশিত হয়ে থাকে আবার আর একটা পত্রিকাতে এই কথাও প্রকাশিত হয়েছে যে, তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মিথ্যা অভিযোগ।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি আপনাকে ক্লেরিফাই করতে বলেছি যে, ঘটনাটা সত্যি না মিথ্যে। আপনি কয়দিন সময় পেয়েছিলেন নৃপেনবাবু আগরতলা শহরে

উপস্থিত আছেন। আপনাদের কোথায় আটকাচ্ছে নৃপেনবাবুকে প্রশ্ন করতে এবং সেটা পরিষ্কার করতে এই সভার কাছে যে, এটা নৃপেনবাবুর বিবৃতি নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সরকারের কাছে মাননীয় বিধায়ক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী কোন বিবৃতি দেননি।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— স্যার, সরকারের কাছে আমরা বিবৃতি দাবী করি না। পত্রিকায় যেটা বেরিয়েছে সেটা নৃপেনবাবু বলেছেন কিনা সেটা বলার দায়িত্ব আপনাদের।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— আমাদের কাছে নেই।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আপনাদের কাছে নেই অর্থটা কি ? আজকে সারা রাজ্যে তোলপাড় হচ্ছে, সারা দেশে তোলপাড় হচ্ছে। আগরতলা শহরে উনি আছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লিস, প্লিস মাননীয় সদস্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা বসে আমরা যখন বিরোধী আসনে ছিলাম তখন কত কথা বলেছে এটা সবাই জানে। মার চেয়ে এখন মাসীর দরদ বেশী হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— উনি পলিটব্যুরোর মেম্বার, এবারও উনি ইলেকটেড হয়েছেন। উনি পলিট ব্যুরোর হাইয়েস্ট বডির মেম্বার, এবং সিটিং মেম্বার। আমরা নৃপেনবাবু আবার এলে নীতিগত ভাবে পিয়েধীতা করব। কিন্তু এই ভাবে সভাকে পাশ কাটিয়ে ত্রিপুরার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, সেটার সদুত্তর দিতে পারলেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান।

মিঃ স্পিকার :— আর কোন পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান নয়। প্লিজ বসুন। প্লিজ বসুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন— স্যার, আমার মাত্র একটা পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান। স্যার, আমাকে একটু বলতে দিন স্যার,।

মিঃ স্পীকার :— না, না, প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন। অনেক হয়েছে। প্লীজ বসুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— স্যার, আমার একটা পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান আছে।

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে হলে তো হবেনা. প্লীজ বসুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমার মাত্র একটা, আমাকে বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ মাখনবাবু বসুন। প্লীজ বসুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— আমি এই ব্যাপারে বলছি, আমার কথাবার্তা হয়েছে আনন্দ বাজারের সাংবাদিকের সংগে। আমাকে একটু এই বিষয়ে বলতে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— উনার সঙ্গে নৃপেনবাবুর কথাবার্তা হয়েছে এটা উনি বলতে চাইছেন। উনাকে বলতে দিন স্যার।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এই আনন্দ বাজারের সাংবাদিক, আমরা যখন কয়েকজন লবিতে বসা, তখন সেই সাংবাদিক আমাদের সঙ্গে দেখা করেন, আমি ছিলাম, অনিল চাকমা, মাধব সাহা, রসিরাম দেববর্মা, আমরা প্রত্যেকে পত্রিকা পড়ছিলাম তখন সেই সাংবাদিক গিয়ে আমাদেরকে নমস্কার নমস্কার বলে, আমাদেরকে বললেন যে আপনারা আনন্দবজারের সংবাদ পড়েছেন, আমরা বললাম কি সংবাদ, এই যে নৃপেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, উনি যে বললেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম সে কি সাক্ষাত করলেন, তখন আমার সঙ্গে যে মেম্বার ছিল তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন, তখন সাংবাদিক বল্লেন যে উনি তো এই বল্লেন। সেই বললন উনারা তাহার বিপক্ষে বলছিলেন তখন আমি উনাকে ডাক দিয়ে বললাম যে শুনুন এই সাংবাদিক আমার একটা কথা শুনুন। কি বলুন। আপনি কামান চৌমুহনী চিনেন, হ্যাঁ, চিনি স্যার, কামান দেখছেন, দেখছি। তা হলে আর কোন কথা বলবেন না। উনি মাথায় হাত দিয়ে বললেন ঠিক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, উনি সাংবাদিককে কামান দেখিয়েছে স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— না, না, এরাতো বাংলা ভাষার অর্থ ই বুঝে না।

(গণ্ডগোল)

মাখন বাবু কি বলেছেন তার অর্থ ই তো আপনারা বুঝেন নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এরাতো এর অর্থই বুঝেনি স্যার,

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :— স্যার, আমারা আপনার রুলিং চাই স্যার, একজন সাংবাদিককে খুন করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমরা আপনার রুলিং চাই স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আমাকে বলতে দিন। আমি বলছি। আপনারা চুপ করুন

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ও আবার বলছে যে বেশ করেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা চুপ করুন। এই ভাবেতো চলতে পারেনা। আমাকে একটু বলতে দিন না।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা জিনিস পরিস্কার, মাননীয় সদস্য যে ভাবে কথাটা বলেছেন আমরা আপনার কাছে আশংকা প্রকাশ করছি যে সংবাদপত্রের সংবাদ লেখার অধিকার কেড়ে নেওয়ার সম্পর্কে। এই সাংবাদিকের যদি কিছু হয় তার জন্য মাখনবাবু দায়ী থাকবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সাংবাদিকের কিছু হলে তিনি দায়ী থাকবেন।

আমরা আশংকা প্রকাশ করছি, ওকে হত্যা করা হতে পারে। মাখন বাবু সবকিছু পারেন। সাংবাদিককে হত্যা করা হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— বসুন, আপনারা বসুন।

মিঃ স্পীকার :— আমাকে বলতে দেন। এখানে যে প্রসংগটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মাননীয় সদস্য মাখনবাবু অশ্বথামা হতঃ ইতি গজঃ বলার সংগে সংগে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। মুল যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে নৃপেনবাবুর বিবৃতির সত্যতা নিয়ে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সংবাদিক যারা এখানে আছেন তাদের নিরাপত্তার বিঘ্নিত হয়নি. হবে না। কারণ তারাও পার্ট অব দি হাউস। ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু প্রোটেকট দেম। এখানে যে বিষয়টা নৃপেনবাবুর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনারা জানেন আমরাও জানি নৃপেনবাবু এই ত্রিপুরার টোটেল অ্যাডভান্সমেন্ট. ডেভেলাপমেন্ট এর ওয়ান অবদি বিল্ডার। উনি এক দিকে পলিটব্যুবার মেম্বার. সেন্ট্রাল কমিটিতে উনি আছেন, তিনি সি, পি, আই (এম) পার্টিতে বিলঙ করছেন। উনার সংগে সাংবাদিকের ইন্টারভিউ যেটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেই সম্বন্ধে উনি বলতে পারেন, পার্টিকে বলতে পারেন। এটা কর, ওটা কর। যতক্ষণ উনি পলিটব্যুরোর মেম্বার হিসাবে আছেন। পার্টিও সেটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিতে বাধ্য। কাজেই উনার প্রতি যদি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে, সবারই আছে, দিস ম্যাটার শুড বি ড্রপড হিয়ার। নৃপেনবাবু যা বলেছেন সেটা গভার্ণমেন্টও অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য বলে আমি আশা করি।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— স্যার, আমাকে একটু বলতে দিন। আপনার কথা আমরা সব সময় শুনি, আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি। আপনি এখানে যা বললেন এটা সরকার পক্ষের দেওয়া উচিত ছিল। স্যার, আপনি আগে জনপ্রতিনিধি, পরে স্পীকারের আসনে বসেছেন। স্যার,

আজকে জনগণের মনে প্রশ্ন এসেছে। এর উত্তর কি এটা সত্যি কি মিথ্যে ক্লেরিফিকেশান হতে হবে।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আপনার কথায় আমরা চুপ করে যাব ঠিকই। আর চুপ আমাদের এক সময় হতেই হবে। কারণ, আজই হাউস শেষ হয়ে যাবে। হয়ত এক-দু ঘণ্টা বাড়তে পারে। কিন্তু এ প্রশ্ন মানুষের মনে ঢুকে গেছে। এটা ডেফিনিটলি নৃপেন বাবুর ব্যপার।।

(গণ্ডগোল)

আপনি বললেন, কিন্তু উনি কোন বিবৃতি দেননি। উনি কি অসুস্থ না এখানে সীটে বসবার যোগ্যতা হারিছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আর নয়। শারিরিকভাবে উনি অসুস্থ। উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে উনার দিকে এটেনশান দেওয়ার জন্য বলাও হয়েছে। না, না, এটা স্পীকারের রুলি. আমি বিধল সিনহা হিসাবে বলছি না। আমি স্পীকার হিসাবে বলছি। কাজেই এই সম্পর্কে আর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমরা আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে ষ্টেট-মেন্ট দিলেন তাতে বলেছেন, সরকার সরকারী ভাবে দেওয়া হয়নি। কিন্তু দশরথবাবু, মুখ্যমন্ত্রী, প্রেস ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে বলেছেন, ট্রাইবেলদের বঞ্চিত করেছেন বলে।

(গণ্ডগোল)

এই কথাটা দশরথবাবু বলেছেন। একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছেন।

শ্রী কেশব মজুমদার :— সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। এই সব বলে কংগ্রেসকে বাঁচান যায় না।

(গণ্ডগোল)

বাঁচবে না কংগ্রেস। সারা ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের দিন শেষ। কংগ্রেস আর উঠবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— এই আনন্দেই নৃত্য করুন। লজ্জা করে না?

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— স্যার, আমি নৃপেনবাবুকে নিয়ে প্রশ্ন করছি না। আমি জানতে চাই, সাংবাদিকদের কেন নিগৃহীত করা হচ্ছে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনিত বললেন হবে না। কিন্তু কামান চৌমুহনীর কামান দিয়ে ত পেটান হচ্ছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ভাবে কি হাউস চলবে।

(গণ্ডগোল)

একমাত্র এটাইত আপনাদের সম্পত্তি। আর ত কিছু নিয়ে বলতে পারবেননা। শুধুই হৈচৈ করে যাবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বক্তব্য হলো মাননীয় সদস্য মাখনবাবু একজন প্রবীন সদস্য উনি কামান দিয়ে কি বুঝাতে চাইছেন এটা আমরা বুঝাতে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অপব্যাখ্যা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কোন সাংবাদিকের নিরাপত্তার অভাব নেই। সারা রাজ্যে সাংবাদিকরা-

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, সারা রাজ্যে সাংবাদিকদের পিটানো হচ্ছে, তাদের বাড়ীতে আগুন লাগানো হচ্ছে—মাননীয় মন্ত্রী সমর চৌধুরী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য মাখন বাবু কি বলতে চেয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমি বিরোধী দল নেতা সমীর বাবুকে অনুরোধ করছি আপনি বসুন। হাউসটাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে পিউপিলের কথা বলতে দিন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা চাইছি শেষ দিনে হাউসটা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলুক।

মিঃ স্পীকার :— শান্তি আর কোথায় হচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন বক্তব্য হলো আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের একজন প্রবীন সদস্য মাখনবাবু কি কথা বলেছেন—

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাখনবাবু কি বলেছেন একজন একজন করে জিজ্ঞাসা করছেন।

শ্রীমতিলাল সাহা :—হ্যাঁ, ওটাই বলছি স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— শেষ করতে দিন। মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা

একটু বসুন, মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু বসুন, মাননীয় মন্ত্রী অনিলবাবু বসুন।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি বলেছেন পুরো কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হট্টগোল হয়ে গেছে আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। উনি কামান দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন উনি নিজে বললে ভাল হয় তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে এটাই আমার উত্তর।

শ্রীতপন চক্রবর্তীঃ— স্যার, এটা ফিলিংস্ হয়েছে হাউসের মধ্যে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী আপনি বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মাখন বাবুকে বলতে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মাখনবাবুকে বলতে বলছি না। মানীয় সদস্য মতি বাবু জানতে চেয়েছেন কামান পর্য্যন্ত এসে কি বলেছেন, তারপর আপনারা উঠলেন.এর পর

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— স্যার, আপনার কথা অনুযায়ী বলুন, আমার কথা অনুযায়ী নয় কারণ আমি তো অর্ধেক কথা শুনেই গণ্ডগোল শুরু করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— রাইট, রাইট মাখন বাবু যা বলেছেন তার অর্ধেক শুনার পরই আপনারা অনেকে উত্তেজিত হয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুবল রুদ্র (নলছর)ঃ— স্যার, আমাকে একটু বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—না, না, বলতে দেওয়া হবে না। মাখন বাবু যে কথা বলেছেন তার আগেই কারণেই হোক, অকারণেই হোক অযথা একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে টোট্যাল এই কামান পর্য্যন্তই এণ্ডিং আর বলতে দেওয়া হবে না। এটাই আমার বক্তব্য।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ— কামান

মিঃ স্পীকার ঃ — না, না প্লীজ বসুন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— সাংবাদিকরা ইনসিকিউরড্ হয়ে গেল সেই ধারণাই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পিকার ঃ— সিকিউটরিটি সম্পর্কে আমি বলি নি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাঝখানে একটা বিবৃতি দিয়েছেন তারপর এই প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমি হাউসের চেয়ার থেকে একটা বিবৃতি দিয়েছি তারপর এই প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ— স্যার, আমাকে একটা কথা বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ আপনারা বসুন, তাহলে এইগুলি আর কিছু হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) স্যার, এর মধ্যে দোষ কি

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, কি হলো মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবু ডেনজারাস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছেন। হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কামান, এল, এম, জি গুলতি এই সব আপনাদের, আমরা গুলতি বুঝি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা সবাই শান্ত হয়ে বসুন। হাউস চালাতে আমাকে সাহায্য করুন।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীসমীর দেবসরকার মহোদয় কর্তৃক গত ২২,৩,৯৫ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো — "খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালক বিদ্যালয়ে নবনির্মিত উপজাতি ছাত্রাবাস এবং বড়পাথরী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে তপশিলীজাতি ছাত্রাবাস চালু না হওয়া সম্পর্কে,,

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) —স্যার, খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন ৫০ আসন বিশিষ্ট তপশীলী উপজাতিভূক্ত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্মিত বোর্ডিং হাউসে ২০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই ছাত্রাবাসে ৮ জন ছাত্র আছে। ৫-১০-৯৩ তারিখে এই হোস্টেলের উদ্বোধন করা হয়।

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পোস্ট-মেট্রিক স্টেইজ এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড দেবার বিধান নেই। তবে এই স্টেজে অধ্যয়নরত যদি পাঁচ বা ততোধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মেস্ করে বিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোন সরকারী আবাসে বা ভাড়া বাড়ীতে থাকে বা থেকে পড়াশুনা করে তবে মোট ৩০০ টাকা মাসিক হোস্টেলার হিসাবে পোস্ট ম্যাট্রিক ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া যায়। এই তিনশত টাকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বরাদ্ধ যথাক্রমে ১১৫ টাকা ও ১৮৫ টাকা। এই সমস্ত হোস্টেলে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কুক-কাম মশালচি নিয়োগ করার কোন বিধান নেই। তবে বৈদ্যুতিকরণ, জল সরবরাহ, আসবাবপত্রের ব্যবস্থা সরকারী ভাবে করা হয়েছে

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই হোষ্টেলে যাহাতে কুক্-কাম মশালচি পদের সৃষ্টি করে আদিবাসিদের সুযোগবৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়টী সরকার বিবেচনা করেছেন। এই ব্যাপারে যথাশীঘ্র সরকারী সিদ্ধান্ত স্থির হবে। তবে আপাতঃ ব্যবস্থা হিসেবে অন্য হোষ্টেলে যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুক্ কাম মশালচি আছে সেখান থেকে তাদের বদলী করে এই হোস্টেলের আবাসিকদের জন্য অস্থায়ীভাবে প্রেরন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বড়পাথারী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন উপজাতী ও তপশিলী জাতির ছাত্রাবাস চালু আছে। এই ছাত্রাবাসে আবাসিকদের সংখ্যা বর্তমানে ১৮ জন। ইহার মধ্যে তপশিলী জাতি ছাত্র ৯ জন এবং উপজাতিভুক্ত ছাত্র ৯ জন আছে। এই ছাত্রাবাসে মোট ছত্রিশজন আবাসিকের থাকার ব্যবস্থা আছে।

বড়পাথরী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন কুড়ি আসন বিশিষ্ট তপশিলী জাতি ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে এই হোষ্টেলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। যেহেতু কমপাউণ্ড ওয়াল, সুপারের ও নাইটগার্ডের কোয়ার্টারস্ নির্মান সম্পন্ন হয়নি তাই উক্ত ছাত্রীবাসে ছাত্রীদের ভর্তি করানো সম্ভব হয়নি।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক কুক-কাম মশালচি ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী শিক্ষাবর্ষে এই হোষ্টেলটির চালু করা সম্বব হবে।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণীর বালক বিভাগের যে ছাবত্রাস আছে একাদ্বশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য এই ছাত্রাবাসটি ৩০ জন ছাত্র থাকার জন্য। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র, বিছানাপত্র না থাকায় ছাত্র এখন মাত্র ৮ জন আছে। দীর্ঘ ৮ মাস ১০ মাস সময় ২০ জন সিলেক্শান করা হল, তাদের জন্য আসবাবপত্র বিছানাপত্র, খাওয়ার টেবিল নাই বলেই ২০ জনের মধ্যে ১২ জন বাড়ীতে চলে গেছে। আর মাত্র ৮জন আছে। সবাইর জন্য বিছানাপত্র এবং প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সরবরাহ করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং কুক্-কাম মশালচির অভাবে পরীক্ষার সময় এইটা ছাত্ররা নিজেরা রেঁধে খাওয়ার জন্য তাদের রীতিমত পড়াশুনার ভীষণ ক্ষতি হত, তার জন্য তাড়াতাড়ির মধ্যে এইখানে একজন কুক্-কাম মশালচি দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, কুক্-কাম মশলাচিতো দেওয়া হবে, বলা হয়েছে যেখানে বেশী আছে সেখান থেকে ট্রেন্সফার করা হবে। কিন্তু এই হোষ্টেলগুলিতে মাধ্যমিক পাশ করার পর ইলেভন্, টুয়েল্ভ্-এর জন্য যে বর্ডিং হয় সেটা সাধারণত কোথাও নাই, ঐ বর্ডিংটা স্পেশ্যালি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে হোষ্টেলার হিসাবে কোন বাসায় বাড়ীতে থেকে চার পাঁচ জনের একত্রে স্টাইপেণ্ড পেতে পারে মাসে ৩০০ টাকা করে, তাতে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সেয়ার আছে, ষ্টেট গভর্মেন্টের শেয়ার আছে কিন্তু তার বেশী কিছু নাই। কাজেই এইটা একটা সমস্যা। এইটা নিশ্চয়ই আমাদের চোখে এসেছে। আমরা এখানে মন্তব্য করেছি যাতে কুক্-কাম মশালচি দেওয়া হয় সেজন্য নূতন নিয়ম করে এইটা করতে হবে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে বড়পাথরী ছাত্রনিবাস যেটার কথা বলা হয়েছে এইটা সহ রাজ্যে কিছু নূতন এস, টি এবং এস সি, ছাত্র এবং ছাত্রীদের

জন্য হোষ্টেল করা হয়েছে এবং শুধু মাত্র কুক্-কাম মশালচির জন্য সেগুলি চালু করা যাচ্ছে না। আমরা লক্ষ করেছি এক সময় পঞ্চায়েত ডিপার্টমেণ্ট থেকে ডি, আর, ডব্লিওকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল, এখন তারাও সেই কাজে অংশগ্রহন করেছেন না। কাজেই শুধু মাত্র কুক্-কাম মশালচির জনাই এই বোর্ডিংগুলির সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে না। এইটার কারণটা কি জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— (মন্ত্রী) সরকারের তো কতগুলি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় এবং এইটা মেনে চলতে গেলে দেরী হয়। এইটা তো দীর্ঘ দিনের ব্যাপার। আমরা এবার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেখানে হোস্টেল আছে সেখান থেকে স্থানীয়ভাবে কুক্-কাম মশালচি নিতে হবে। আর পঞ্চায়েত থেকে আমাদেরকে নেবার কথা বলা হয়েছিল অনেক আশা নিয়ে, যেহেতু পঞ্চায়েত জোট রাজত্বে অনেক অতিরিক্ত অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট দিয়ে গেছে যাদের কোন প্রয়োজন নাই, রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া তাদের কোন প্রয়োজন নাই। তাদেরকে কোথায় নেবে, তখন আমরা বললাম যে তাদেরকে হোষ্টেলে দাও, একই কাজ, একই রকম চাকরী। বলছে যে, " না আমরা কি মশলা বাটবার না আমরা কি জল তুলব ", তারা মাথার কাজ করবে, ঘামের কাজ করবে না। আমার অনেক আশা ছিল নিশ্চই তারা সরকারী কর্মচারী, পার্ট টাইন হোক আর যাই হোক করবে। কিন্তু দেখা গেছে যে না, এই ছোট কাজটা ঐ বাবু কর্মচারীদের পোশায় না। ক্লাশ ফোরই ছাড়া। এই ঘটনা হয়ে গেছে, আমাদেরও বুঝতে ভুল হয়েছে।

এখন এই জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যেখানে হোষ্টেল আছে সেখান থেকে নেওয়া হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কুক-কাম মশালচির জন্য চার পাঁচ বছর ধরে পরে আছে, পরিস্কার হচ্ছে না, এইটাতো দীর্ঘ দিনের ব্যাপার।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা পরিস্কার করবেন কি না যে, যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে সেটা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে, এই মার্চেই হবে, না কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** আগামী শিক্ষা বর্ষে এইটা কার্য্যকরী হবে, এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— (সিমনা) স্যার, এখানে স্পেসিফিকভাবে দুইটা স্কুলের ছাত্রাবাসের কথা বলা হয়েছে। আমার জানা মতে কাতলামারা হাই স্কুলে ১৮ টা সীট বিশিষ্ট একটা ছাত্রাবাস তিন বৎসর ধরে বন্ধ হয়ে আছে এবং আমরা জানি যে, আগামীতে নূতন হোষ্টেল তৈরী করার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেটা একশত আসন বিশিষ্ট হওয়ার কথা। এখন আমার প্রশ্নটা হল, সেখানে তিন বৎসর ধরে কুক-কাম মশালচি সহ সব কিছু থাকা সত্ত্বেও, ঘরও আছে শুধু রিপেয়ারিং এবং কিছু জিনিষ পত্রের জন্য এই হোষ্টেলটা বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই একশত সীট বিশিষ্ট হোষ্টেলটা হওয়ার আগে কিছু টাকা খরচ করে ঐ হোষ্টেলটাকে নূতন হোষ্টেল নির্মান না হওয়া পর্য্যন্ত ওখানকার ছাত্র ছাত্রীদের থাকার সুযোগ করে দেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— (মন্ত্রী) স্যার, এই স্কুলটা যেখানে আছে তার ঠিক সামনেই ঐ ছাত্রাবাসটা, তাই স্কুলের সমস্যা, ছাত্রাবাসের সমস্যা একটা ব্যাপার আছে এবং এইটা খুব পুরানো তাই বন্ধ হয়ে গেছে। মাননীয় বিধায়ক যে সমস্যাগুলি তুলেছেন আমি তার জন্য ওনাকে বলব আপনি উদ্যোগ নিন, আসুন কি কি সাহায্য লাগে বলুন, আগামী শিক্ষাবর্ষে কত টুকু সাহায্য করা যায় নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচ বথল) **:—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, সর্দার পুস্তিয়চৌধুরী পাড়া আবাসীক স্কুলের যে ছাত্রাবাসটি রয়েছে এইটার কি অবস্থা রয়েছে? আমরা দেখেছি এইটির অবস্থা খুবই খারাপ। এবং ছয় সাত জন ছাত্রকে একটি করে টেবিল দেওয়া হয়েছে। কাজেই এইটা আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে এই আবাসিক হোস্টেলটির গৃহ মেরামতি এবং প্রয়োজনীয় ফার্নিচার দেওয়া হবে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, ছাত্রাবাসটির অবস্থা খুবই খারাপ-এইটা ঠিক। সেখানে একজন সর্বসময়ের জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করতে হবে তা না হলে এইটির অবস্থায় উন্নতি হবে না। আর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করলে তার কোয়ারটার্স এর প্রয়োজন রয়েছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ না করলে হোষ্টেলগুলি আড্ডাখানায় পরিণত হয়ে উঠে। কাজেই শুধু এই হোষ্টেলেই নয় প্রত্যিটি আবাসিক হোষ্টেলেই সর্বসময়ের জন্য সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করতে হবে-এইটা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীসমীর দেববরকার :— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, আমরা দেখেছি উপজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে পঞ্চায়েত থেকে কুক্-কাম্-মসাল্চি এবং হেলপার দেওয়া হয় তাদের স্থানীয় লোকদের থেকে নিয়োগ না করার ফলে তারা অনেক সময় তাদের কর্মস্থলে যেতে চায় না। কাজেই এই ক্ষেত্রে কুক্-কাম-মসালচি স্থানীয় লোকদের থেকে নিয়োগ করা হবে কি না তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, এদের স্থানীয়ভাবেই নিয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (বাইস্যাভ্যালী) **:—** পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, রইস্যাবাড়ী হোষ্টেলটি ১৯৯০ সাল থেকে চালু করার কথা ছিল কিন্তু এইটা এখনো চালু করা হয়নি। এইটা কবে চালু করা হবে? তাছাড়া গণ্ডাছড়ায় আরেকটি হোস্টেল তৈরী করে সেটা চালু করার কথা ছিল সেটাও কবে নাগাদ চালু করা হবে তা' মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, রাইস্যাবাড়ীর স্কুলঘরটি আগে তৈরি করতে হবে তারপর হোষ্টেলটির ব্যাপারে দেখা হবে। এই স্কুলের অবস্থা নিশ্চই মাননীয় সদস্য জানেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমার প্রশ্ন নয়-আমি—এইটা আপনার নজরে

জানতে চাইছি—মুর্শিদাবাড়ী স্কুলের হোস্টেলে আপনি একজন কুক-কাম-মসালচি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই মসালচি আজকে কয়েক মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছে না। এইটা একটু দেখবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কিন্টেন্সি আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের টাকা মঞ্জুর করেছি স্পেশিয়েলী-এবং সম্ভবতঃ তারা টাকা পেয়ে যাবেন-হয়তো পেয়ে গেছেন।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শিক্ষায় ছাত্রদের বিশেষ করে উপজাতি এবং তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের বিকাশলাভের জন্য এই ছাত্রাবাসগুলি করা হয়েছে। স্যার, এইজন্য সরকারী সিদ্ধান্তগুলি কার্যাকরী করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখছি সরকারী এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের প্রশ্নে একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এইখানে তৈরী হচ্ছে। কিছু কিছু আমলাদের একটা অংশ এই সরকারী কাজ যা'তে সঠিকভাবে রূপায়িত না হয় এই জন্য চেষ্টা করছে। স্যার, এই ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে এই হোস্টেলগুলি উদ্বোধন হলো-সেখানে কুক্ কাম-মসালচি কোথা থেকে দেবেন কি করবেন এই নিয়ে জটিলতা-এবং সেখানে পঞ্চায়েত থেকে ডি, আর ডব্লিউ হিসেবে কুক্-কাম-মসালচি নিয়োগ করা হলো। এবং আমার ধারণা এই যে পঞ্চায়েত থেকে সেখানে যে কুক্-কাম-মসলচি নিয়োগ করা হলো সেখানে আমলাদের একটা অংশ-সেটা তারা জানেন্ সেটা কোনদিনই কার্য্যকরী হবে না কাজেই এই জাতীয় সিদ্ধান্ত-সরকারী কাজ যা'তে সঠিকভাবে রূপায়িত না হয় এই জন্য এই ধরণের এইটা চক্রান্ত হচ্ছে-এইটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর মনে করেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— **মিঃ স্পীকার** স্যার, এইটা যে মাননীয় সদস্যের মন্তব্য। এই সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। যে যা' বুঝার—বুঝে নেন।

মিঃ স্পীকার :— এই হাউস বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র ও অনিল চাকমা কতৃক গত ২২, ৩, ৯৫ইং তারিখে উত্থাপিত উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বকৃত হয়েছিলেন। আমি তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয় বস্তুটি হলো :— " জোট সরকারের আমলে তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের ৯৩ জন ছাঁটাইকৃত কর্মীকে পুনর্বহাল করা সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুনমান যাচাই করে ৮৫ সালে চুক্তিবদ্ধ লোকশিল্পী নিয়োগ করেছিলেন। রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে এই শিল্পীগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন। নীরমহলকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং তার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আট জন দৈনিক হাজিরার লোক বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগ করেছিলেন। ঐ দৈনিক হাজিরার কর্মীগণ তাদের নিরলস

পরিশ্রমের মাধ্যমে ভগ্ন ও জরাজীর্ণ নীরমহল প্রাসাদটিকে আগাছামুক্ত করে এবং সুন্দর ফুলের বাগান তৈরী করে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। জোট শাসনকালে এক কলমের খোচায় ঐ ৮৫ জন চুক্তিবদ্ধ লোকশিল্পী ও ৮ জন দৈনিক হাজিরার কর্মীকে কোন কারণ ছাড়াই চাকুরীচ্যুত করেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। পরবর্তীকালে জোট সরকার ছাঁটাইকৃত ৮৫ জন চুক্তিবদ্ধ লোকশিল্পীদের মধ্য থেকে ৬ জন লোকশিল্পীকে এবং ছাঁটাইকৃত আটজন দৈনিক হাজিরার কর্মীদের মধ্য থেকে মাত্র তিন জনকে পুনর্নিয়োগ করেন। বাকী ৮৪ জন কর্মী রোজগারের আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। অথচ জোট সরকার তাদের পাঁচ বছর রাজত্বে নুতন করে ৭১ জন চুক্তিবদ্ধ লোকশিল্পী নিয়োগ করেন। তাদের অনেকেরই নাচ-গান বাজনা কিছুই জানা নেই। জোট সরকারের ছাঁটাইকৃত লোকশিল্পী ও দৈনিক হাজিরার কর্মীদের বিষয়টি রাজ্য সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন এবং তাদের পুনর্নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনিয় পদ সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নুতন পদসৃষ্টি করে তাদের নিয়োগ করা যায়নি।

তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার জোট সাশনে নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ লোকশিল্পীদের গুনমান পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করেছিলেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে অযোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হয় নাই। ফলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। বর্তমানে এটা আদালতের বিচারাধীন রয়েছে।

শ্রীঅনিল চাকমা :— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে ৯৩ জনকে জোট সরকারের সময়ে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল এই ছাঁটাইয়ের ফলে যাদের বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের কথা বিবেচনা করার জন্য সরকার বর্তমানে কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— চাকুরীর ক্ষেত্রে এমনিতে নির্ধারিত বয়স থাকেই। সেটা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না।

শ্রীঅনিল চাকমা :— পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, তারাতো চাকুরীতেই থাকত কিন্তু ঐ জোট সরকার-এর আমলে তাদের চাকুরী শেষ করে দিয়েছে। এই কয়েক বছর চাকুরী থেকে বিরত আছেন। এখন তাদের পুন নিযোগ করা হলেও চাকুরীর বয়োসীমা তাদের বেড়ে যাবে। তাই এটা বিবেচনা করার জন্য সরকারের চিন্তাভাবনা আছে কি ? তাছাড়া রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থজয় রিয়াং, উত্তর লালজুড়ি, এত সুন্দর গান গাইতেন একদিন যখন গেয়েছে সেই পার্থজয়, ব্রজ গোপাল রায়, যার কণ্ঠ কেটে দেওয়া হয়েছে। এখন পার্থজয় বলছে যে, আমার কণ্ঠ কেটে দিতে পারল না জোটসরকার কিন্তু আমার মাসিক যে আয় সেটা কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে সে লালজুড়ি জয়শ্রী বাজাবে কান্নাকাটি করেন। তার বয়সও আমার মনে হয় পার হয়ে গেছে এটা যদি বিবেচনা করার চিন্তাধারা থাকে এবং চিন্তাধারা করলে খুবই ভাল হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা চিন্তা করবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, একটা মানবিক আর একটা প্রশাসনিক, প্রসাসনিক ব্যাপারে নির্দ্ধারিত নিয়ম আছে এটা লঙ্ঘন করা যায় না। আর ওদেরকে ছাটাই করে সেই গলা না কেটে তাদের রুটি বন্ধ করা হয়েছে। সেই দিকটা নিশ্চয় মানবিক ব্যাপার। কিন্তু প্রশাসনিক আর মানবিক ব্যাপার সব সময় কম্প্রমাইজ করা যায় না।

শ্রীসুবল রুদ্র :— পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, জোট রাজত্বে তাদের ছাটাই করা হয়েছে। বলতে গেলে প্রায় অনেকটা বছর কেটে গেছে জোট রাজত্বের কয়েকবৎসর সেই সুফল তারা ভোগ করেছেন এই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী যিনি ছিলেন রতনবাবু, ভাল লোক বলে জানতাম। যাই হউক, এখানে প্রশ্ন হল এই যে যারা ছাটাই হয়েছে তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে এটা ঠিক। এখন বলছেন যে, আর্থিক অবস্থার জন্য এটা করতে পারেন না। তাহলে বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে আদের পুন নিয়োগ করা হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্পীকার স্যার, যাদের আমলে ছাঁটাই করা হয়েছিল তাঁরা দুইজনই এখানে আছেন তাঁরা বলতে পারবেন কেন ছাঁটাই করেছেন। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী তাঁরা ছিলেন। যাই হউক, তখনতো ছাঁটাই করে দিয়েছেন এবং আমরা এখনও তাদের নিয়োগ করতে পারিনি। কারণ নতুন করে পদ তৈরী করতে হবে, আর তাঁরা যাদের নিয়োগ করে গেছেন আমরা ঢালাওভাবে ছাটাই করতে চাই না। সেই জন্য আমরা স্ক্রিনিং কমিটি করেছি দেখা গেছে যে গান গায় না এই সম্পর্কে কোন লাইনেই, যেহেতু তাদের জায়গা দেবার জায়গা নেই অতএব সংস্কৃতি দপ্তরে চাকুরীটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তারা স্ক্রিনিংয়ে বাদ গেছে এর পরেও হাকিমের কাছে গেছেন, যাদের আর কোন জায়গা নেই তারা হাকিমের কাছে যেতে পারেন। কাজেই সেখান থেকে তারা ডিফেন্স নিচ্ছেন। আর যারা ছাটাই করে গেছেন তারাতো জিনিষটা জানেন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ছাটাই করেছেন। কারণ ওরা যে গান গায় এটার যে দরকার আছে এর প্রয়োজনবোধ করেন না। এরপরেও অবশ্য মানবিকতার চেয়ে চড়া শুরে কথাবার্তা বলেছেন তারা। কাজেই তাদের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে আমার লজ্জা লাগছে, তারা কষ্ট পাবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :—পয়েণ্ট ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে এই ৯৩ জন শিল্পীকে নিয়োগ করা হয়েছে। অপসংস্কৃতির ধারক এবং বাহকরা এই সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে ভাল শিল্পীদেব ছাটাই করে দিলেন। এটা একটা অমানবিক ঘটনা, অমানবিক কাজ। যাই হউক, আবার এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে তারা ৫-৭ বছর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ

হল। এখন তাদের চাকুরী ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো এখানে বলেছি যে যাদের যাদের সম্ভব নুতন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে চাকুরী দিতে হবে। যার জন্য চেষ্টা করতে হবে, আর্থিক অনটন ইত্যাদি আছে। সরকারের তরফ দিক থেকে যতটুকু কমিটমেণ্ট, বিবেচনা ইত্যাদি করা হয়েছে। কিন্তু যাদের বয়স পার হয়ে গেছে তাদেরকে এককালিন ক্ষতিপূরণ দেওয়া, এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, এটা সম্পর্কে আমার কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসুবল রুদ্র :—পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার, তারা তো তার জন্য দায়ী নয়, যাদের চাকুরীর বয়স চলে গেছে। স্যার আমি এখানে বলতে পারি, নীরমহলকে পরিস্কার, আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে সুন্দরভাবে পরিবেশকে সুন্দর করার জন্য, যে কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, হারাধন দেবনাথ, অমল দাস, তারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, একটি পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা তাদের নেই, তাদের যদি বয়স অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তার জন্যতো তারা দায়ী নয় স্যার। এই মানবিক কারণে তাদের বয়সটা রিলাকসেশান করার জন্য তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিস্তারিত তথ্য ছাড়া তার রিলাক্সেশান করা সম্পর্কে এখানে ওয়াদা করা আমি মনে করি ঠিক হবে না। নিশ্চই ব্যাপারটা বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু কোন ওয়াদা করা যাচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ অনেক হয়ে গেছে। আর বলা ঠিক হবে না। বসুন আপনারা বসুন। **উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ কর্তৃক** গত ২২-৩-৯৫ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন; এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হল—
"সি পি এমের অন্তর্কোন্দলের জের : চলন্ত মোটর সাইকেলে বোমা, ছাত্রনেতা খুন, গ্রেপ্তার নেই," এই শিরোনামে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী '৯৫ ইং সনের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার গত ৬-২-৯৫ইং তারিখে বিকাল অনুমান ৪ ঘটিকার সময় পর পর ২টি বোমার শব্দ শুনিয়া পশ্চিম আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক শ্রীমিহির দাস ও ডি, এস, পি (সেণ্ট্রাল) শ্রীঅরিন্দম নাথ অরুন্ধতিনগর পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স হইতে এস, পি-র নির্দেশে বাহির হইয়া বড়দোয়ালী স্কুলের পেছনের 'আমাদের ক্লাবের' নিকট পাকা রাস্তার উপরে আসিয়া একাধিক গুরুতর রক্তাক্ত জখম সহ মৃত অবস্থায় এক যুবককে দেখিতে পায়। ঘটনাস্থলে

একটি ইয়ামাহা মোটর সাইকেল পরিয়া থাকিতে দেখিতে পায়। ঘটনাস্থলে বিরাজমান উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তৎক্ষণাৎ উক্ত যুবকের মৃতদেহটি আই জি এম হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। ইত্যবসরে ঘটনার খবর পাইয়া পশ্চিম আগরতলা থানা হইতে সাব-ইন্সপেক্টর মিহির রায়, সাব-ইন্সপেক্টর ধীরাজ লস্কর অন্যান্য পুলিশ কর্মীসহ ৪টা ২৫ মিনিট এ ঘটনাস্থলে পৌছেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নির্দেশে এস আই মিহির রায় তদন্ত কার্য্য শুরু করেন। এই ঘটনার ব্যাপারে পশ্চিম প্রতাপগর নিবাসী শ্রীমতি মিঞার ছেলে নুর মহম্মদ মিঞার অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩।৫ ধারা মোতাবেক পশ্চিম আগরতলা থানায় ২৯/৯৫ নং মামলা নথিভুক্ত হয়। ঐ অভিযোগে প্রকাশ যে বাদীর ভাই সেলিম মিঞা (২৫) ঐ দিন বিকাল অনুমান ৪টা থেকে সাড়ে ৪টার মধ্যে তাহার বন্ধু রাণা রায় (২৫) পিতা শ্রী রনধীর রায় সাং জয়নগর সহ তাহার (রাণার) মোটর সাইকেল চড়িয়া বটতলা যাইবে বলিয়া তাদের পশ্চিম প্রতাপগড়স্থিত নিবাস হইতে বাহির হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— তার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বোমার শব্দ শুনিতে পাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া ঘটনাস্থলে আসে ও দেখে যে তাহার ভাই সেলিম মিঞাকে কে বা কাহারা নৃশংসভাবে খুন করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার পৌঁছান এবং মামলাটি সুপারভাইজ করেন। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থলের ছবি তুলে এবং গোয়েন্দা কুকুরকে অপরাধীকে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। তদন্তকারী অফিসার তল্লাসীপূর্বক ১টি ইয়ামা মোটর সাইকেল, একটি ক্রিকেট খেলার বেট, একটি দেশীয় উন্নতমানের রিভালভার যাহার মধ্যে ৪টি ৩৮ বোরের তাজা কার্তুজ ছিল। ঐ তল্লাসীতে উল্লেখিত আমাদের ক্লাবের ভিতর হইতে দুইটি তাজা হাতে তৈরী বোমা, একটি ক্ষুর ও একটি কাঁচি সীজ করেন। ঘটনাস্থল হইতে রক্তের দাগ অনুসরণ করে আসামীদের ধরার জন্য ব্যাপক তল্লাসী চালানো হয়। ঘটনার দিন রাত্রিবেলা পুলিশ ঘটনার সংগে যুক্ত অপরাধী বড়দোয়ালী সাকিনের মৃত যতীন্দ্র দাসের ছেলে সুজিত ওরফে স্বপন দাসকে (৩) গ্রেফতার করে ও পরদিন মাননীয় আদালতে সোপর্দ করা হয়। এবং সেখান হইতে আদালতের আদেশে তাকে ১৪ দিনের জন্য জেল হাজতে পাঠানো হয়। গত ১৪/২/৯৫ ইং তারিখে পুলিশ অন্য আসামী বড়দোয়ালী সাকিনের মৃত শান্তি রনজন ভৌমিকের পুত্র চিত্তরঞ্জন ভৌমিককে গ্রেফতার করে এবং পরদিন আদালতে সোপর্দ করিলে তাহাকেও জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত ১৬/৩/৯৫ ইং তারিখে পুলিশ আরেক অভিযান চালিয়ে পশ্চিম প্রতাপগড়ের গোপাল শীলের ছেলে প্রদীপ শীলকে গ্রেফতার করিয়া কোর্টে পাঠায় ও ৫ দিনের জন্য পুলিশ রিজার্ভে আনে।

তাহাকে আদালতে পাঠাইলে তাকেও জেল হাজতে পাঠানো হয়। বাকী আসামীদের ধরার জন্য পুলিশ অভিযান অব্যাহত আছে মৃত সেলিম মিঞা একজন এস, এফ, আই এর সক্রিয় কর্মী ছিল।

অভিযুক্ত স্বপন দাস একজন পুলিশ কনসটেবল। অভিযুক্ত চিত্ত ভৌমিক পেশায় একজন অটোরিক্সা-চালক এবং কংগ্রেস সমর্থক। অন্য ধৃত অভিযুক্ত আসামী প্রদীপ শীল একজন শিক্ষক এবং বর্তমানে অনন্ত আচার্য্য স্কুলে কর্মরত। রাজনীতিগতভাবে সে একজন কংগ্রেস সমর্থক বলিয়া পরিচিত অন্যান্য আসামী-দেরকে গ্রেফতার করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চলছে। তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে দিন সেলিম মিঞা নিহত হয় ঐদিন বিকালে জনৈক অমল চৌধুরী এবং জনৈক দিলীপ পাল, বাধারঘাট ঠিকেদার। শাসক দলের দুইটা গ্রুপের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়। এই বাধারঘাটের জন্য। উষা বাজারেতে অনিল চৌধুরী এবং সেলিম মিঞা চেস্টা করে যাতে কেউ টেণ্ডার জমা না দিতে পারে। তবু এন, জি, ভট্টাচার্য্য জমা দেয়। এর ফলে পরবর্তী সময়ে নিজেদের মধ্যে বচসা হয় এবং এই বচসা ঝগড়া হয়। অনিল চৌধুরী ও সেলিম মিঞা এদের মধ্যে ফাইনেন্সিয়েল পার্টনারশীপ ছিল। তারা বিভিন্ন হোম সাপ্লাই, পিস্তল সাপ্লাই করতো। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্যের কাছে দেখছি সুন্দর সুন্দর তথ্য আছে। আমি উনাকে বলছি এগুলি পুলিশের কাছে জানাতে তাহলে তদন্তে কোন রকম ফাক থাকবে না।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর):—স্যার, মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন তার সঙ্গে আমি আর একটু ডিটেলসে জানতে চাই, এই সূর্যদেব নাথ পুলিশের একজন বাম পন্থী নেতা ছিলেন। আর পুলিশ আন্দোলনের নেতা ছিলেন, প্রবীর দাস চৌধুরী। এই প্রবীর দাস চৌধুরীর স্ত্রীকে কলকাতার পূর্ববাসায় চাকুরী দেওয়া হয়েছে। উনার সঙ্গে একটি আণ্ডারস্টেণ্ডিং হয়েছে যে, স্বপন দাসকে সরিয়ে সূর্যদেবনাথকে নেতৃত্ব দিতে হবে। সেলিম মিঞা, গোরা চক্রবর্তী সি. পি, আই, (এম) নেতা। তার সঙ্গে মন্তব্য করত, বাইরের লোক। এ নিয়ে দু' দলে ঝগড়া চলেছে। কাজের ২টা টীম আছে। কন্ট্রাকটরী যারা করেন তারা জানেন, শাসক দলীয় লোক হিসাবে বিভিন্ন বড় বড় টেণ্ডার হয় সেলিম পায়। এই কাজের টেণ্ডার পায়, সুমন ভট্টাচার্য্য। সুমনের কাছ থেকে এই টেণ্ডার তারা নিতে চায় কিন্তু সে সময় সুমন কলকাতায় ছিল। সে কাজ দিতে অস্বীকার করে। শত পুষ্প নামে একটি ক্লাব আছে। তারা সেলিমকে মদৎ দিত। সুমনেরও শতপুষ্প ক্লাবের সঙ্গে জানাশুনা ছিল। এতে শতপুষ্পের মেম্বাররা দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দু' ভাগে ভাগ হয়ে যাবার ফলে ধীরাজ চৌধুরীর নামে ফর্ম দেওয়া হয়। তারা আসাম গিয়ে কংগ্রেস ছাত্র নেতা প্রদীপ দত্তকে ধরে নিজেদের কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিয়ে কাজটা পাইয়ে দেবার জন্য। প্রদীপবাবু ইঞ্জিনীয়ারকে বলেন কাজটি দেখার জন্য। ইঞ্জিনীয়ার কাজটি দেখবেন। তিনি সুমনকে বলেন, কাজটি ছেড়ে দেবার জন্য কিন্তু সুমন রাজী হয় না। সুমন অরাজী হওয়াতে দু' ভাগ করে কাজটা দেওয়া হয়। সুমন সেটা

মেনে নিতে বাধ্য হয়। সুমন কাজ করতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই গোরা চক্রবর্তী, সেলিম মিঞা, সমীর চক্রবর্তী যারা ছাত্র নেতা তারা মূলতঃ ঠিকাদারী এবং বড় বড় কাজ তারাই করেন। কাজ না করলেও নগত টাকা পেয়ে যান। এর ফলে কোটি কোটি টাকা করেছেন। আর এই টাকার জোরে ধরাকে সরাজ্ঞান করে। স্যার, স্বপন দাসকে আউট করতে না পারলে সুর্যকে নেতার পদে বসান যাবে না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা। আর জানাবেন কিনা, এই দু'টি গ্রুপের ঝগড়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে সেলিম মিঞার ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):—আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, শুধু মাননীয় সদস্যই নন, যার যত গল্প, তথ্য আছে সব পুলিশকে দিন। সঠিক তদন্ত হবে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মৃত সেলিম মিঞার পকেটে একটি রিভলবার পাওয়া গিয়েছিল কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী :— স্যার, এই যে তথ্য সমস্ত জানতে চাচ্ছেন যে-হেতু তদন্ত চলছে সেই তদন্ত চলা অবস্থায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই রকম করে হত্যা মর্মান্তিক শুধু নয় অত্যন্ত ক্ষতি কারকও শহর জীবনে। কাজেই সে দিক থেকে যা কিছু প্রশ্ন, যা কিছু তথ্য আছে তথ্যগুলি সেগুলি পুলিশের কাছে পৌছে দিন পুলিশ তদন্ত করবে। পুলিশ যাতে অবাধে তদন্ত করতে পারে সে জন্য সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অদ্ভুত, উনি উত্তর দিতে সম্মত হয়েছেন তাই আমরা প্রশ্ন করছি ক্লারিফিকেশ্যান চাইছি কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলছেন পুলিশের কাছে সব তথ্য দিতে। ত্রিপুরা বাজ্যে এই রকম হেমের উত্তর কেউ দিতে পারবেন না, আপনি রেকর্ড করছেন সমর বাবু আমি স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছি রিভলবার পাওয়া গেছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (অনারেবল মিনিস্টার) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মিনিষ্টার তদন্ত করে না পুলিশ তদন্ত করে। শুধু তাই নয় সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন পুলিশ তদন্ত করবে তাও নির্দিষ্ট করা আছে। কাজেই সে দিক থেকে আমি সবাইকে বলব রিভলবার তার পকেটে ছিল কিনা সে তথ্য আমার কাছে নেই এবং পুলিশ সঠিক ভাবেই তদন্তের মধ্যে যেখানে যেখানে যে সমস্ত এভিড্যান্স হচ্ছে সব রক্ষা করছে প্রকৃত আসামীদের খুজে বের করার জন্য।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, আপনিও বলবেন না আমিও প্রশ্ন করব এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তো যথেষ্ট সময় পেয়েছেন, এখন আপনি বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনি পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান করতে তো দেবেন। মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিলে দেবেন, না দিলে না দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা যে সেলিম মিঞা একদিন রাত্রে আয়েষা বেগম নামে একজন হোমগার্ড যিনি পুলিশ রিজার্ভে ছিলেন তার বাড়ীতে রাত্রে হামলা করে এবং সেই কেইস হয়। তারপর পুলিশ অফিসারদের মধ্যস্থতায় ঐ আয়েষা বেগম হোম গার্ডকে মেলাঘরে পোষ্টিং দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে রিলিভার্স ক্লাব সেই ক্লাবের ওপেনিং করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব। সেই রিলিভার্স ক্লাবের সামনে যে বোমা মারার ঘটনা হয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এটা জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে এবং যে ৩ জন ইনজিউরড হয়েছে তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকা-জনক তাকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়েছে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে কিনা। সেই সমস্ত আসামীরা রাস্তায় ঘুরাঘুরি করছে এবং আবার যে কোন দিন একটা গোলামাল ওদের মধ্যে হতে পারে এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরীহ মানুষ মারা যেতে পারে সেটা হয়েছে রিলিভার্স ক্লাবে বোমা মারার ঘটনায় সময় নিরীহ পথচারী আহত হয়েছে এবং সে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এই সমস্ত ঘটনার তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) —না নেই, সেই সব তথ্য নেই। এই রিলিভার্স ক্লাব শুধু নয় মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী যে কোন ক্লাবের আমন্ত্রণে উদ্বোধন করতে পারেন।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই কথা জানা আছে কিনা যে, বিলোনীয়ার এস, এফ, আইয়ের একজন কর্মী রতন দাস খুন হয়েছে। সেলিম ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা, জোট রাজত্বের সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সেলিম ছিল সবার আগে। দপ্তরের টেণ্ডারের বিরুদ্ধে, টেণ্ডারের গ্রুপ নিয়ে দলবাজীতে তখন থেকেই প্রতিবাদ করত। সেই গ্রুপের ওখানে প্রাক্তন মন্ত্রী সুরজিৎ দত্তের লোকেরা আছেন। এই সমস্ত কাজ জোট রাজত্বে যা করেছিল এই রাজত্বেও তা করার চেষ্টা করেছিল। তার বিরুদ্ধে সেলিমের একটা ভূমিকা ছিল সারা আইন শৃংখলা অবনতি করে উপদ্রুত ঘোষণা করার যে পরিকল্পনা এ, ডি, সি, এলাকায় এবং এ, ডি, সি এলাকার বাইরে এই সেলিম হত্যা এবং রতন দাস হত্যা আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটার একটা অঙ্গ কিনা এবং সেলিম ঐ এলাকার অন্যায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী। এ জন্যই এখানে উল্লেখ করেছেন যে একজন শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছেন কংগ্রেসের সমর্থক হিসাবে এরাই এই ঘটনা করেছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার মাননীয় সদস্যের হাতে যে সমস্ত তথ্য আছে সবগুলি পুলিশের হাতে দিন। পুলিশ তার তদন্তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :—পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে গত জোট আমলে তৎকালীন মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরুও করতে

পারেন নি, সম্পূর্ণও করতে পারেন নি। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই ষ্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয়েছে এবং এই ষ্টেডিয়ামের কাজ যাতে না হতে পারে যারা গত ৫টি বৎসরে এইরকম আণ্ডারহেটেণ্ডিং করে জোর করে টেণ্ডার দিতেন, তারা ষ্টেডিয়ামের কাজ যাতে এখন না হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেন। এমনকি ষ্টেডিয়ামের বিভিন্ন কনট্রাক্টররা কাজ করাচ্ছেন তা ভেঙ্গেও দেন। তার প্রতিবাদ করে ছাত্র নেতা সেলিম মিঞা। তার জন্য তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এই বিষয়টাও মাননীয় সদস্যকে বলব পুলিশের কাছে দিন, পুলিশ তার তদন্তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করবে।

শ্রীমতিলাল সাহা :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী এবং রতন নাথ মহোদয় যে অনল চৌধুরীর নাম প্রকাশ করেছেন সেই অনল চৌধুরী কি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে? এই তথ্য মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমার জানা নেই কোন অনল চৌধুরী। যে অনল চৌধুরীই হোক না কেন তিনি যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের সন্তানও হয়ে থাকেন তাহলেও পুলিশ তাকেও রেহাই দেবেনা. তাকেও গ্রেপ্তার করা হবে। তদন্তে যেই অপরাধী হবে যদি ষড়যন্ত্রের পেছনে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে নয়, যে কোন মন্ত্রীর ছেলে হোক, বিধায়কের ছেলে হয়ে থাকে আইনে যিনি অপরাধী হবেন তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে, হাজতে তুলতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, কারণ পুলিশ সেখানে সেকিন্সস ফিল করছে। যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ছেলে হয় তাহলে সেখানে তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আইনে যিনিই অপরাধী হবেন তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে, হাজতে তুলতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য, তারাও যদি কোন কারণে জড়িত হয়ে থাকেন এবং কিছু কিছু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে স্যার, পুলিশ তাকেও রেহাই দেবেন না। কাউকে রেহাই দেওয়ার কথা নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, হাউসের মধ্যে যেটা নিয়ে আলোচনা চলছে. তাতে গভীরভাবে লক্ষ্য করছি এবং এইটা দুঃখেরও যে অনল চৌধুরী যদি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ছেলেই হয়ে থাকে তাহলে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কেননা এই রকম একটা ঘটনার সঙ্গে প্রভাব শালী লোক যার উপর নির্ভর করে এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা। সেই ঘরের মধ্যেই যদি স্যার,

এইরকমভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নকারীদের জায়গা হয়ে যায় তাহলে খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা আশংকা করছি এইখানে দেখা যাচ্ছে প্রদীপ সিং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, খুনের মাষ্টারকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু সেই খুনের আসামীকে অ্যারেষ্ট করার পর আবার থানাতে এসে জোর করে আসামীকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীরা এখনও সক্রিয় এইসমস্ত মদত দেওয়ার কাজে। এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি একটা কথা পরিস্কার বলেছি যে, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এই নীতি সমর্থন করে না, থানা পুলিশ, পুলিশের যে প্রশাসন আইনের শৃংখলার মধ্যে যেভাবে কাজ করা উচিৎ সেইভাবে করবে। কেউ হস্তক্ষেপ করে না, করছে না এবং করবে না। স্যার, অনল চৌধুরীর নাম তারা বলেছেন, অনল চৌধুরীর পিতা যে, সে কার সন্তান তা তো তারা বলেন নি। যদি সত্যি সত্যি বিধানসভার কোন বিধায়কের, কোন মন্ত্রীর যদি ছেলে হয়ে থাকেতো সেও রেহাই পাবে না। অপরাধী যখন সাব্যস্ত হবে। তদন্তে প্রমাণ হলে তাকে জেলে যেতে হবে। এইটা কংগ্রেস আমলের সরকার নয়, জোট আমলের সরকারও নয়, বীরচন্দ্র মনু থেকে সমস্ত খুনীদের এনে কোর্ট থেকে অ্যাডভান্স জামীন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে রাখা হয়েছিল, ঐ সমীরবাবু তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, সমস্ত মন্ত্রীরা আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই সমস্ত এম এল এদের মধ্যে আমি অনেককে দেখতে পাচ্ছি যাদের বিরুদ্ধে পুলিশের নথিপত্রে কিছু কিছু প্রমান বেরিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আমরা এইগুলিতে যাচ্ছি না। বর্তমান যে সরকার সেই সরকারের নীতি সম্পর্কে আমরা পরিস্কার বলতে চাই যে কোন ছেলে, যে কোন যুবক সে নারী হোক আর পুরুষ হোক, যদি কোন বিধায়কের সন্তান হয়ে থাকে, যদি কোন পুলিশ অফিসারের সন্তান হয়ে থাকে যদি তার অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে, যদি সত্যি সত্যি তদন্তে প্রমাণ হয় সে অপরাধী তাহলে পরে নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে। গল্পে বা কথায় কাজ হবে না, তদন্তে বের করতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আশা করি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে স্টেটমেন্ট তাতে সমস্ত পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশানে পরিস্কার হয়ে গেছে। তারপরে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, যার কলিং এটেনশান তাকেই পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান করতে দেওয়া হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যথেস্ট সময় দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করছি, আপনাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলেন তাহলেতো হাউস চালানো যাবে না। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনারা বলাতে আমরা হাউসে এসেছি। যদি আপনি আমাদের কথা বলতে না দেন তাহলে আমরা চলে যাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তদন্ত চলছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। আপনাদের যে সব অভিযোগ আছে সেগুলি পুলিশের কাছে দেওয়া হবে, তার পর আর কি থাকতে পারে।

শ্রীসমির রঞ্জন বর্মন :— স্যার, এইভাবে হাউস পরিচালিত হয় বলেই আমরা চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু স্পীকার মহোদয় আমাদের আশ্বাস দিয়ে এনেছেন, এখন যদি আপনি এই রকম করেন আবার চলে যাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিরোধী দলের কাছ থেকে আশা করব হাউস পরিচালনার কাজে আপনারা সহযোগীতা করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ওঁরা এত ক্ষেপে গিয়েছে কেন, সমীরবাবুর ছেলের কিচ্ছা বেরিয়ে যাবে বলেই কি ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এই সেলিম মিঞার বাড়ীর উল্টোদিকে বড়দোয়ালী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কট্টর সি, পি, আই, (এম,) এর সমর্থক ও নেতা মিঃ ভরচন্দ্র ঝা, যার সঙ্গে সেলিমের মার অবৈধ সম্পর্ক ছিল, এবফলে—

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কোন পারিবারিক চরিত্র হনন করার জায়গা এইটা নয়- কোন বয়স্ক মহিলার চরিত্র হনন করার জায়গা এইটা নয়।

(গণ্ডগোল)

(বিরোধীপক্ষের সকল মাননীয় সদস্যগণ ২,৪৪ মিঃ সময়ে সেদিন তারজন্য হাউস থেকে ওয়াক আউট করেন।)

মিঃ স্পীকার :— এখানে যে সমস্ত অশালীন শব্দ এবং আন পার্লামেন্টারী শব্দ উচ্চারিত হয়েছে সেগুলি হাউসের প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করা হল।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং অ্যাটেনশন এবং রেফারেন্স নোটিশের

উপর হাউসের কনভেনশন আছে যে একজন মন্ত্রী তিনটি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান দিতে পারেন। কিন্তু এখানে দশটা বা পনেরটা ক্ল্যারিফিকেসনে দিয়েছেন এবং এরফলে অন্যান্য সদস্যদের অধিকারকে তারা হরন করেছেন। এইটা একটা নিন্দনীয় ব্যাপার স্যার। কাজেই এই সম্পর্কে আপনার একটা রুলিং চাই যাতে অন্ততঃপক্ষে সকল সদস্যের অধিকারকে রক্ষা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— সে সম্পর্কে প্রত্যক সদস্যই তাদের রেস্পেনসিবিলিটি মেন্টেন্ করলেই হয়।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি নোটিশের দৃষ্টি আকর্ষণীর উপর মাননীর এস, সি, এবং ও, বি, সি, কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "ত্রিপুরা ও, বি, সি, ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড, এখনো গঠিত না হওয়াব কারণ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী): — **মিঃ স্পীকার** স্যার, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে বসবাসকারী অন্যান্য পশ্চাদপদ ও, বি, সি, সম্প্রদায় সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং সহানুভূতিশীল। বর্তমান আর্থিক বছরে ১৯৯৪-৯৫ ও, বি, সি, হেড্ এ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এই টাকায় ও, বি, সি, কমিশনের খরচ এবং অন্যান্য খরচ মিটানোর পর অন্যান্য প্রকল্পগুলি রূপায়ন করা সম্ভব হয়নি। আগামী আর্থিক বছরে ১৯৯৫-৯৬ ও, বি, সি, দের উন্নয়ন খাতে ১৫০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এই অর্থে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের শিক্ষা বিষয়ক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্পগুলি রূপায়ন করা হবে।

শ্রীঅনীল সরকার (মন্ত্রী) :— বর্তমানে এস, সি, কর্পোরেশান তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য যে ভাবে ঋণদান প্রকল্প রুপায়ন করে থাকে তেমনি ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের জন্য ও ঋণদানের প্রকল্প রুপায়ন করবে। ও, বি, সির উন্নয়নের জন্য আলাদা কর্পোরেশান গঠন করতে গেলে অতিরিক্ত প্রসাশনিক ব্যয় হবে। সেটার সংস্থান করা এই মূহুর্তেই সম্ভব নয়। সুতরাং আর্থিক সংস্থান ও অন্যান্য প্রসাশনিক দিক বিচার করে বর্তমানে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা কর্পোরেশান খোলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ও,বি,সি, সম্প্রদায়গুলি যাতে এস,সি, কর্পোরেশানের মাধ্যমে ঋনদান প্রকল্পের সকল সুযোক সুবিধা পেতে পারে সেজন্য রাজ্য সরকার জাতীয় ও, বি, সি, কর্পোরেশানের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য দুই কোটি টাকার গেরান্টি প্রদান করেছেন। এরই

মধ্যে জাতীয় ও,বি,সি, কমিশনের কাছ থেকে ও, বি, সির কল্যাণে ৪০ লক্ষ টাকার বেশী কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন কিস্তিতে আরোও ঋণ পাওয়া যাবে সুতরাং বর্তমানে ও, বি, সি, ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশান গঠিত না করেও রাজ্যে ও, বি, সি, উন্নয়ন ব্যহত হবে না

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ও, বি, সি, কল্যাণের জন্য যে বরাদ্দের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে ঘোষণা করেছেন সেটা নিশ্চয়ই খুশির। ও, বি. সি, কল্যাণে যে জিনিষটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ও, বি, সি, জনগণনা করা—এই ব্যাপারে সরকার অতি দ্রুত হাত দেবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই কাজটা সরকারকেই নিশ্চয়ই হাত দিতে হবে। তাই না হলে তো তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দ ঠিক করা যাবে না। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে কিছু কাজ হয়েছে। বাকী কাজও হবে। কিন্তু টোটাল পপোলেশান কত—এই ব্যাপারে সরকার নিশ্চয়ই দায়িত্ব নেবে।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ও, বি, সি, ভুক্তদের সার্টিফিকেট প্রদান করার কথা সরকার যে ঘর্ণা করেছেন। কিন্তু আমরা খবর নিয়ে দেখেছি যে, যে সকল লোককে বা জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেখানে কোন কাগজ পত্র যায়নি। সরকার ঘোষণা করেছিলেন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য এস, ডি, ও, লেভেলে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজেই সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন -

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্যার, এই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সম্ভবত কাজও কিছু হয়েছে। তবে আগামী অর্থ বছরের শুরুতেই যাতে কাজটা ত্বরান্বিত করা যায় নিশ্চয়ই সেটা আমরা দেখব।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু সুযোগ—সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সেগুলি কি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— ৪০ লক্ষাধিক টাকা আমারা এই জন্য বরাদ্দ করেছি। কি কি ভাবে করা হবে সেটা নিশ্চই ও, বি, সি, কমিশন এবং তপশিলি কল্যাণ দপ্তর সর্ট-আউট করবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, জাতীয় ও, বি, সি.

কর্পোরেশান যতটুকু মনে হয় ১৯৯০ সালেই গঠিত হয়েছে। তখন থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্যগুলিতে চাপ এসেছে ও, বি, সি, কর্পোরেশান গঠন করার জন্য। যদিও এখানে জনগণনা হয় নাই তবুও বলছি ও, বি, সির জনসংখ্যা তপশিলি জাতির জনসংখ্যা থেকে এই রাজ্যে বেশী রয়েছে। তা সত্বেও ও, বি, সি কর্পোরেশান গঠন না করে এস, সি, কর্পোরেশানের মাধ্যমে ও, বি, সির কাজ কেন হবে? এই সম্পর্কে আমি ক্ল্যারিফিকেশান চাই।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র ভৌমিক (মন্ত্রী) :— যদিও এখনও গণনা হয় নাই, ও, বি, সির জনসংখ্যা তপশিলী জাতির জনসংখ্যার চেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী হবে। তা সত্ত্বেও এটা ও, বি, সি, কর্পোরেশন এর মধ্যে না করে এস, সি, কর্পোরেশনের মাধ্যমে কেন হবে? এই সম্পর্কে আমি ক্লেরিফিকেশান চাই।

দ্বিতীয় কথা এই ও, বি, সি, সি, সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ও. বি, সি, সম্প্রদায়ের লোক, যাদের চিহ্নিত হয়ে গেছে, আমাদের যে নির্বাচিত পঞ্চায়েত রয়েছে প্রতি দেড়, একহাজার লোকের জন্য একজন পঞ্চায়েত সদস্য আছেন, গাঁও প্রধান আছে তারা সব চেয়ে ভাল জানে কারা কোন জাতির লোক। সেখানে কমিটি রেড়াজাল রবে একটা লোককে ব্লকের হেড কোয়ার্টারে দৌড়াতে হবে, তার পরে এস, ডি, ও র কাছে যেতে হবে সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য, সেটা আজকে এস, সির জন্য চালু আছে। মানুষের চরম হয়রানী হচ্ছে। প্রশাসন মানুষের কাছে যাবে আর মানুষ প্রশাসনের কাছে দৌড়াতে দৌড়াতে নিঃশ্বাস উঠে যাচ্ছে। একবার যাচ্ছে এস, সি, কমিটির মেম্বার-এর কাছে, একবার যাচ্ছে গাঁও প্রধানের কাছে, একবার যাচ্ছে এম, এল, এর কাছে তারপর যায় যার যার ব্লকে তারপরে আসছে এস, ডি. ওর কাছে। এটা কিছু সিমপ্লিফাই করবেন কিনা যে, পঞ্চায়েত প্রধানের সই হলে এটা সার্টিফিকেট দেওয়া যায়। যদি কোন ডিসপুট থাকে সেটার সোস্যাল জাস্টিস কমিটির কাছে সেখানে যেতে পারে। তারপরে ও, বি, সি দের যে রিজার্ভেশন সে প্রসঙ্গে আমি আগরতলা বেতার খবর পেলাম, যদিও প্রশ্নোত্তরপর্বে সেটা আসে নাই যে ও, বি, সিদের জন্য কোন সংরক্ষণ ত্রিপুরা রাজ্যে করা হবে না, এই হচ্ছে রাজ্য-সরকারের জবাব। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল যে, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, এখানে কারণ দিয়েছে যে, যেখানে শতকরা ৫১ শতাংশ ত্রিপুরায় রিজার্ভেশান রয়ে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী করা যাবে না। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট সেই মণ্ডল কমিশনের জাজমেন্টে পরিষ্কারভাবে এই কথা বলা আছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে সেটা কেউ বলে দিয়েছি।

এস. সি, ওয়েলফেয়ারে আমি কপি দিয়েছি সেখানে পরিস্কার বলা আছে যেসমস্ত স্টেট ফর

প্লেন স্টেট হুইচ পিকুলিয়ার সারকামস্টেনসেস এণ্ড একস্ট্রা অর্ডিনারী সিচুয়েশান-যেমন আমাদের ত্রিপুরাতে শতকরা ৩১ শতাংশ ট্রাইবেল সেখানে শতকরা ১৬ শতাংশ এস, সি., ৪৭ শতাংশ এখানে হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সেইসমস্ত জায়গায় ৫০ শতাংশ রুল ভায়লেট করা যাবে। সেটা সুপ্রীম-কোর্ট তার জাজমেণ্টে বলেছেন। এই সরকারের উচিৎ এই প্রতিশ্রুতি পালন করে আইন প্রনোয়ন করে ৯ সিডিউল্ড-এ নেওয়ার জন্য আইন প্রনোয়ন করা, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারকে লেখা। যদি সেটা না হবে কেন্দ্রীয় সরকার বা আইনের বেড়া জালে সেটা আটকিয়ে যায় তাহলে অন্তত আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করেছি এটা আমরা বলতে পারব। নাহলে সরকার এখন এর থেকে পেছনে যা যাচ্ছেন সেসমস্ত কারণ দেখিয়েছে সেটা কোন সত্যিকারের কারণ নয়। সেই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে ক্লেরিফিকেশান চাই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য আমরা বলেছি কিন্তু প্রসেসটা এখনও শেষ হয়নি। আমরা যতটুকু সম্ভব এই সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যকে সেটাও দেখতে হবে। আমরা বামফ্রণ্ট সরকার বলি সবকিছু রেডিমেট তৈরী করে রাখে না। এর একটা পদ্ধতি আছে এবজন্য সময় লাগবে। সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা দেওয়া হবে। এবং তারপরে তার জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ-এর জন্য সেনসাসের প্রয়োজন আছে সেট ও নিতে হবে। এছাড়া এখানে যে রিজার্ভেশন, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ আছে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী রিজার্ভ করা যাবে না। এরফলে নতুন করে ত্রিপুরা প্রশাসনের মধ্যে নিয়োগ করা যায় না। এই জায়গাটায় একটা বিশাল জটিলতা আছে। এরপরে সেটা এখানে যদি সেনসাসে ৩৫ শতাংশ কিংবা ৩০ ভাগ ও, বি, সি, হয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২৭ ভাগ রিজার্ভেশন— প্রশ্ন আছে। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন এসে যাবে যে, আমরা শতকরা ৩১ ভাগ রিজার্ভেশন চাই।

আমরা এই কথা বলি না যে, এর বেশী দেওয়া যাবে না। কনস্টিটিউশনে বলা হয়েছে যে, এই অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। কিন্তু এটা যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে, শতকরা ৩০ ভাগ কি ৩১ ভাগ ও,বি, সি, এটা কি অস্বীকার করা যাবে? যদি এটা সত্য হয়, তাহলে সরকারকে ও তার চিন্তাভাবনা করতে হবে। কিন্তু এখানে তার লোকসংখ্যা কত এটা কি শতকরা ৫ ভাগ না ৫০ ভাগ না ৩০ ভাগ এটা সম্পূর্ণ একসপোজ না হওয়া পর্যন্ত আমি তো এই কথা বলতে পারি না যে এক্ষুণি সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। এই প্রসেসটা শেষ হলে নিশ্চই সরকার এই রাজ্যের, এই প্রসঙ্গটা তামিলনাড়ুতে উঠেছে। এই নিয়ে সারা ভারতবর্ষে লড়াই হচ্ছে। রিজার্ভেশান ৫০ এর বেশী বাড়ানো যাবে কি যাবে না এই নিয়ে লড়াই হচ্ছে। সেখানে তারা রাজী হয়েছে আবার আটকিয়ে আছে। আমরা তো কখনো বলিনি যে দেওয়া যাবে না, কিন্তু, প্রথমে ঠিক করতে হবে

তারা সংখ্যায় কত। যদি তা ১ পারসেন্ট হয় রিজার্ভেশান বাড়ানোর কোন প্রশ্নই নেই, ১০ পারসেন্ট হলে প্রসঙ্গ আসে, সেটা নিশ্চয়ই অবস্থা অনুসারে। আমরা নীতিগতভাবে কোন দিনই এ কথা বলিনে যে আমরা ৫০ পারসেন্ট এর বেশী রিজার্ভেশান দিতে পারবনা। কাজেই এটা একদম্ ক্লিয়ার এটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এটা সরকারের উপর নির্ভর করছেনা, এটা জনগণের আশা আকাঙ্খার উপর নির্ভর করেছে।

শ্রী অরুণ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমাকে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ রূপ ও, বি, সি, বেকারদের জন্য সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না ? উত্তর দেওয়া হয়েছে না। তানা হয়ে থাকলে কবে নাগাদ করা হবে ? উত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, শারীরিক ভাবে অক্ষম ও এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য ৫১ ভাগ অর্থাৎ ৫০ ভাগের বেশী সংরক্ষণ থাকায় ও. বি, সি, দের জন্য আর সংরক্ষণ এর সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না—নাম্বার ওয়ান, এটা উনার দপ্তর থেকে রিপ্লাই দেওয়া হয়েছে। নাম্বার টু, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে তামিল নাড়ুতে ৫০ ভাগের বেশী সেখানে সংরক্ষণ করতে হয়েছে। সেখানে আইন হয়েছে, সেই আইনের জন্য তামিলনাড়ু সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছে যে সেটা ৯ সিডিওলে সেই আইনটাকে নেওয়ার জন্য যাতে এর এগেনষ্টে কোন মামলা চলতে না পারে এবং মণ্ডল কমিশনের জাজমেণ্টে সেটা বলা আছে সেটাকে যাতে অভার কাম করা যায়। তা হলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের জন্য আমরা সংরক্ষণ চালু করে আইন করে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে বাধা কোথায় যদি আমরা সিনসিয়ার হয়ে তা দিতে চাই। যদি আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করতে চাই। কিন্তু এই জবাব থেকে সেই কথা মনে হচ্ছে না, তা হলে জবাবটা ভুল যে দেওয়া যাচ্ছে না। আর মণ্ডল কমিশনের জাজমেণ্টে তো এবসোলেট পার করেনি, এটাকে তো ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। মণ্ডল কমিশনের জাজমেণ্ট যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চান তা হলে আমি তা প্লেইস্ করতে পারি। আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ে তা পড়া আছে। কিন্তু তাতে পরিস্কার বলা আছে—ইন একট্রা অর্ডিনারী সিচ্যুয়েশান ৫০ পারসেন্ট রিজারভেশান সুড বি ওয়েব। সেখানে কি প্রশ্ন আছে। সেখানে কেন আমরা করব না। এএতবড় একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী তার জন্য আমরা করব না কেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি যে আমি যে বলব কেন্দ্রীয় সরকারকে. আমার হাতে তো একটা সেন্সাসের রিপোর্ট থাকবে, যে তার পপোলেশানটা এত। আমরা কি বলতে পারি এ কথাটা এ ভাবে যে ও,বি,সি. র জন্য সংরক্ষণ বাড়িয়ে দিন। যখন প্রশ্ন করবে যে কিসের ভিত্তিতে আপনি বলছেন, সেই রিপোর্টটা তো আমার চাই। সেই

জন্য বলা হয়েছে এখন পর্য্যন্ত যে অবস্থা আছে তাতে রিজার্ভেশানের কোটা এখানে এসে গেছে এটা হচ্ছে না। কাজেই এই জন্য এটা জরুরী হয়ে পরছে. ত্রিপুরা রাজ্যে ও. বি. সি. পপোলেশানটা কত। এটা প্রসেস এটাকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। এটা আবেগের কোন ব্যাপার না। এটা ডাটার ব্যাপার। ষ্টেটিষ্টিকস্-এর ব্যাপার। আমরা তো কখনো নীতিগত বলিনি যে, আমরা ও, বি, সি, র জন্য রিজারভেশান চাইনা, একথা বলিনিতো। রিজারভেশান চাই বলার সঙ্গে সঙ্গে যে কেন্দ্রকে বলব আমার এই পপোলেশান আছে, এটা অসমাপ্ত আছে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এক মিনিট. উনি ঠিকই বলছেন যে সেন্সাস্ হয় নি। তা হলে এই রিপ্লাইটা সেন্সাস্ সাপেক্ষে দেওয়া যাচ্ছে না সেটা বলা উচিৎ ছিল। নাম্বার টু, যে সেন্সাসটা উনি কবে নাগাদ শুরু করবেন আর কবে নাগাদ শেষ করবেন তা জানাবেন কিনা? কমিশন তো দুই বৎসর গেছে জাতিগুষ্ঠি ঠিক করতে। এখন সেন্সাস করতে কত সময় লাগতে পারে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না? এটা কোন ভাবাবেগের প্রশ্ন নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? এটা কোন ভাবাবেগের প্রশ্ন নয়, আমার কোন ভাবাবেগের কারণই নাই। তা আমি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি, প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম সেই জন্য আমি বলছি আমার দায়িত্ব বলার সেই জন্য বলছি এবং এটা মন্ত্রীরও দায়িত্ব। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সময়টা একটু বলে দিলে আমি খুশি হব।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কবে শেষ হবে কবে শুরু হবে আমি বলছি যে এটা খুবই জরুরী, এটা ছাড়া এখানে কোন কাজ করা যাচ্ছেনা। কাজেই আগামী আর্থিক বছর তো এসেই গেছে। আমরা আগামী অর্থিক বছরে শুরু থেকেই সেটা করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যাবৃন্দ হাউসের সামনে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অনেকগুলি কলিং এটেনশান, ৬ টা কলিং এটেনশান্ আছে সব মিলিয়ে। আর দুইটা বিবৃতি দেওয়ার কথা জিরো আওয়ারে তাহলে সব মিলিয়ে মোট ৮ টা। আমি মনে করি, আপনারা দেখেন এইগুলি হাউসে লে করলেই ভাল। আপনারা সমস্ত কনশার্নিং মিনিষ্টাররা সবগুলি লে করে দেন।

(ANNEXURE—"C")

GOVERNMENT BILLS

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে The Tripura Appropriation (No.2) Bill , 1995 (Tripura Bill, No. 2 of 1995)

এই সভায় বিবেচনার জন্য আমি প্রস্তাব করছি মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, 'The Tripura Appropriation (No-2) Bill.1995, (Tripura Bill No 2 of 1995) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। The Tripura Appropriation (No-2) Bill 1995. (Tripura Bill No 2 of 1995) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation Bill 1995 (Tripura Bill No-1 of 1995)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অর্থ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে ,The Tripura Appropriation Bill 1995 (Tripura Bill No 1 of 1995) পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রসতাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো- The Tripura Appropriation Bill 1995 (Tripura Bill No 1 of 1995) পাশ করা হউক।

তারপর বিল ধ্বনি ভোটে দিলে ইহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের ১ নং হইতে ৩ নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোট দিলে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

[উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল]

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো —বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অনুরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো,

"The Tripura Appropriation Bill. 1995 (Tripura Bill No. 1 of 1995)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উথ্থাপন করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriataion Bill. 1995 (Tripura Bill No. 1 of 1995.)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— " The Tripura Appropriation Bill, 1995 (Tripura Bill No 1 of 1995.)" পাশ করা হোক।

(আলোচ্য বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

PRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশান পেয়েছি। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীউত্তম চক্রবর্তী এবং ৫৭ জন।

পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

"আগরতলা বটতলা থেকে পশ্চিম জেলার বিশালগড় অবধি প্রতিদিন রাত ৯ টা পর্যান্ত বাস সার্ভিস চালু করার আবেদন"।

পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার মহোদয় এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশনটি এই সভায় উৎথাপন করার জন্য।

Shri Jadab Majumder :— Mr Speker Sir.

In pursuance of rule 256 of the Rules of procedure & Condnct of Bsiness in the Tripura Legislative Assembly, I beg to present a petiton signed by shri Uttam Chakraborty and other 57 signatories regarding running of Bus service from Battala (Agartala) to Bishalgarh under west Tripura District upto 9-00 P. M. daily.

মিঃ স্পীকার :— আমি শ্রীযাদব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত পিটিশান কমিটিতে প্রেরণ করছি।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— প্রেজেন্টেশান অব দি সেভেনথ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস্।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান অবদি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস্ কমিটির সপ্তম প্রতিবেদন (সেভেনথ রিপোর্ট) সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present the 7 th Report of the Committee on Welfare of Scheduled Tribes,

মিঃ স্পীকার :— আজকে সভায় উপস্থাপিত কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইবস্-এর প্রতিবেদনের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— গভর্ণমেণ্ট রিজিউলিউশান। উক্ত রিজিউলিউশানটি গত ২১শে মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৯৫ ইং প্রাণী সম্পদ বিষয়ক দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় এই সভায় "The Indian Veterinary Council Act. 1984

(No. 52 of 1984) এর উপর একটি সরকার প্রস্তাব (গভর্ণমেণ্ট রিজিউলিউশান) উত্থাপন করেছিলেন। আমি এখন উত্থাপিত রিজিউলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে রিজিউলিউশানটি ভোটে দেব।

এখন আমি প্রাণী সম্পদ বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজিউলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু করার জন্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পশুপালন একটি বিশেষ ঐতিহ্য বহন করছে। প্রাণী সম্পদের ভাণ্ডার একটি বিশাল আকার নিয়েছে। এই বিশাল প্রাণী সম্পদের ব্যাপারে আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এই প্রাণী সম্পদের চিকিৎসা প্রজনন. সঠিক প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপর আজ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। রাজ্য পশু চিকিৎসকদের শিক্ষা, তাদের দায়িত্ব, সঠিক ঔষধের প্রয়োগ তাহা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে না।

এই লক্ষ্যে ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই দি ইণ্ডিয়ান ভেটেনারী কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৮৪ গৃহীত হয়েছে। যাহাতে প্রত্যেক রাজ্যে চিকিৎসকদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক আচরণবিধি, প্রাণী সম্পদের চিকিৎসা ও ভেটেনারী মেডিসিনের প্রয়োগের উপর সরকারের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে।

এই কাউন্সিল উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসকগণের রেজিস্ট্রেশন করবে। এই রেজিস্ট্রেশন ব্যাতিরেকে কোন পশু চিকিৎসক ত্রিপুরাতে পশু চিকিৎসা করতে পারবেন না। এর ফলে ত্রিপুরায় পশু চিকিৎসার মান উন্নীত হবে ও জনসাধারণ প্রভূত উপকৃত হবে।

এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইণ্ডিয়ান ভেটেনারী কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৮৪ এই রাজ্যে এডোপ্ট বা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব বিধানসভায় উৎথাপন করেছে। যার ফলে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা একটা আইনের আওতায় আসবে ও প্রত্যক্ষভাবে গরীব চাষী ও পশু চিকিৎসকদের স্বার্থে তা হবে এক নূতন সংযোজন। এই কাউন্সিল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করবেন। এই খরচের পঞ্চাশ শতাংশ অনুদান দেবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অবশিস্ট পঞ্চাশ (৫০) শতাংশ বহন করবে কাউন্সিল।

এই প্রস্তাবটি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাণী সম্পদের বিকাশের স্বার্থে, সম্পদ রক্ষার স্বার্থে এই হাউস সর্ব্বসম্মতিভাবে গ্রহণ করবেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্যগণ এই প্রস্তাবের উপর আপনাদের কারও যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে বলতে পারেন। যেহেতু কেউ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না তাই রিজলিউশ্যানটি এখন ভোটে দেওয়া হবে।

আমি এখন প্রাণী সম্পদ বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্থাপিত রিজলিউশ্যানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশ্যানটি হলো :— "WHEREAS this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the regulations of Veterinary training and practice and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto.

AND WHEREAS the subject matter of tuch a law is relatable mainly to matters enumerated in entries 15 and 32 of List II and entry 26 of List III in the Seventh Schedule of the Constitution of .India.

AND WHEREAS Parliament has no power to make such a law for the States with respcet to the matters enumerated in entries 15 and 32 of List II aforesaid except as provided in article 249 and 250 of the Constitution of India,

AN DWHEREAS by virtue of the powers under clause (I) of article 252 of the Constitution and in pursuance of the resolutions passed by all the Houses of the Legislatures of the States of Hariyana. Bihar. Orissa. Himachal Pradesh and Rajasthan. Parliament has passed the Indian Veterinary Council Act. 1984 (52 of 1984);

AND WHEREAS the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 extend in the first instance to the whole of the State of Hariyana. Bihar Orissa. Himachal Pradesh and Rajasthan and to all Union Terriotories.

AND WHEREAS the said Act will extend to other states as may adopt this Act by resolution passed in that behalf in persuance of clause (i) of article 252 of the Constitution,

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) should be adopted in the State of TRIPURA,

NOW THEREFORE, in persuance of clause (I) of article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) be adopted in the State of TRIPURA.

(ভোটে দেওয়ার পরে)

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান) :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— " Short discussion on the members of urgent public importance. আজকের কার্যসূচীতে দুটি সর্ট ডিস্কাশান নোটিশ আছে। নোটিশ দুটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়। প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—" রাজ্যে কৃষকদের চাষবাসের সুবিধার্থে সহজ সর্তে কৃষকদের পাওয়ার টিলার কেনার জন্য ঋণ পাওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি যে সর্ট ডিস্কাশানটি এনেছি তার বিষয়বস্তু হল, রাজ্যে কৃষকদের চাষবাসের সুবিধার্থে সহজ সর্তে কৃষকদের পাওয়ার টিলার কেনায় জন্য ঋণ পাওয়া সম্পর্কে। স্যার, আমাদের এই রাজ্যে খাদ্যে ঘাটতি, এইটা সবাই জানেন। এখানে যা উৎপাদন হয় তাতে বৎসরের কয়েক মাসের খাদ্য হয়, বাকীটা পুরো বাইরে থেকে আনতে হয়। এখন আমাদের রাজ্যে দৈনিক যে পরিস্থিতি তাতে আমরা লক্ষ্য করছি ১৯৮০-৮১ সনের কৃষি সেনসাস অনুযায়ী দেখা গেছে এই রাজ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজার ৭৮০ হোল্ডিং আছে জমির মালিক। এর মধ্যে ৭৯ শতাংশ হোল্ডিং হলেন দুই হেক্টরের কম জমির মালিক, আর ১১ শতাংশ হলেন দুই হেক্টরের উপরে। এর মধ্যে ৩১ শতাংশ এস, টি, এবং ১১ শতাংশ এস, সি যাদের জমি দুই হেক্টরের নীচে। ১১ শতাংশ এস, সির ০,৭৯ হেক্টর এবং ৩১ শতাংশ ট্রাইবেলের জন্য ১.৩০ হেক্টর জমি তাদের হাতে ন্যস্ত। এই অবস্থায় মূল যে চাষের জমি, রাজ্যে মোট চাষ-আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০০ হেক্টর জমি ছিল।

তার মধ্যে ফসল যোগ্য জমি হল ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৭০০ হেক্টর ৮১-র সেনসাস অনুযায়ী। বর্তমানে এই ফসলযোগ্য জমি আরও কমে যাচ্ছে। কারণ ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০০ হেক্টর জমির মধ্যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০০ হেক্টর জমি হয়ে গেছে। কাজেই ১ লক্ষ জমি ফসল চাষের বাহিরে চলে গেছে, সেখানে বাড়ি ঘর হয়ে গেছে। অন্য দিকে এই যে জমি যেখানে ফসল উৎপাদন করবে সেখানে তার মূল জিনিষ হল জল সেচ, বিধানসভায় এই তথ্য পেয়েছি যে বর্তমানে দশ থেকে বার ভাগ জমি এই সেচের আওতায় আসবে তাহলে সেচের বাহিরে বিরাট অংশের জমি রয়ে গেছে। স্যার, এখানে আমরা হিসাব করে দেখেছি জমির শ্রেণীগত দিক চিন্তা করলে এই হোল্ডিং-এর মধ্যে আমাদের দেশে গরীব চাষী যারা আছেন, মানে যারা ৭ কানির নীচে জমির মালিক তাদের সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ। আর ২০ শতাংশ আছেন মধ্যবিত্ত, মানে যারা ৭ কানি থেকে এক দ্রোণ জমির মালিক। আর দশ শতাংশ আছে যারা এক দ্রোনের উপর জমির মালিক, এই হলো আমাদের জমির হোল্ডারদের অবস্থা। এই অবস্থায় জমি চাষ করার জন্য যেমন জলের প্রয়োজন আছে তেমনি আছে তাদের হালচাষের প্রয়োজন। এই হাল চাষ সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা আমি খুব সংক্ষেপে বলব। এই যে জমির মালিক যারা গরীব সারে সাত কানি বা তারও কম জমির মালিক তারা আজকে খুব বিপন্ন। যে বলদ দিয়ে তারা হাল চাষ করে সেই বলদের দাম বাজারে এখন সাত থেকে আট হাজার টাকায় একজোড়া বলদ পাওয়া যায়। এদিকে আমাদের রাজ্যটার চতুর্দিকে বর্ডার এড়িয়া, ফলে সেই বর্ডার এলাকাতে দৈনিক এই হাল চাষের বলদ চুরি হয়ে যাচ্ছে। আর আমার গরীব চাষীদের পুনরায় সেই বলদ আবার কিনার কোন ক্ষমতা নাই। এইটা স্যার, অনবরতই চলছে। আমার খোয়াইর আশারামবাড়ী থেকে শুরু করে সমস্ত বর্ডার

এলাকাতে এমন কোন রাত্রি বাদ যাচ্ছে না যেদিন হালের বলদ চুরি হচ্ছে না। এই রকমভাবে একটা সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে এখন রাজ্যের কৃষক এসে দাঁড়িয়েছে। স্যার, এই চাষাবাদের জন্য সরকার যে পরিকল্পনাগুলি গ্রহন করেছিলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর চাষের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, মাইনর ইরিগেশান করে যে জল সেচের পরিকল্পনা করেছিলেন তার আগে কংগ্রেসের ৩০ বৎসরের রাজত্বে টু পারসেণ্ট জমিও সেচের আওতায় ছিল না। দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর আমরা এই তথ্য পেয়েছিলাম যে দশ থেকে এগার পার্সেণ্ট জমি জল সেচের আওতায় গেছে। গত পাঁচ বছরের সব ধ্বংস হয়ে গেছে। এবার আবার নূতন করে তথ্য এসেছে এখন আমরা আবার মাইনর ইরিগেশানের মাধ্যমে জল সেচের একটা ব্যবস্থা হওয়ার আশা আমাদের আছে এবং আমরা মনে করেছি অনেক এলাকা আমরা এবার সেচের আওতায় এনে কৃষকদের চাষবাসের সুযোগ করে দেব। কিন্তু স্যার, সেই জায়গাতেও আমাদের অন্তরায় হচ্ছে সেই চাষ আমরা করব কি করে, বিশেষ করে স্যার, এই সেচের আওতায় যে সব জমি আছে তা হল লো-ল্যাণ্ড, সব রাস্তার পাশে। আমার খোয়াইতে যদি যান তাহলে দেখবেন রাস্তার দুই দিকে এখনও সবুজ বনানী দেখা যায়, তার ওভার ফ্লো আছে, মাইনর ইরিগেশান খোয়াই নদীর জলে। কিন্তু তার বাহিরে বিরাট যে এলাকা—

এটা আমার এলাকা। সেই সারা রাজ্যের মধ্যে আমার এলাকায় এই যে-মহারাণীপুর থেকে আরম্ভ করে ভিতরে আশারামবাড়ী পর্যান্ত রত্নপুর বেলতলা এই সমস্ত এলাকার যে সমস্ত হোল্ডার এর কথা বলা হচ্ছে—সেখানে স্যার, জলের কোন ব্যবস্থা নেই। স্যার, বৃষ্টির জলের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এই অবস্থায় সেই জায়গাতে বৃষ্টি হলেপরেও গতবারের খরায় অনেক জমি পতিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে যখন বৃষ্টি এলো তখন কৃষকরা মাঠে হাল নিয়ে যে নামবে তখন যে সমস্যা দেখা দিলো যে তাদের হাল নিয়ে নামার মত অবস্থা নেই। এই অবস্থা এইবারও চলছে। সেই অবস্থায় যারা এস, টি, ট্রাইবেল হোল্ডাররা তারাই আজকে বেশী বিপন্ন। এই রাজ্যের মধ্যে আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে-যাদের এই অবস্থায় হালের বলদ নাই সেখানে তাদের পাওয়ার টিলার দেওয়া হবে এবং সেখানে পরিবহন খরচ বহন করে সরকার সেখানে হাইল্যাণ্ড সেণ্টারের মাধ্যমে সেখানে পাওয়ার টিলার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সমবায় ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের আমলেও স্যার, এইধরণের পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছিল। এই আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু বিগত জোট সরকারের পাঁচ বছরে স্যার, এই সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। আগে যে সমস্ত পাওয়ার টিলার ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ এবং কৃষি বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সব আজকে অকেজো হয়ে গেছে, সেগুলি কোন কাজে লাগছে না। অন্য দিকে যে ঋণ এবং সুবিধা দেওয়ার

জন্য 'নাবার্ড ঘোষণা দিয়েছিলেন কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য এখন তা' তে দেখছি তারা একটা গাইডলাইন করেছে যে—যাদের ১২ থেকে ১৫ কানি জমি আছে তাদের এই সুযোগ দেওয়া হবে। এবং তারা সেখানে একটা পাওয়ার টিলার কেনার জন্য মাত্র ১৫,০০০ টাকা সাবসিডি দেবেন বাকি ৫৮ হাজার টাকা ক্যাশ কৃষককে দিতে হবে। এই প্রোজেক্ট এখনো রয়েছে। ৫৮ হাজার টাকা ক্যাশ দেবার মত অবস্থা আমাদের কৃষকদের নাই। তারপর ঋণ নিতে গেলেও সেই অসুবিধা। যার জমি আছে তাকেও ব্যাংক ঋণ দিচ্ছেনা। এই অবস্থায় একটা জটিল পরিস্থিতির উপর আমরা চলছি। কাজেই কিভাবে সহজে কৃষকরা এই পাওয়ারটিলার পেতে পারে এই ব্যাপারে বাস্তব সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। আমি আশা করি যে কৃষকদের উন্নতির জন্য এইটা করা হবে। এখন একজন কৃষক যদি একা না পারে অন্ততঃ একটা স্মল কো-অপারেটিভ করে এই পাওয়ার টিলার পেতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান) :— এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই হাউসে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হিসেবে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে-যে রাজ্যের কৃষকরা পাওয়ারটিলার কেনার ক্ষেত্রে যাতে ব্যাংকের ঋণ পেতে পারেন সুবিধাজনকভাবে—এই হচ্ছে মূল বক্তব্য।

কৃষি বিভাগ থেকে আমরা রাইস ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট অ্যাণ্ড সেরিয়েল ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট-সেণ্ট্রাল স্পোন্সোর্ড স্কীমে যেটি আছে সেই স্কীমের ১০০ টাকার মধ্যে ৮০ টাকা কেন্দ্রিয় সরকার এবং ২০ টাকা রাজ্য সরকার বহন করেন। এই স্কীমে আমরা রাজ্যের কৃষকদের ভর্তুকীতে পাওয়ারটিলার কেনার ব্যবস্থা আমরা করে দিই। আমাদের দপ্তর থেকে ৩০০০ টাকা এবং সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট থেকে ১২০০০ টাকা মিলে মোট ১৫ হাজার টাকা একটা পাওয়ার টিলার কেনার জন্য ভর্তুকী দিই। কিন্তু আমরা ঋণ হিসেবে কৃষকদের দপ্তর থেকে কোন টাকা দিই না। কৃষকরা যাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেন এবং যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ১৫ হাজার টাকা সাবসিডি নিয়ে পাওয়ারটিলার কিনবেন তাদের দরখাস্ত আমরা বিবেচনা করে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার জন্য আমরা সুপারিশ করি।

স্যার, এই ঋণ আমাদের রাজ্যে নার্বার্ড অর্থাৎ নেশান্যাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলাপমেণ্ট, এর সহয়তায় এখানে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক রাজ্যে কৃষকদের ঋণ

দিয়ে থাকেন। এই নার্বাড রিজার্ভ ব্যাংক গ্রামীন উন্নয়নে কৃষকদের সাহায্য করার একটা অনুমোদিত ব্যাংক এবং সংস্থা। পাওয়ার টিলার পেতে একজন কৃষকের কি রকম জমির পরিমাণ হবে সেই সম্পর্কে নীতি নিদ্ধারণ করবে রিজার্ভ ব্যাংক। রিজার্ভ ব্যাংক হয়ত সারা ভারতবর্ষে জমির হোল্ডিংস এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কৃষকদের জমির অবস্থা দেখে হয়ত বিবেচনায় এই জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেছেন। যে দশ একর জমি অর্থাৎ প্রায় ১২ কানি সাড়ে ১২ কানির মত যে কৃষকের জমি থাকবে সেই কৃষকই নার্বাডের এই ঋণ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করার উপযোগী হবেন। আমাদের রাজ্যের ব্যাপারে যিনি আলোচনা করেছেন মাখনবাবু তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শতকরা ৮৯ জন জমির মালিক ২ হেক্টরের নীচে অর্থাৎ শতকরা ৮৯ জন জমির মালিকের এই দরখাস্তের এই সুযোগ পাওয়ার তারা দরখাস্তই করতে পারবেন না। সেইজন্য এই হাউস থেকে আমি রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই আমাদের রাজ্যের কৃষকরা ছোট কৃষক বিশেষ করে উপজাতি এবং তপশিলী জাতির কৃষকরা আরও কম জমির মালির বর্তমানে যে গাইড লাইন আছে যে, সাড়ে ১২ কানি জমি না হলে দরখাস্ত করতে পারবে না এই সুযোগ নিতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে সেটা শিথিল করে আমাদের রাজ্যকে বিশেষ একটা ব্যবস্থা করা হয় সেটা রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যসরকারের কাছে আমি অনুরোধ রাখব।

স্যার' কেন্দ্রের নয়া অর্থনীতি চালু হবার পর ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের দাম যেমন বাড়ছে। তেমনি এই কৃষি যন্ত্রপাতির দামও বাড়ছে। এই পাওয়ার টেলারের দামও বাড়ছে। তাই রাজ্যের সাধারণ কৃষকদের পক্ষে নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে পাওয়ার টেলার কেনার মত কৃষক অল্প কয়েকজন হবে।

এই রাজ্যের বেশীর ভাগ কৃষকের স্বার্থ দেখতে গেলে সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকে এক বছর আগে অর্থাৎ ২৫,৪,৯৪ ইং তারিখে যে সর্বশেষ দাম বাড়ানো হয় তাতে এখন বর্তমান দাম ৭৩ হাজার ৫শত ২৩ টাকা একটা পাওয়ার টেলার। তার এক বছর আগে দাম ছিল ৬৬ হাজার ৭ শত ৬০ টাকা তার ১ বছর আগে অর্থাৎ ২৪-৪-৯৩ ইং তারিখে দাম ছিল ৬৩ হাজার ২ শত ৬০ টাকা। তাহলে এই দুই বছরে ৬৩ হাজার ২ শত ৬০ টাকার জায়গায় ৭৩ হাজার ৫শত ৩০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজারের মত এই দাম বাড়ল।

এবং এটা প্রতি বছরই বাড়ে। কেন্দ্রের নুতন বাজেট পাশ হব তখন বলা হয় যে, ঠিকই এটা কৃষকদের জন্য বাজেট। এখন কেন্দ্রেও বাজেট আলোচনা চলছে। আমরা আশংখা করছি সামনের এপ্রিল মাস থেকেই আবার কৃষিজাত যন্ত্রপাতির দাম বাড়বে। একদিকে যন্ত্রপাতির দাম বাড়ছে অপর দিকে হালের বলদের দামও দিন দিনবাড়ছে। এতে কৃষকদের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। যদিও হালের বলদ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। আমাদের পশুপালন

দপ্তর যেটা রয়েছে সেটা শুধু মাত্র দুধের জন্য দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দপ্তরের চিন্তা-ভাবনা আছে। কিন্তু হালের বলদ প্রজনন করার কোন পরিকল্পনা ঐ দপ্তরের আছে বলে আমি জানি না। ফলে কৃষকরা নিজেরাই হালের বলদের আশায় গরু পালেন। কৃষকের হালের গুরু চুরি-ডাকাতি বা মারা যাওয়ার ফলে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশে পাচার হওয়ার ফলে কৃষকরা সাংঘাতিক বিপদে পড়ে। তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না ১০ হাজার টাকায় এক জোড়া হালের বলদ কেনার। সেই জন্য আমাদের এখানে যারা পাওয়ার টিলার ক্রয় করেন তারা শুধু মাত্র নিজের জমিতেই কাজ করেন না। নিজের জমিতে কাজ হওয়ার পরে তারা অন্যের জমিতেও ভাড়া খাটান। যাদের পাওয়ার টিলার নেই অথচ পাঁচ—ছয় কানি জমি রয়েছে তারাও পাওয়ার টিলার ভাড়া নিয়ে চাষাবাদ করতে পারেন। যদি রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মহকুমাতেই কৃষি দপ্তরের পাওয়ার টিলার হায়ার সেণ্টার রয়েছে। কৃষকদের প্রয়োজনমত আমরা সেটা ভাড়া দিতে পারছি-এটা আমি স্বীকার করছি। এটা কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টার একটা অংশ। আমরা এবার ১০০ পাওয়ার টিলার কৃষকদের দেওয়ার জন্য ১৫ হাজার সাবসিডিতে দিয়েছি। সামনের বছরেও এই ভাবে ১০০টি পাওয়ার টিলার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। টি, এন, ভি, ফাণ্ড থেকে আরোও ৬৬টি পাওয়ার টিলার উপজাতিদের দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি।

স্যার, যেহেতু রাজ্যের চাষীরা খুবই গরীব সেজন্য নাবার্ড ছাড়াও অন্যান্য ব্যাংক-গুলি যাতে চাষীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং কো-অপারেটিভগুলিও যদি এগিয়ে আসে তবে কৃষকরা জমি তৈরীতে উপকৃত হবে। তবে আমি এই হাউসকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক যে নর্মস করেছে—যে সাড়ে বার কানি জমি না থাকলে ভর্তুকীর সুযোগ পাবে না, এটা যাতে শিথিল করে তাদেরকে ঋণের ব্যবস্থা করা হয় এবং নাবার্ড যাতে আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখে এটার সংশোধন করেন সেই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান) :— সর্ট ডিসকাশন নোটিশের দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয়। দ্বিতীয় নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :

"বিধানসভা, লোকসভা, পৌরসভা এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ইত্যাদি নির্বাচনে ভোটারদের জন্য স্বচিত্র পরিচয় পত্র প্রদান সম্পর্কে"।

যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন মহোদয় এখানে অনুপস্থিত সেহেতু দ্বিতীয় ডিসকাশন নোটিশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হলো।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি যে, ১৯৯৫ ইং সালের

১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৬ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, এ্যাস্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব, সিডিউল ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাস্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এর সময় সীমা নির্দিষ্ট করে গত ১৪ ই মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৯৫ ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদানুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির ১১টি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্র বৈধ এবং কেউ-ই প্রত্যাহার করেনি। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) যেহেতু মনোনয়নপত্র পাওয়া গিয়েছে ১১ (এগার) করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকার সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো :—

(১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি

(১) শ্রীদীপক নাগ, সদস্য।
(২) শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী, সদস্য।
(৩) শ্রীসুবল রোদ্র, সদস্য।
(৪) শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা, সদস্য।
(৫) শ্রীসমীর দেবসরকার, সদস্য।
(৬) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য।
(৭) শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য।
(৮) শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, সদস্য।
(৯) শ্রীদেবব্রত কলই, সদস্য।
(১০) শ্রীঅরুণ ভৌমিক, সদস্য
(১১) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস, কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(২) এ্যাস্টিমেটস, কমিটি

(১) শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য।
(২) শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা, সদস্য।
(৩) শ্রীবিধুভুষণ মালাকার, সদস্য।
(৪) শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ, সদস্য।
(৫) শ্রীপবিত্র কর, সদস্য।
(৬) শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য, সদস্য।
(৭) শ্রীশহীদ চৌধূরী, সদস্য।
(৮) শ্রী অমিতাভ দত্ত, সদস্য।
(৯) শ্রীপ্রনব দেববর্মা. সদস্য।
(১০) শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য।
(১১) শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে এ্যাষ্টিমেটস, কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি

(৩) পাবলিক্ আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি—

১) শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, সদস্য।
২) শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা, সদস্য।
৩) শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, সদস্য।
৪) শ্রীমাধব সাহা, সদস্য।
৫) শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য
৬) শ্রীঅনিল চাকমা, সদস্য।
৭) শ্রীভূদেব ভট্যাচার্য, সংস্য।
৮) শ্রীসুধন দাস. সদস্য।
৯) শ্রীহাসমাই রিয়াং, সদস্য।
১০) শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য।
১১) শ্রীঅশোক দেববর্মা, সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(৪) কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল ট্রাইবস্

১) শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য।
২) শ্রীরসিরাম দেববর্মা, সদস্য।
৩) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য।
৪) শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই, সদস্য।
৫) শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা, সদস্য।
৬) শ্রীপ্রনব দেববর্মা, সদস্য।
৭) শ্রীহাসমাই রিয়াং, সদস্য।
৮) শ্রীঅনিল চাকমা, সদস্য।
৯) শ্রীদেবব্রত কলই, সদস্য।
১০) শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য।
১১) শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউলট্রাইবস্-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করেছেন।

(৫) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাস্টস্

১) শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, সদস্য।
২) শ্রীবিধূভূষণ মালকার, সদস্য।
৩) শ্রীরসিরাম দেববর্মা, সদস্য।
৪) শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য।
৫) শ্রীহরিচরণ সরকার, সদস্য।
৬) শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস, সদস্য।
৭) শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, সদস্য।

৮) শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা, সদস্য।
৯) শ্রীসুধন দাস, সদস্য।
১০) শ্রীরতনলাল নাথ, সদস্য।
১১) শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীজীতেন সরকার মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাষ্টস এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৯৫ ইং সালের ১ লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৬ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নিম্নে উল্লেখিত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং কমিটিতে যে সকল সদস্যগণ মনোনিত হয়েছেন তাঁদের নাম এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম একসঙ্গে ঘোষণা করছি।

১). বিজেনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটি

১) শ্রীবিমল সিনহা, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, চেয়ারম্যান।
২) শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, উপাধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও সদস্য।
৩) শ্রীকেশব মজুমদার, সদস্য।
৪) শ্রীতপন চক্রবর্তী, সদস্য।
৫) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য।
৬) শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য।
৭) শ্রীপবিত্র কর, সদস্য।
৮) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য।
৯) শ্রীঅমল মল্লিক. সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্যপরিচালন বিধির ২৩৩ এর ১ উপধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয়কে বিজনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

২). রুলস্ কমিটি

১) শ্রীবিমল সিন্হা, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান.
২) শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, উপাধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, সদস্য
৩) শ্রীসুবল রুদ্র সদস্য
৪) শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস সদস্য
৫) শ্রীপান্নালাল ঘোষ সদস্য
৬) শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ সদস্য
৭) শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই সদস্য
৮) শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী সদস্য
৯) শ্রীঅশোক দেববর্মা সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২৫৯ ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় রুলস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন।

৩) কমিটি অন প্রিভিলেজেস।

১) শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী— সদস্য, ২) শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই—সদস্য, ৩) শ্রীঅনিল চাকমা—সদস্য, ৪) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা—সদস্য ৫) শ্রীঅমিতাভ দত্ত—সদস্য, ৬) শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ—সদস্য, ৭) শ্রীহরিচরণ সরকার—সদস্য, ৮) শ্রীমনলাল নাথ—সদস্য ৯) শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী—সদস্য। ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারায় ১ উপধারা মতে শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়কে কমিটি অন প্রিভিলেজেস এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

লাইব্রেরী কমিটি।

১) শ্রীসুবল রুদ্র—সদস্য, ২) শ্রীপবিত্র কর—সদস্য, ৩) শ্রীমাধব সাহা—সদস্য, ৪) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা,—সদস্য ৫) শ্রীঅনিল চাকমা—সদস্য, ৬) শ্রীদেবব্রত কলই—সদস্য ৭) শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য—সদস্য ৮) শ্রীমতিলাল সাহা—সদস্য, ৯) শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী—সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধি—২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়কে লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশান।

১) শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা—সদস্য, ২) শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—সদস্য, ৩) শ্রীযাদব মজুমদার—

সদস্য, ৪) শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ—সদস্য, ৫) শ্রীহরিচরণ সরকার—সদস্য, ৬) শ্রীমতি কার্তিক কন্যা দেববর্মা—সদস্য। ৭) শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস—সদস্য, ৮) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—সদস্য ৯) শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী—সদস্য। ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয়কে কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

কমিটি অন গভার্ণমেণ্ট অ্যাস্যুরেন্স।

১) শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—সদস্য, ২) শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম—সদস্য, ৩) শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা—সদস্য, ৪) শ্রীজিতেন্দ্র সরকার—সদস্য, ৫) শ্রী সমীরদেব সরকার—সদস্য, ৬) শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা—সদস্য, ৭) শ্রীসুধন দাস—সদস্য, ৮) শ্রীরতনলাল নাথ—সদস্য, ৯) শ্রী অশোক দেববর্মা—সদস্য। ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে কমিটি অন গভার্ণমেণ্ট অ্যাস্যুরেন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

কমিটি অন পিটিশানস্।

১) শ্রীসমীর দেবসরকার—সদস্য ২) শ্রীবাদল মজুমদার—সদস্য ৩) শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী—সদস্য ৪) শ্রীঅমিতভ দত্ত—সদস্য ৫) শ্রীমাধব সাহা—সদস্য ৬) শ্রীহাসমাই রিয়াং—সদস্য ৭) শ্রীমতি কার্তিক কন্যা দেববর্মা—সদস্য। ৮) শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী—সদস্য ৯) শ্রীঅশোক দেববর্মা—সদস্য। ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসমীর দেবসরকার মহোদয়কে কমিটি অন পিটিশানস্ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

কমিটি অন অ্যাবসেন্স অব মেম্বারস অব দি সিটিংস অব দি হাউস।

১) শ্রীদেবব্রত কলই—সদস্য ২) শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—সদস্য ৩) শ্রীবিধুভূষণ মালাকার—সদস্য ৪) শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য—সদস্য ৫) শ্রীহাসমাই রিয়াং—সদস্য ৬) শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা—সদস্য ৭) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা—সদস্য ৮) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—সদস্য ৯) শ্রীঅশোক দেববর্মা—সদস্য

ত্রিপুরা বিধাসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীদেবব্রত কলই মহোদয়কে কমিটি অন অ্যাবসেণ্ট অব মেম্বার্স অব দি সিটিংস অব দি হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

হাউস কমিটি।

১) শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ—সদস্য, ২) শ্রীবিধুভূষণ মালাকার—সদস্য ৩) শ্রীজিতেন্দ্র সরকার

৪) খগেন্দ্র জমাতিয়া— সদস্য ৫) শ্রীসুধন দাস—সদস্য ৬) শ্রীপ্রণব দেববর্মা—সদস্য ৭) শ্রীঅরুণ ভৌমিক—সদস্য ৮) শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী—সদস্য ৯) শ্রীরতন লাল নাথ—সদস্য। ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান):— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশান। আজকের কার্যসূচীতে ৪ টি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশান আছে। রিজিউলিশান তিনটির প্রথমটি বর্তমান অধিবেশনের গত ১০-৩-৯৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্রকর মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এবং ইহার উপর আজ প্রথমে আলোচনা হবে। দ্বিতীয় রিজিউলিশানটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক গত ১০/৩/৯৫ ইং তারিখে উত্থাপিত রিজিউলিশানটির উপর আলোচনা শুরু হবে। রিজিউলিশনটির বিষয়বস্তু হলো— এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে রাজ্যে গত বছর থেকে বৃষ্টিপাত কম হবার ফলে গোটা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক খরা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। জলসেচের সমস্ত উৎস নদী, ছড়া ইত্যাদি শুকিয়ে গেছে। অপর দিকে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সর্বসাধ্য সবরকম চেষ্টা করে চলেছেন। রাজ্য সরকার খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার দাবী জানিয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তাই এই সভা রাজ্যের এই গুরুতর খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর:— মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে আমি যে রিজিউলিশানের উপর আলোচনা করব এই অধিবেশনে এর আগেও আলোচনায় এসেছে। তাই এখানে আমি সংক্ষিপ্তাকারে বলছি। গত বছর থেকে একটা প্রচণ্ড খরা আমাদের রাজ্যে চলছে। বৃষ্টিপাত একেবারে নেই বললেই চলে। যার ফলে ৩ দিক থেকে ক্ষতি কৃষকদের হচ্ছে। প্রথম দিক, আমাদের এই রাজ্য কৃষক নির্ভর। এই রাজ্যে খরার ফলে আমাদের কৃষির ৩ টি ফসল এর আগে আউস ফসল, আমন ফসল প্রায় অনেক জায়গায় শতকরা ৮০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এর

আগেও হাউসে জানিয়েছেন, এ বছরে বুরো ফসল ৫০ ভাগের উপরে করা যায়নি খরার জন্য। ভয়াবহ খরা চলছে। এতে রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। অপর দিকে আমাদের কৃষক সমাজ যার উপর নির্ভর করে টিকে আছে তার ফলে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। তারপর যে বিষয় তা হচ্ছে, জল সেচ। এই জল সেচ কৃষির সঙ্গে আঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এমনিতেই আমাদের জল সেচ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কৃষি জমিতে যে পরিমাণ জলসেচ দরকার তার থেকে শতকরা ১০ ভাগ পরিকল্পিত জল সেচের আওতায় আসতে পারে নি। তাছাড়া লিফট ইরিগেশান আছে। ছড়া বা নদীর থেকে ডাইভারশনের মাধ্যমে জল সেচ হয়। সেই ছড়া বা নদীর উৎস মুখে জলের স্তর শুকিয়ে গেছে। যার ফলে লিফট ইরিগেশানের বিরাট অংশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে। আমাদের যে ডীপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে ইরিগেশানের কাজ হয় সেখানেও জলের স্তর নেমে গেছে। কাজে কাজেই আমাদের লিফট ইরিগেশানের অবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। আপনারা দেখছেন, এই বাজেটের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২৬ কোটি টাকার প্রকল্প ইরিগেশানের জন্য চাওয়া হয়েছে।

শ্রীপবিত্র কর :— আমরা যাতে আমাদের জমিকে সেচের আওতার মধ্যে আনতে পারি তার জন্য তিন হাজার হেকটার জমিকে জল সেচের মধ্যে আনার একটা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। আমরা দুঃখিত যে দশম অর্থ কমিশন আমাদের রাজ্যের যে চাহিদা তার অর্ধেক মাত্র দিয়েছেন ফলে এই যে অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের রাজ্যের এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য সেটা সহায়ক বলে আমি মনে করছি না। এর সঙ্গে আর একটি যেটা আরও তীব্র সমস্যা বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছে, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আজকে হাউসে উপস্থিত নেই, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা হচ্ছে সে জন্য ওদের আজকে থাকা উচিত ছিল সে জন্য আমরা দুঃখিত। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চলে গেছেন অথচ মাঠে—ঘাটে, বিভিন্ন জায়গায় এবং এই হাউসেও চিৎকার করেছেন। আমি এই সুপষ্ট প্রস্তাব এই হাউসের মধ্যদিয়ে আনতে চেয়েছিলাম যার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা। পানীয় জলের সংকট রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর আর্থিক অসুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়েও পানীয় জলের সংকট যাতে দূর করা যায় সে জন্য একটা ব্যাপক পরিকল্পনা সেখানে গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে আমাদের পানীয় জলের কাজ দুটি ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়। একটা হলো রুর‍্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তর, এই দপ্তর ডীপ টিউবওয়েল, রিংওয়েল এবং মার্কটু ওয়েলের কাজ করে থাকেন। আর একটি দপ্তর হচ্ছে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্টও পানীয় জলের জন্য কাজ করে থাকেন। আমরা দেখেছি অর্থের অভাবে গত বছর অনেক জায়গায় এই

কাজগুলি করা যায় নি। আমাদের যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্য অনুযায়ী মার্কটু টিউব-ওয়েল এখন সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন এবং রিংওয়েল সেট ও বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার জন্য যে পর্য্যাপ্ত টাকার প্রয়োজন সেটা দিচ্ছেন না। এমনিতেই আমাদের জল স্তর এমন জায়গায় নেমে গেছে সাধারণ জায়গাতে এমন কি পাত কূয়া খনন করলেও জল পাওয়া যায় না, রিংওয়েলগুলিও শুকিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, এমন কি মার্কটুতে যে পরিমাণ জল পাওয়া যেত তার স্তর নেমে যাওয়াতে এই রকম হয়েছে। এখন এর জন্য আরও নীচে যাওয়ার জন্য মার্ক থ্রি, মার্ক ফোর এই সব টিউবওয়েলগুলি বের হয়েছে আন্তর্জাতিক দিক থেকে সেগুলি আনার ব্যবস্থা হলে ভাল হয়। এই যে পানীয় জলের সংকট দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছে ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সভার মধ্যে আলোচনা না বাড়িয়ে দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী তিনি নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন। এই যে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খরা তার ফলে সমস্ত নদী ছড়া শুকিয়ে যাচ্ছে তাতে কৃষি এবং জল সেচের ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের পথে. একে রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের রাজ্যের পানীয় জলের সংকট নিরসন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জল সেচ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়শালী করার জন্য এবং পানীয় জলের সংকট সুসংহত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করার এই প্রস্তাব রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় সদস্য শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, রাজ্যে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় বিধায়ক পবিত্র কর মহাশয় পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে সমাধানের জন্য যে বক্তব্যগুলি এখানে উপস্থিত করেছেন আমি মনে করি তা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইটা খুব জরুরী। কারণ আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জন্য যে লেখালেখি বা সহযোগিতা করার জন্য যোগাযোগ রেখেছেন কিন্তু বাস্তবে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার তা কর্ণপাত করেননি। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ যারা ক্ষেত কৃষি করে তাদের জন্য জল অত্যন্ত প্রয়োজন, শুধু ক্ষেত কৃষি নয়, খাওয়ার জলের ব্যাপারেও জটিলতা দেখা দিয়েছে। সেটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে একথা বলতে চাই সংক্ষিপ্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু টাকা দেয় নি তা নয় পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে তারা কোন সহযোগিতা করে নি। শুধু পানীয় জলের ব্যাপারে নয় সব ব্যাপারেই তারা বামফ্রন্ট সরকারকে বিভিন্ন কায়দায়, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এইটা খুব উদ্বেগের ব্যাপার। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে নেই, চেঁচামেচি করে এখান থেকে চলে গেছেন, এইটা তাদের অভ্যাস। আমি

তাদের গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস বলতে পারি। পানীয় জলের ইতিহাস ত আছেই, তার সাথে আছে তাদের কার্যকলাপের ইতিহাস। পানীয় জলের ইতিহাস এইটা ত আমি যতটুকু বুঝি বিশেষ করে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমার ত্রিপুরার সব জায়গা ঘুরে দেখা সম্ভব হয়নি, বিশেষ করে আমার এলাকার কথা বলছি। আমার এলাকার মধ্যে পানীয় জলের জন্য জম্পুই থেকে শুরু করে হাহাকার শুরু হয়েছে। আমার নিজেরও এক দেড় কিলোমিটার দূর থেকে জল এনে খেতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে আছি। কারণ বামফ্রন্টের আমলে সেগুলি তৈরী হয়েছিল সেটাও গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভেঙে অকেজো করে রেখে দিয়েছে এইটা কাটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে টাকাপয়সার ব্যাপারে অসুবিধা থাকার ফলে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। আমি এখানে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে, জলসেচের সমস্যা সম্পর্কে এই কথা বলতে চাই যে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে আমি গিয়ে দেখেছি নালা, ছড়া এইসব শুকিয়ে গেছে।

সেখানে ট্যাংক তৈরী করে জল সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাতে পানীয় জলের সমস্যাটাকে কিছুটা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রেও আগের ১ম এবং ২য় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে যে সে টেংকিগুলি করা হয়েছে সেগুলি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে গেছে, ফলে সেখানে জলের খুব সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্যার, আমার কাঞ্চনপুর এলাকাতে এই জলের সমস্যার কথা বলে শত শত দরখাস্ত এসে পোঁছেছে, কিন্তু বিভিন্ন রকমের অসুবিধা হওয়ার কারণে এই সমস্ত সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। আমি দুঃখের সঙ্গে কথাটা এখানে এনেছি, তবে পানীয় জলের সমস্যাতো আছেই এবং এটার সমাধানের ব্যবস্থা করবেন জানি। কিন্তু জলসেচ সম্পর্কে মার্ক-টু টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল, রিং ওয়েল এগুলি সব শুকিয়ে গেছে, কাজেই জল পেতে হলে এগুলিকে আরও গভীর করতে হবে। স্যার, আমি মনে করি দুর্বল পিছিয়ে পরা অংশের মানুষ যারা আমাদের সব চেয়ে বড় সম্পদ সেই সম্পদ থেকে আমরা হেরে গেছি বিগত পাঁচ বছরের রাজত্বে, নিজেদের যে মাতৃভূমি সেই মাতৃভূমির উপর কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে এসের গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের ফলে আমরা আমাদের নিজের এলাকায় হেরে গেছি। গত পাঁচ বছরের রাজত্বে সেখানে কোথাও কোথাও হয়েছে মারপিট, ডাকাতি, ধর্ষন ইত্যাদি এবং এইগুলি করে ট্রাইবেল পাড়াগুলির মধ্যে যে কিভাবে অত্যাচার করেছে এবং সেই অত্যাচারের ফলে কিভাবে যে মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছে আমি এখানে তার একটা হিসাব দিতে পারি। এখানে আমার কাছে পরিষ্কার ভাবে আছে দেশছাড়া পরিবারগুলির হিসাব, যেমন, মনে ছেলেংটা গাঁও পঞ্চায়েত থেকে ৭২ টা পরিবার চলে গেছে। দশমনি পাড়া থেকে ৬০ পরিবার, কুমারায় পাড়া থেকে ৩৫ পরিবার, পূর্বভাণ্ডারীমা গাঁও পঞ্চায়েত থেকে ১১০ টি পরিবার, পশ্চিম ভাণ্ডারীমা থেকে ৮৫ পরিবার, চণ্ডীপুর থেকে ৪০ পরিবার, দক্ষিণ দশদা থেকে ৩০ পরিবার,

কাংগ্রাহ থেকে ৩২ পরিবার, গাছিরাম পাড়া থেকে ১৫ পরিবার, উজানমাছমারা থেকে ২২ পরিবার, উত্তর লালকুমী পাড়া থেকে ১৫ পরিবার, মাকুমাছপাড়া থেকে ১২ পরিবার, মোট ৫৩১ টা পরিবার নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। স্যার, আজকে তারা মিজোরামের ভুবন পাহাড় এবং অন্যান্য জায়গার মধ্যে তাদেরকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আমি যা খবর শুনেছি তা হল তাদেরকে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে, স্যার, এই হচ্ছে বিগত পাঁচ বছরের চিত্র। তারপর স্যার, পানীয় জল সম্পর্কে যে প্রস্তাবটা এখানে এসেছে আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং সেটাকে সমর্থন করে তার সঙ্গে আর একটু বলতে চাই যে, আমাদের যে পরিবারগুলি স্থানচ্যুত হয়ে মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সম্পর্কে আমি একটা কথা শুনেছি যে, মিজোরামের মধ্যে ১৯৯১ সনের পর যারা মিজোরামে ও কাছাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে নাকি সেখান থেকে বিতাড়ণের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে এবং বাড়ী বাড়ী নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই তারা সেখানেও থাকতে পারবে না। এই অবস্থায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এটা আমার আবেদন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, প্রস্তাবটা হচ্ছে, পানীয় জল ও জল সেচ সম্পর্কে।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই :— স্যার, আমি এই প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে এটা সম্পর্কেও একটু বলছি, স্যার এইগুলি হয়েছে কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আমাদের প্রতি অবহেলার কারণেই। স্যার, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের প্রতি তাদের এই অত্যাচারের জন্যই আজকে উপজাতিদেরকে এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে সেটা দেখেই আমি দুঃখের সঙ্গে এই কথাটা এখানে তুলে ধরেছি। স্যার, পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য পবিত্র বাবু যে রিজিউলিশানটি এখানে এনেছেন সেটাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাজুবন রিয়াং মহোদয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (কৃষিমন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এইখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন—যে খরায় আমাদের রাজ্যের কৃষিতে, পানীয় জলের এবং সেচ ব্যবস্থার যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যারফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের আবেদন চেয়ে।

স্যার, আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক অনেকটা বলা যায় বৃষ্টি নির্ভর। কৃষি থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যের অনেক কিছুই নির্ভর করছে বৃষ্টি উপর। গত বর্ষার মরশুমে আমাদের রাজ্যের বৃষ্টিপাত কি হয়েছে তার একটি হিসাব দিচ্ছি—মে থেকে অক্টোবর এই সময়টা হচ্ছে আমাদের এইখানে বৃষ্টির সময়। মে মাসে এইখানে বছরে যে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয় তার

পরিমাণ হচ্ছে—৩১৪'৮ মি, মিটার। চলতি বছরে হয়েছে ১৭৭'১ মি, মিটার যা স্বাভাবিক থেকে শতকরা ৪৪ ভাগ কম। জুন মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হচ্ছে—৪৯৯ মি, মি, আর বৃষ্টি হয়েছে ২৫৪, মি, মি, যা, স্বাভাবিক থেকে শতকরা ৪০ ভাগ কম।

জুলাই মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হচ্ছে—৩৭০.৮ মি, মি,। আসলে বৃষ্টি হয়েছে ২২৭,০ মি, মি, যেটা শতকরা ৩৯ ভাগ কম।

আগষ্ট মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ—৩২৮'৯ মি, মি,। আর হয়েছে—৩৭৫'৪ মি, মি,। যেটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী।

তারপর সেপ্টেম্বর মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৪০ মি, মি, আর হয়েছে—১৫৭.৭ মি, স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ৩৬ ভাগ কম।

অক্টোবর মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত—১৬৮'৬ মি, মি, হয়েছে—১২২'৭ মি, মি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ২৭ ভাগ কম।

এই অবস্থার জলস্তর নীচে নেমে যায়। যারফলে আমাদের এইখানে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারীং, আর, ডি, এবং বিভিন্ন দপ্তরের পানীয় জলের যে ব্যবস্থা চলছে মার্ক-২ রিংওয়েল এবং ডীপ, টিউবওয়েল সব ব্যবস্থাতেই জলের টান পড়ে গেছে এবং তাতে রাজ্যের জনগণের বিশেষকরে গ্রামে জনগণের পানীয় জলের জন্য প্রচণ্ডভাবে কষ্ট পেতে হয়। আমাদের কৃষি বিভাগের প্রাথমিক হিসাবে দেখা গিয়েছে যে এই বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে শুধু খারিপ মরসুমেই এখানে ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ৮২ কোটি টাকা। এবং চলতি যে বুরো এবং রবি মরসুমে ক্ষতি হয়েছে য, তার হিসাব এখনো আমরা করে উঠতে পারিনি যে কৃষকদের কত ক্ষতি হয়েছে। আমাদের সরকার গ্রামের গরীব মানুষের পাশে থেকে যাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছেন। এবং প্রায় ৬০০টি অভাবগ্রস্থ পানীয় জলের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। এবং যে সব সংস্থা এই পানীয় জলের ব্যবস্থা করে থাকে তাদের এবং যে সব দপ্তরের দায়িত্ব আছে তাদের সবাইকে নিয়ে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর সভাপতিত্বে একটি কো-অর্ডিনেশান কমিটি গঠিত হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, সেখানে জেলা শাসক, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং এ,ডি, সির সদস্যরা সেখানে প্রতিনিধি আছেন, তাঁরা প্রতিমাসে একবার করে কোথায় কি অসুবিধা কোথায় কাজের কি অগ্রগতি সেটা মিটিংয়ে বসে পর্যালোচনা করেন এবং সেইভাবে তাঁরা মোকাবেলা করার চেস্টা করছেন। এই দপ্তরের আগামী দিনে কাজ করতে যাতে অসুবিধা না হয় সেইদিকে লক্ষ রেখে রিংওয়েল এবং অন্যান্য মার্ক-টু এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম পাইপ, ফিল্টার পাম্প, টিউবওয়েল মেরামতির যন্ত্রপাতি এই সব ইতিমধ্যে সংগ্রহ

করেছে এবং সেগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা চীফ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়কে। এবং সেখান থেকে সারা রাজ্যে যা প্রয়োজন সেখানে সরবরাহ করা যাবে। এইভাবে রাজ্যে যে আর্থিক সংস্থান আছে সেটা যথেষ্ট নয়। সেইজন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চাই। এখানে রাজ্যের কৃষকরা জলের জন্য প্রায় শতকরা ১০ ভাগ চাষযোগ্য জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেটাও ১৯৯৩ ইং সালে অর্থাৎ গত বছর প্রচণ্ড বন্যার ফলে নদীর পারে যে সব লিফট ইরিগেশান স্কীমগুলি ছিল সেই স্কীমগুলি প্রায় সব কটা প্রায় ৫৫৮টি প্রজেক্টের মধ্যে ২৫৩টি প্রজেক্ট অচল হয়ে যায়। এবং সেটা মেরামত করতে ২৯৩ লক্ষ টাকা অ্যাসেসমেণ্ট করা হয়েছে। এই টাকা পেলে আমরা সেটাকে আবার সচল করার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু নন-প্লেনের টাকার অভাবে সেই মেরামতির টাকা নেই বলে আমরা গত বছর সেইগুলি মেরামত করতে পারিনি। যার ফলে অধিক বন্যায় এইভাবে লিফট ইরিগেশন মেশিন নষ্ট হয়ে থাকেছে। হয়ে গেলে আবার ঠিক পরের বছর খরায় এইসব মেশিন চালু করে আবার সেটা সচল করার জন্য টাকার প্রয়োজন, সেই টাকার অভাবে সবটা করা যায়নি। যা নষ্ট হয়েছে তার মধ্যে ১৮৭টি প্রজেক্ট পূর্ণ ক্ষমতায় চালু করা গেছে আর ২৬০টি প্রজেক্ট আংশিক চালু করা গেছে। তারপরও ১৫০টি প্রজেক্ট এখনও অচল অবস্থায় আছে। এইভাবে আমরা আগামী বছর প্লেনিং কমিশনের কাছে আরও ২৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট আমরা পেশ করে আমরা দাবী করেছি যাতে রাজ্যের এই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর এটা নতুন এম, আই, প্রজেক্ট তৈরী করে কৃষকদের জমিতে যাতে জলের ব্যবস্থা করা যায় সেই চেস্টা আমরা করছি। আমাদের এখানে এই খরায় যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতির সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় সরকার এই বাবদ কোন সাহায্য পাঠায়নি।

কৃষি বিভাগের যে ৮২ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হল, কৃষকদেরকে সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে টাকা পেয়েছিলাম তাও কিছু দেয়নি। শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যের রেভিনিউ দপ্তর কেলামেটি রিলিফ ফাণ্ড থেকে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে কৃষকদের জন্য কিছু সাহায্য স্কীম করে আমরা গত রবিমরসুমে রাজ্যের কৃষকদের সাহায্যের ব্যবস্থা আমরা করেছি। এই খরাতে কৃষকদের বিভিন্ন অংশে যা ক্ষতি হয়েছে তার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করে যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান) :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিশানটি ভোটে দিচ্ছি।

রিজিউলিশানটির বিষয়বস্তু হলো,

" এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, রাজ্যে গত বছর থেকে বৃষ্টিপাত কম হবার ফলে গোটা রাজ্য জুড়ে ব্যপক খরা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। জলসেচের সমস্ত উৎস নদী, ছড়া ইত্যাদি শুকিয়ে গেছে। অপরদিকে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার রাজ্য সরকার যথাসাধ্য সব রকম চেষ্টা করে চলেছেন। রাজ্য সরকার খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার দাবী জানিয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

তাই এই সভা রাজ্যের এই গুরুতর খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করছে।"

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা হ্যাঁ বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন, তাঁরা 'না' বলবেন,

আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন. তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব, রিজিলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ চেয়ারম্যান :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার দ্বিতীয় রিজিউলিশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার আমার রিজিউলিশানটি হলো,

" এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে ত্রিপুরায় শিল্পায়নের স্বার্থে আরও গ্যাস ও সম্ভাব্য তেল উত্তোলনের জন্য নূতন নূতন এলাকায় ড্রিলিং ও ডিপ-ড্রিলিং করা হোক"।

স্যার, আমার রিজিউলিশানটি হলো এই বিধান সভা প্রস্তাব করছে যে, ত্রিপুরার শিল্পায়নের স্বার্থে আরো গ্যাস ও সম্ভাব্য তেল উত্তোলনের জন্য নূতন নূতন এলাকায় ড্রিলিং ও ডিপ-ড্রিলিং করা হোক" আমি যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছি তা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য. এবং ত্রিপুরার আগামী দিনের ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করার প্রশ্নে সবচেয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ত্রিপুরাতে ও. এন. জি. সি. আজকে প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ এখানে ড্রিলিং করছেন। এবং এই ড্রিলিং এর ফলে আমরা দেখেছি যে এখানে ১০ থেকে ১২টি কুপে গ্যাস পাওয়া গেছে।

আরো ১৯টা তে গ্যাস আছে যে আমরা এক্ষণি তা ব্যবহার করতে পারি। মোট ৭৫ টি ড্রিলিং এই ত্রিপুরাতে হয়েছে, আয়ো প্রায় ৪৮টি জায়গা চিহ্নিত হয়ে আছে এইগুলিতে ড্রিলিং করা যেতে পারে। এই যে ও. এন. জি. সি. ড্রিলিং করছে, আমি ধন্যবাদ জানাই ও. এন. জি. সি.র যারা কর্মকর্ত্তা এবং তারা খুব কঠোর পরিশ্রম করে মূলত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে যেখানে ড্রিলিং হচ্ছে সবগুলির জায়গাই বনাঞ্চল এবং তারা খুব অসুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই কাজ এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন সেখানে তারা করছে। সাহসিকতার সঙ্গে তারা কাজ করেছেন। অনেক অসুবিধা তাদের হয়েছে, বিশেষ করে উগ্রপন্থী সমস্যা যেটা সৃষ্টি করেছে কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস. রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে ব্যাঘাত করার জন্য সেখানে তার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু তার পরেও তারা তাদের কাজ বন্ধ করেনি, রাজ্যসরকার এবং ও, এন, জি, সি, কতৃপক্ষ তারা তাদের সিকিওরিটি ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন। তারা তাদের কাজকর্ম সেখানে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকে এখানে যেটা আমাকে বলতে হচ্ছে, এই যে বিরাট একটা সম্ভাবনাময় একটা সম্পদ আমাদের ত্রিপুরার মাটির নীচে আছে যেটা শুধুমাত্র ত্রিপুরার সম্পদ না, এটা জাতীয় সম্পত্তি। এবং এই গ্যাস আজকে আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে জ্বালানী হিসাবে সবচেয়ে উত্তম জ্বালানি। এবং একে ব্যবহার করে আমরা আধুনিক শিল্প তার সমস্ত বিষয় এই গ্যাস থেকে সেখানে হতে পারে। এই যে একটা মূল্যবান সম্পদ আমাদের মাটির নীচে যা আছে তাকে খুঁজে বের করতে হলে ড্রিলিংই সেখানে করতে হবে এবং আমাদের রাজ্যে ও, এন, জি, সি, যা ড্রিলিং শুরু করেছিলেন ভালই করেছিলেন এবং তা ভালই হচ্ছিল। আমাদের এই ত্রিপুরার যে ড্রিলিং এবং তার যে রেকর্ড, সেটা হচ্ছে ৫৬ পারসেন্ট ড্রিলিং সেখানে আমাদের সাক্সেসফুল। যেটা আন্তর্জাতিক যে মান ড্রিলিং এর ক্ষেত্রে, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় যা ড্রিলিং হয় সেখানে আমরা প্রায় আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় আমাদের এখানে খুব ভাল ড্রিলিং হয়েছে। এখন যে বিষয়টা আমি উত্থাপন করছি ১৯৯১ সালের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, এখানে যে পরিমাণ সোর্স আছে, যে সমস্ত জায়গাতে ড্রিলিং করা যেতে পারে সে ড্রিলিং না করার জন্য সেখানে ও. এন. জি. সি কতৃপক্ষ তারা বসে আছেন, করছেন না তারা। ১৯৯১ সাল পর্য্যন্ত আমাদের এই ত্রিপুরার ৭টি রিগ মেশিন ছিল, যেগুলি বিভিন্ন স্পটে ড্রিলিং এর কাজে নিযুক্ত ছিল। এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩ টিতে। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশটাকেই প্রায় বে-সরকারীদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। এবং ও. এন. জি. সি. কেও তারা কম্পানিতে পরিণত করেছেন এবং তার শেয়ার বিদেশের বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বিদেশী মাল্টিন্যাশেনালগুলিকে তারা আমাদের দেশের বাজারে নিয়ে আসছেন। এই

যে আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, এই সম্পদের যে ভাণ্ডার তা তাদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। যে নীতির ফলে আজকে ও. এন, জি, সি, কর্তৃপক্ষ আমাদের রাজ্যে তারা ড্রিলিং কমিয়ে এনেছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা বার বার একটা দাবী করেছি ও. এন. জি. সি. তাদের জোলজিক্যাল সার্ভের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে সেখানে দেখা গেছে শুধু আমাদের এখানে গ্যাস না, আমাদের মাটির নীচে তেলের সম্ভাবনাও সেখানে আছে,। খনিজ তেলের সম্ভাবনা। কিছু দিন আগে আমাদের এখানে বিজ্ঞান মেলা হয়েছিল, সেখানে ও. এন. জি. সির যে স্টল, যারা গিয়েছেন তারা তা দেখেছেন, সেই স্টলের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার মাটির নীচে যে তেল পাওয়া গেছে কেরসিন এবং ক্রোড্ ওয়েল তার সেম্পলটা আমাদেরকে দেখিয়েছে। এবং সমস্ত মানুষকে। এখানকার ও. এন. জি. সির যারা কর্তৃপক্ষ এবং যারা কাজ করে তাদের ইউনিয়ন, তাদেরও বক্তব্য যে আমাদের এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত রিংগুলি এসেছে তাদের কাজ করার যে ক্ষমতা সেটা ৪ হাজার মিটারের বেশী নীচে যেতে পারেনা। তারমধ্যে একটাই সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন রিগ এসেছিল সেটা রুবিয়াতে খনন করেছিল, রাশিয়ান রিগ, সেটা ৪ হাজার ৩০০ মিটারের উপরে সেখানে খনন করেছিল এবং সেখানেই সবচেয়ে বেশী গ্যাস সেখানে পাওয়া গেছে। যদি ডিপ ড্রিলিং যদি করা যেতে পারে তা হলে এই গ্যাসের স্তর পেরিয়ে যদি তার নীচেও সেখানে ড্রিলিং করা যেতে পারে তা হলে পরে সেখানে থেকে সেই তেল আসার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কি অজ্ঞাত কারণে এখানে ড্রিলিং করা হচ্ছে না তা আমরা জানতে চাই। এই বঞ্চনা কেন? আমাদের পরে বোম্বে হাইয়ে ও. এন. জি. সি. তারা আরো অনেক বেশী গভীরে গিয়ে সেখান থেকে গ্যাস এবং তেল আজকে বের করছে। ফলে আমাদের এখানে যে একটা বিরাট সম্পদ আছে, সেই সম্পদকে কেন ব্যবহার করছেন। আমি ক্যাটাগরিক্যালি আরো বলতে চাই সেখানে ও. এন. জি. সি. র কাজকর্ম গুটিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি তাতে দেখা গেছে যে ১৯৯১ সালে ত্রিপুরার এই ড্রিলিং এর জন্য ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বর্তমানে বৎসরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩২ কোটি টাকায়। পরবর্তী বৎসরে কত হবে তা আমরা জানিনা, তা হয়তো আরো কমিয়ে দেওয়া হবে। যেহেতু ড্রিলিং মেশিন, রিগ মেশিন যেখানে ৭ টা ছিল সেখান থেকে ৩ টাতে নামিয়ে আনা হয়েছে। নেকস্ট ইয়ারে সেটা আরও কমিয়ে দেওয়া হবে। রিগিং আগে ছিল ৭টা সেটা কমিয়ে আনা হয়েছে তিনটাতে। আমি বলতে চাই যে ভারত সরকার বিভিন্ন কোটিপতিদেরকে দিয়ে আসাম গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে গ্যাস উত্তোলনের চেষ্টা করবেন। বিদেশ থেকে সাগরের মধ্যে দিয়ে আরব কানট্রীগুলি থেকে বোম্বে হাইওয়ে দিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। গ্যাসের জন্য তারা এত চিন্তা করছেন। অথচ ত্রিপুরার মাটির নীচে যে গ্যাস আছে সেটা উত্তোলন করার জন্য, তেল পাওয়ার যে সম্ভাবনা আছে

সেটা একসপ্লোর করার জন্য ও. এন. জি সি-কে সেভাবে কাজে লাগাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে নীতি সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। আমাদের রাজ্যে আরও ৪৮ টি পয়েন্টে রিগিং করা যেতে পারে। সেগুলিতে অবিলম্বে রিগিং করার ব্যবস্থা করা হউক। কাঞ্চনপুরে ছেছুরিয়া ও লংতরাইতে আরও গভীরে কূপ খনন করার জন্য সেই কাজ হাতে নেওয়া হউক এই সভা দাবী করছে। আমাদের বিদ্যুৎ সংকট সেটা দূর করা যায় যদি গ্যাসকে কাজে লাগানো যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ৬০০ টাকা পার কিউবিক মিটার রেট ঠিক করেছেন, থার্মাল প্রজেক্ট এবং অন্যান্য শিল্প করার জন্য। বাড়ী বাড়ী গ্যাস লাইন করার জন্য আমাদের শিল্প দপ্তর চেষ্টা করছেন। ও.এন.জি. সি-তে প্রায় ৫ হাজার কর্মচারী কাজ করছে। যদি ও.এন. জি.সি-র কাজকর্ম কমিয়ে আনা হয় তাহলে এই লোকগুলি বেকার হয়ে যাবে। কাজেই এই যে প্রস্তাব আমি আশা করব এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন এবং প্রস্তাবটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান)ঃ— শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় সদস্য পবিত্র কর এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবটকে সমর্থ করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে একটা দেশের অর্থনীতিকে আনেকটা কনট্রোল করে তেল। এটা নিশ্চই জানেন, সারা পৃথিবীর অর্থনীতি নির্ভর করে তেল। যে দেশের তেল সম্পদ বেশী আছে সে সমস্ত দেশের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে আছে। ইতিমধ্যে দেখেছেন, আমেরিকা ইরাকের উপর আক্রমণ করছেন। এই সব পরমাণবিক বোমা টোমা মিথ্যা কথা। কারণ হচ্ছে, আরব দেশের তেল কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কন্ট্রোল করবে। এটা হচ্ছে এক দিক। অন্য দিকে থাকবে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির যে দেশের মাটির নীচে সম্পদ আছে সেটা যাতে উপরে উঠে আসতে না পারে। ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ্য করেছি, কোটি কোটি মিলিয়ন ডলার অপরিশোধিত তেল আমদানীতে চলে যাচ্ছে। আরব দেশ তেলের দাম যতই বাড়াক না কেন, ভারতকে কিনতেই হবে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা ও.এন.জি.সি-এর জন্য খরচ হচ্ছে। ভারতবর্ষের তেল থাকলেও সে মাটির উপরে উঠে আসছে না। দুই নাম্বার যে সব দেশের মাটির নীচে তেল আছে বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে তার মাটির নীচের তেল আর উপরে উঠছে না। ২য় বামফ্রন্টের সময় আমরা রাশিয়া থেকে বিশেষজ্ঞ এনেছিলাম। তারা বলেছেন, ত্রিপুরা তেলের উপর ভাসছে। এটা সন্দেহ নয়। ভারতবর্ষের সরকারের মধ্যে রাজনীতি চলছে। ভারত সরকারও চান না, ত্রিপুরার মাটির নীচের সম্পদ উপরে উঠুক। কারণ এখানেও রাজনীতি। এখানেও ষড়যন্ত্র। মাননীয় সদস্য পবিত্র বাবু বলছেন,

ইতিমধ্যেই ৭৫টি ড্রিলিং হয়ে গেছে। এবং আরো ৪৮টিতে কাজ চলছে। এই ৭৫টি ড্রিলিং থেকে ১৯ লাখ কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া গেছে। সবগুলি হয়ে গেলে কত পাওয়া যাবে এটা সহজেই বুঝা যায়। আমরা যে দেখছি, এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ৭।৮ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশে তেল পাওয়া গেছে আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায়নি এটা ঠিক নয়। আমরা বিশ্বাস করি না। সুপরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতি বন্ধ করার জন্য, কল কারখানা না হবার জন্য এটা করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামপন্থী শক্তির প্রতি বিশ্বাসী। সে দিক থেকে ত্রিপুরাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা

সে জন্য আমরা দেখছি অষ্টম পরিকল্পনায় ত্রিপুরা রাজ্যের ও. এন. জি. সি-র যে বরাদ্দ হয়েছিল সেটা হলো ১৮টি রিং অষ্টম পরিকল্পনায় ত্রিপুরারাজ্যে কাজ করবে। আমরা দেখেছি ১৮টি রিং কোন দিন ত্রিপুরা রাজ্যে আসে নি, প্রথম বামফ্রণ্ট সরকার, দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার এবং তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার থেকে শুরু করে মোট ৯টি রিং ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করেছে। ডিপ ড্রিলিং রিং এখন পর্যান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে আসেনি। এইগুলি শুধু গ্যাস উত্তোলন করার জন্য যতটুকু দরকার সেখানে সেই রিংওয়েলগুলিই করে এসেছে। ডীপ ড্রিলিং ত্রিপুরারাজ্যের মানুষ চোখে দেখেনি। যেগুলি মাটির অতল নীচ থেকে তেল বের করবে এই রিং আসেনি। এটুকু বলা চলে সিকিউরিটি মেজারের মধ্যে এই ডিপ-ড্রিলিং করতে হয় কারণ উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসের নীচের শেয়ারে তেল থাকে এটা বিশেষজ্ঞের বক্তব্য। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ যারা এসেছিলেন এবং রিপোর্ট করেছেন তৎকালীন তাঁরা বলেছিলেন বিশেষতঃ রুখিয়া, কুঞ্চা এবং অন্যান্য ড্রিলিং সাইডে এখন আগুন লাগার কারণ কি, কুঞ্চাতে আগুন লাগল দিনের পর দিন সেটা বন্ধ করা গেল না, আগুনে জ্বলে—পুড়ে ছারখার হয়ে গেল একটা ড্রিলিং ইউনিট। বিশেষজ্ঞরা এসেছেন তদন্ত করেছেন এবং সেই রিপোর্ট তো আর বের হয় না, সেই রিপোর্টে কি লেখা হয়েছে? শেষ পর্য্যন্ত জানা গেছে—যে সেখানে সবচেয়ে উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস পাওয়া গেছে। উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসের নীচে যদি যেতে হয় তার জন্য প্রিভেনটিভ মেজারের যন্ত্রপাতি যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে সেগুলি ব্যবহার করে সেখানে উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসের নীচে ড্রিলিং করতে হয়। এই ধরণের জিনিস সেখানে ব্যবহার করা হয় নি। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস এবং তার নীচে থাকে তেলের চেয়ার যেটা ও. এন. জি. সি-র ভাষায় চেয়ার বলা হয়। শেষ দিকে দেখা গেল কুঞ্চাতে কত উচ্চতাপসম্পন্ন গ্যাস ছিল সেটা তাঁরা বলেছেন অসাবধানতার জন্য আগুন ধরে গেছে আর নীচে ড্রিলিং করা যায় নি। কিন্তু আমরা দেখেছি সেখানে অসাবধানতা নয় একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সেখানে কাজ করছে।

সে জন্য বলা চলে ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু গ্যাস ভর্তি তা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির নীচে অফুরন্ত তেল আছে এবং সেই তেলকে তোলার প্রশ্নটা আজকে সবচেয়ে বেশী জরুরী। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৯১ কি ১৯৯২ সালের ৯টি রিংয়ের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ৪টি রিং আছে এবং একটা রিং কয়েক দিনের মধ্যে চলে যাবে তখন সেখানে থাকবে তিনটি রিং। এই তিনটি রিংও ভবিষ্যতে থাকবে কি না সেখানে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে, ড্রিলিং করা হয়েছে যেমন কিছুদিন আগে আগরতলা গাবর্দ্দির কাছে যে ড্রিলিং সেণ্টারটি ছিল সেখানে ডান দিকে ও. এন. জি. সি-র "এ. বি. ডি নামক তাদের কোড", এই এ. বি. ডি. নামক ড্রিলিং পয়েণ্ট থেকে এ্যাকসপ্লোজ থ্রি নামক যে একটা যন্ত্রাংশ সেখান থেকে চুরি হয়ে যায় এটার দাম প্রায় ৬ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকা এবং যেটা বলা চলে ডীপ ড্রিলিং-এর আগে যখন ড্রিলিং করতে হয় তার প্রিভেনটিভ মেজার নেওয়ার জন্য যাতে আগুন না লেগে যায় তার জন্য এই জিনিষটা সেখানে ব্যবহার করা হয়। ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকার এক্সপ্লো থ্রি নামক এই যন্ত্রটা যেখানে চুরি হয়ে গেল তার হদিশ পাওয়া গেল না। বলা চলে যে মুহূর্ত্তে ভাগ্য ভাল আমাদের এখানে আগুন যদি লাগত তাহলে এটা কোন মতেই অন্ধ্রপ্রদেশের বাসেল্লাপুরীর মত যে ভাবে জ্বলছে তার চেয়ে ভয়াবহ ঘটনা এখানে ঘটতে পারত যেটা ও. এন. জি. সি. বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য। সে ক্ষেত্রে বলা চলে যে আন্তর্জাতিক চক্র সারা ভারতবর্ষে যে চক্রান্ত করেছে যাতে তেল মাটির নীচ থেকে উত্তোলিত না হয়, কেন্দ্রীয় সরকারতো চইছেন না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আরও বেশী গ্যাস এবং গ্যাসের নীচের তেল মাটির উপর উঠে আসুক, এখানে তার টোটাল অর্থনীতি, ভারতবর্ষের অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় হোক এবং সে জন্য আমরা পরিস্কার বলতে চাইছি যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন মাননীয় সদস্য পবিত্র কর ডীপ ড্রিলিং করার ব্যাপারটা সেটা এই ডীপ ড্রিলিং করার প্রস্তাব এবং আরও গ্যাসের জন্য ড্রিলিং করা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী জরুরী অ্যান এ্যানিমাসলি ডিসিশ্যান এই বিধানসভায় নেওয়া হোক যে ডীপ-ড্রিলিং যে কোন মূল্যেই ত্রিপুরা রাজ্যে করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা প্রস্তাব রেখেছি এবং পরবর্তী সময়ে নিশ্চয়ই ডীপ-ড্রিলিং-এর জন্য যদি আন্দোলন করতে হয় তাহলে আমরা বাইরে আন্দোলন করব। এই বিধানসভায় আমরা প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছি যে আরও গ্যাসের জন্য সেখানে ডীপ-ড্রিলিং করার জন্য এই প্রস্তাব আপনারা বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিল্পমন্ত্রী কিছু বলতে পারেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেই অল্প কয়েকটা কথা আমি এখানে বলব।

ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মাটির নীচে যে সম্পদ রয়েছে, ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই সেই সম্পদ নেই। অথচ এই রাজ্য সবদিক থেকে পিছিয়ে আছে। সেজন্যই আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা গরীব না, এই রাজ্যের মানুষগুলি গরীব, তাদেরকে গরীব বানিয়ে রাখা হয়েছে। যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মাননীয় সদস্যরা, আমি তাদের সংগে একমত যে আমাদের এই বিরাট সম্পদ কাজে লাগাতে পারছিনা। যদি কাজে লাগানো যেত, ত্রিপুরা সামগ্রিক অর্থনৈতিক চেহারা এবং তার সাথে সাথে দেশের চেহারা অনেকটা পাল্টে যেতে পারত। এইখানে বিভিন্ন সংশয়, বিভিন্ন তথ্য চাপিয়ে রাখার ঘটনা আছে। তবুও আমরা যা জানতে পেরেছি এক্ষুণি আমাদের রাজ্যে মাটির নীচে যে পরিমাণ বিশাল গ্যাসের ভাণ্ডার রয়েছে তার থেকে ২৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটারস্ গ্যাসের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের রাজ্যের মাটির নীচে যা আমরা তুলছিনা বা তোলার কোন ব্যবস্থা করতে পারছিনা। তারপর হচ্ছে তেলের প্রশ্ন। ত্রিপুরা রাজ্যে ও. এন. জি. সি. এসেছিল ১৯৭২ সনে এবং আজ ১৯৯৫ সন এখন পর্যন্ত তাঁরা এখানে কাজ করছেন। ত্রিপুরা যে খুব ফার্টাইল তার একটা মাত্র প্রমাণ হচ্ছে জেনারেলী ও. এন. জি. সি. তারা যে ড্রিলিং করে তাতে দেখা গেছে ৫ টা পয়েন্ট ড্রিল করলে ১ টাতে হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সার্ভে করে দেখেছেন তার বেশিরটা হচ্ছে টেন ইন টু ওয়ান। ১০টা পয়েন্টে ড্রিল করে ১ টাতে পেয়েছে। গোটা রাজ্যেই তারা গ্যাসের অয়েল ড্রিল করতে পারেন, এভাবে তারা দেখছেন। গোটা রাজ্য তারা সার্ভে করে দেখেছেন। প্রথম পর্যায়ে তারা ৭৫ টা পয়েন্টে ড্রিল করে ৩৮টা পয়েন্টে অয়েল করেন সেখানে গ্যাস পাওয়া গেছে এবং ৩৮টা অয়েল থেকে তারা এখন যা তুলছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রজেক্টে দিচ্ছেন। সেটা হচ্ছে ১০ টা অয়েল থেকে যে গ্যাস তারা তুলছেন সেগুলি তারা বিভিন্ন প্রজেক্টে দিচ্ছেন। যেমন বড়মুড়া থার্মাল প্রজেক্টের জন্য ১.৫৪ লাক্স কিউবিক মিটার্স, রুকিয়া থার্মাল প্রজেক্টের জন্য ১০.৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটারস, আগরতলা ডুম সেখান থেকে, তারা ২ হাজার কিউবিক মিটারস্ দিচ্ছেন টি. এন. জি. সি.-কে। টি. এন. জি. সি. সেটা নিয়ে বড় বাড়ী বাড়ী গ্যাস সাপ্লাই করছেন। আর কোন কাজে এই গ্যাসটা লাগানো হচ্ছেনা। অথচ এই মুহূর্তে আরও ১৯ টা অয়েল থেকে গ্যাস আনতে পারছেন, ড্রিল করা হয়েছে, সেগুলির মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, এবং এই ১৯ টা থেকে যদি আনা যায় তাহলে এখন দৈনিক ত্রিপুরা রাজ্যে তারা ১০ লক্ষ ৭০ হাজার কিউবিক মিটার গ্যাস দিতে পারে বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য এবং যেটা গ্যাস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া তারা একটা অ্যালোকেশান করেছে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য। বড়মুড়ার জন্য ৪.৯০ লক্ষ কিউবিক মিটারস, রুকিয়ার জন্য আরও যে থার্মাল প্লান্টগুলি আসছে সেগুলির জন্য তারা অ্যালোকেশান করেছে ৯.৮০ লাক্স কিউবিক মিটারস্।

আগরতলার ডোম থেকে যেখানে আমাদের রামচন্দ্র নগরে হচ্ছে লেখানকার জন্য ৪.৩০ লাক্ষ কিউবিক মিটারস্ এবং গজালিয়া থেকেও তারা ৭০ হাজার কিউবিক মিটারস্ গ্যাস পাবেন এই হচ্ছে আজকের যে অবস্থাটা সেটা। মাননীয় পবিত্র বাবু বলেছেন যে একটা সন্দেহ আমাদের সবার আছে যে গ্যাসটা তোলা হচ্ছে না বা তোলবার জন্য, গ্যাসের আরও নীচে কি আছে। আমরা এখানে শিল্প মেলাতে দেখেছি, তারা এখানে কেরোসিনের সেম্পল রেখেছে এবং যা সেম্পল দেখিয়েছেন সেই সেম্পল অনেকাংশেই নর্থ ইষ্টার্ন-এর অন্যান্য জায়গার তুলনায় ভাল। বিশেষ করে আসামের থেকে ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এখানে একটাই মাত্র ডিপ ডিলিং-এর জন্য রিগ মেশিন এসেছিল এবং রাশিয়ান এক্সপার্টদের তত্বাবধানে এখানে সেটা করা হয়েছিল, তারা ৪ হাজার ৬৭১ মিটার পর্য্যন্ত ডিল করেছিল, তার পরই সেটা বন্ধ হয়ে যায়, কেন বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই ডিলিং-এর যা টেষ্ট হয়েছিল সেই টেষ্টের রেজাল্ট কি এই গুলি এখনও ভারতবাসী জানতে পারেনি, আমরা ত্রিপুরা বাসীরা জানি না। সেটা করতে পারলে তেলের সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারতাম। রাশিয়ান এক্সপার্টদের পুরানো যে কথা সেটাতো ত্রিপুরা বাসী জানে যে ত্রিপুরা তেলের উপর, গ্যাসের উপর ভাসছে। যে রিগ গুলিকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি হল, ই কোর হানড্রেড রিগ, এগুলির ডিলিং-এর ক্ষমতা চার হাজার মিটার পর্য্যন্ত। কাজেই সেই যে রিগটা এসেছিল একবারে যারা ৪ হাজার ৬৭১ মিটার ডিল করেছিল সেই রিগটা ফেরত চলে গেছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই রিগ মেশিন গুলিকে আবার ফেরত আনতে হবে। আমরা জানি আমাদের রাজ্যের জন্য ডিপ ডিলিং-এর জন্য যে রিগ মেশিনটা এসেছিল সেগুলি নাগাল্যাণ্ডে চলে গেছে। নাগাল্যাণ্ডের বার্মা সীমান্তে তেল পাওয়া গেছে, সেই তেলের জন্য সাত আটটা ডিপ ডিলিং রিগকে তারা ব্যবহার করেছিল। ও, এন, জি, সির সমস্ত কাজকর্ম আজকে সাসপেনডেড। কারণ নাগাল্যাণ্ডে একটা সংগ্রাম চলছে যে নাগাল্যাণ্ডের মাটির নীচের সমস্ত সম্পদ নাগাল্যাণ্ডবাসীর। কাজেই সেখানে ভারত সরকারের কোন হস্তক্ষেপ তারা মানবে না, সেখান থেকে তেল তারা তুলতে দেবেন না এবং যার ফলে গত কয়েক বৎসর ধরে সেখান থেকে রিগ গুলিকে আনতে পারছেন না, সরাতেও দিচ্ছে না, সেখানে সমস্ত রিগগুলি বসে বসে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। সেই তুলনায় আমরাতো বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির নীচের গ্যাস তোলবার জন্য ভারত সরকার ও এন জি সিকে মিনিষ্ট্রি অফ্ পেট্রোলিয়াম, আমরা সবার কাছে বার বার দাবী করেছি যে, এই গ্যাস তুলুন। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য, ত্রিপুরার মাটির নীচের সম্পদ গোটা ভারতবর্ষের সম্পদ, সেই সম্পদকে তুলে যদি কাজে লাগানো যায়, সেখানে যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় তাহলে ত্রিপুরা উপকৃত হবে, ত্রিপুরার বেকারদের যেমন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হবে, তেমনি ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ছেলে মেয়েদেরও এখানে কর্ম সংস্থানের সুযোগ হবে। সেদিক থেকে নাগাল্যাণ্ডের চেয়ে ভিন্ন চিত্র ত্রিপুরাতে। এখানে অনেক সময় বলা হয়েছে আমরাও পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে, উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপের জন্য ও, এন, জি, সি কাজ করতে পারে না। যদিও ও, এন, জি, সির কর্তৃপক্ষের সবাই এইটা স্বীকার

করেন না। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ও এন জি সির কাজে যারা যুক্ত আছেন তারা এইটা স্বীকার করেন না। তারা যখনই রাজ্য সরকারের কাছে সহায়তা চেয়েছেন তখনই রাজ্য সরকার তাদের সহায়তা দিয়েছেন।

আমাদের কাছে তথ্য আছে সেন্ট্রাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স রয়েছে, তারা সেখানে সিকিউরিটি প্রভাইড করছে। আমাদের রাজ্যে ও, এন, জি, সি,র কাজের সাথে যুক্ত ২০০-এর উপরে সি, আই, এস. এফ রয়েছে। তারা সেখানে সিকিউরিটি প্রভাইড করছে। এবং ত্রিপুরার যদি দরকার হয়, আমরা বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারকে যে আমাদের রাজ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য আমরা যেমন আরো অতিরিক্ত ফোর্স চেয়েছি, সেটা যদি পাওয়া যায় আমরা ও, এন, জি সি,কে সাহায্য করতে পারব। ও, এন, জি, সি, অন্ দেয়ার ওন্ সিকিউরিটি ফোর্সকে এনে তাদের কাজের মধ্যে সহায়তা নিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা রাজ্য সরকারের নেই। এই কথাও আমরা ও, এন, জি. সি, কর্তৃপক্ষকে বারে বারে জানিয়ে দিয়েছি, আমরা কেন্দ্রিয় সরকারকে জানিয়েছি। আমরা সর্বতোভাবে এই ও, এন, জি, সি,র কাজে সহায়তা করতে রাজি আছে। এবং সেই সহায়তা আমরা দিচ্ছি।

কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি বলতে চাই যে এইখানে আমাদের মাটির নীচের গ্যাস তোলবার জন্য সর্ব সম্মত প্রস্তাব আমরা কেন্দ্রির সরকারের কাছে পাঠাতে চাই যে তারা যেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে দিয়ে ও, এন, জি, সি,র মাধ্যমে গ্যাস তোলার ব্যবস্থা করেন। আরো ডীপ ড্রিলিং করে মাটির নীচে যদি তেলের ভাণ্ডার থেকে থাকে সেটাকে তোলবার ব্যবস্থা করুন। রাজ্যের স্বার্থে গোটা দেশের স্বার্থে। এবং ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৫০০০০-এর মত ছেলেমেয়ে এই ও, এন, জি, সি,র কাজের সাথে যুক্ত আছে। তাদেরও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। এবং আমাদের রাজ্যেরও যে বিরাট সংখ্যক বেকার রয়েছে তাদেরও কর্মসংস্থানের জন্য সেটা ভাবতে হবে। আমাদের রাজ্যের গ্যাসের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত কল কারখানা স্থাপনের জন্য প্রস্তাব এসেছে-এইখানে গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা, মিথানল প্রজেক্ট এইগুলি করবার জন্য-তিন তিনটা প্রস্তাব এসেছে। সেগুলি যদি হতে পারে তাহলে আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। এইদিকে চিন্তা করে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এই কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটির বিষয়বস্তু হলো—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে ত্রিপুরার শিল্পায়নের স্বার্থে আরও গ্যাস ও সম্ভাব্য তেল উত্তোলনের জন্য নূতন নূতন এলাকায় ড্রিলিং ও ডীপ ড্রিলিং করা হোক।"

(রিজলিউশানটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যদের সামনে একটি ঘোষণা—একটা রুলিং।

মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা গত ১৩-৩-৯৫ ইং তারিখে জানতে চেয়েছিলেন যে শ্রীমতী কার্তিক কন্যার রেফারেন্স নিয়ে যে উনি কতদিন অনুপস্থিত থাকতে পারেন—এই সম্পর্কে।

In this respect, I like to inform that according to clause (4) of Article 190 of the Constitution ef India, a Member may remain absent without permission from the sitting of the House for a period of sixty days, and

According to Rule 365 (1) of the Rules of Procedure & Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly the absent of Member shall have to apply to the Speaker for grant of leave for such absence not excceding 60 (sixty) days at one time.

এখানে ৬০ দিন শুধু মিটিং ডে'জ হবে—শনিবার বা রবিবার কাউন্ট হবে না। এইভাবে ৬০ ডে জে এর পরে দরখাস্ত করতে হবে। শ্রীমতি কার্তিক কন্যার অনুপস্থিতি ৬০ দিন এখনো হয়নি। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা যে প্রশ্ন তোলেছেন তা' ঠিক না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী): মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয় জানতে চেয়েছিলেন শ্রীমতি দিপালী বড়ুয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অব্ টি, ডি, আই, সি, উনার উপর আক্রমন হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা ছিল। আমি পুলিশের রিপোর্ট এনেছি—এইটা আমি লে করে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ ঠিক আছে। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক লে করা নোটিশটির কপি আপনারা নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন। ANNEXURE—'D'

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি ভোট দিচ্ছি।

(মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক সভায় অনুপস্থিত হওয়ায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অমল মল্লিকের উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি' ফলস্-থ্রো' বলে ঘোষনা করেন)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, আজ সপ্তম বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনের শেষ দিন। গত ১০ই মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯৫ইং তারিখ হইতে এই বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়েছিল। এক নাগাড়ে, এই বাজেট অধিবেশন দশ দিন চলছে। আমি এই সভা পরিচালনক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতিগুলো পুংখানুপুংখ ভাবে মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সৌহার্দমূলক সহযোগিতা পেয়েছি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় সরকারের কার্যপ্রণালীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো সভায়

তুলে ধরা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করা হল সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের মুখ্য ভূমিকা। এবারের অধিবেশনে বিরোধী দলের এবং ক্ষমতাসীন দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সভা চলাকালীন সময়ে যে সৌহার্দপূর্ণ এবং শৃংখলা পরায়নতা দৃস্টান্ত রেখেছেন তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি সর্বাসময় মাননীয় বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। বিভিন্ন সমস্যা সংকুল ত্রিপুরা-বাসীদের আবেদন, নিবেদন এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলো সুরাহাকল্পে আপনাদের সহযোগীতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সভার কার্য্য বিবরনীর বিষয়বস্তু তাঁদের সংবাদপত্রে সঠিকভাবে পরিবেশন করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনায় ক্ষেত্রে বিধানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসার কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা বিভাগের নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ যে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

ANNEXURE—'A'

Name of M. L. A. Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depertment be pleased to state :-

---

১) ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবৎসরে রাজ্য সরকার কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসের জন্য পাকা বাড়ী নির্মান করার কাজ হাতে নিয়েছেন এবং

২) এখন পর্য্যন্ত কয়টি ছাত্রাবাসের পাকা বাড়ী নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge :— Shri Anil Sarkar

১) ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র/ছাত্রী বাসের জন্য পাকা বাড়ী নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

স্কুলের নাম		আসন সংখ্যা
(ক) বোধজং হাঃ সেঃ স্কুল	—	১০০ আসন বিশিস্ট এস, সি বয়েজ।
(খ) বি, কে, ইনষ্টিট্যুয়েশান	—	৫০ আসন বিশিষ্ট এস, সি, বয়েজ।

স্কুলের নাম		আসন সংখ্যা
(গ) বেলকুমবাড়ী হাইস্কুল	—	১০০ আসন বিশিষ্ট এস, সি, বায়েজ।
(ঘ) ছৈলেংটা হাঃ সেঃ স্কুল	—	২০ আসন বিশিষ্ট এস, টি, বয়েজ।
(ঙ) কাঞ্চনপুর হাঃ সেঃ স্কুল	—	৫০ আসন বিশিষ্ট এস, টি, গার্লস।
(চ) জম্পুই হাঃ সেঃ স্কুল	—	৫০ আসন বিশিষ্ট এস, টি, গার্লস।

২) ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়া কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী বাসের পাকাবাড়ী নির্মানের কাজ এখন পর্যান্ত সম্পূর্ণ হয় নাই।

Admitted Staried Question No. 29

Name of member :—Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state,

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ১৯৯২-৯৩, ৯৩-৯৪ এবং ৯৪-৯৫ ইং অর্থ বছরে কয়টি জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনী করা হয়েছে এবং মোট কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে.	১৯৯২-৯৩, ৯৩-৯৪ এবং ৯৪-৯৫ ইং অর্থ বছরে মোট ১৫ টি জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনী করা হয়েছে এবং ১০০৯ টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।
২) কোন বিভাগে কয়টি কলোনী (নাম সহ) এবং কত জুমিয়া পরিবার (বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে)	২) বিভাগ ভিত্তিক কলোনীর নাম এবং পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।
৩) কি কি স্কীমে এই পুনর্বাসন দেওয়া হয় ?	৩) নিম্নলিখিত স্কীমে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় (ক) কৃষি, বাগিচা চাষ সহ পশু পালন প্রকল্প। (খ) কৃষি, বাগিচা চাষ সহ মৎস্য চাষ প্রকল্প। (গ) চা বাগিচা প্রকল্প।

সংযোজনী———'ক'

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	কলোনীর নাম ও সংখ্যা	জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	
১।	গণ্ডাছড়া	১) পূর্ব নাইমা	৬০	পরিবার
		২) দলপতি	৫০	,,
২।	ধর্মনগর	১) ইন্দুরাইল	৮০	,,
		২) কাচারী ছড়া	৫০	,,
৩।	কাঞ্চনপুর	১) তুইসামা	১০১	,,
		২) কাঞ্চনছড়া	১০০	,,
		৩) সারবায়াল	৫০	,,
৪।	কমলপুর	১) চানকাপ	৮০	,,
		২) সান্তরাই	৫০	,,
৫।	কৈলাশহর	১) জামতলীবাড়ী (মুক্তিছড়া কলোনী)	১০০	,,
৬।	লংতরাইভেলী	১) লালছড়া	৫০	,,
		২) লংতরাইভেলী	৫০	,,
৭।	উদয়পুর	১) ব্রহ্মছড়া	৬৭	,,
৮।	অমরপুর	১) তাতীয়াবাড়ী	৫০	,,
৯।	খোয়াই	১) রতনপুর	৫৭	,,
			১০০৯	পরিবার।

Admitted Starred Question No. – 58
Name of Member · Shri Umesh Chandra Nath

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য শান্তির বাজারে ডি, এফ ও দীর্ঘদিন যাবৎ ষ্টেশনে অনুপস্থিত ?

২) যদি সত্য হয় তবে কি ডি এফ ও এর অনুপস্থিতে কাজ কর্মের যে দুর্ভোগ চলছে তাহা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of Forest Department—Shri Faizur Rahaman.

১) ১ম প্রশ্নের উত্তর :— ইহা সত্য নহে।

২) ২য় প্রশ্নের উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—67
Name of M.L.A.—Shri Umesh Chandra Nath

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :--

১) ইহা কি সত্য কদমতলায় নূতন একটি ফরেষ্ট অফিস হবে ?

২) যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in charge of Forest Department—Shri Faizur Rahaman

১) কদমতলায় সম্প্রতি একটি ফরেষ্ট অফিস হয়েছে।

২) ঐ অফিসের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে।

Admitted Starred Question No. 78

Name of Member :—Shri Debabrata Koloy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased be State.

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকারী চাকুরীতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত টি, সি, এস, অফিসারদের সংরক্ষণের নিয়ম মানা হয় কিনা ?	১) হ্যাঁ।
২) যদি সংরক্ষণের নিয়ম মানা না হয় তবে তার কারন কি ? এবং	২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) উক্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার জন্য বর্তমান সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?	৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 131

Name of M.L.A. Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "SPORTS & YOUTH PROGRAMME' Department be pleased to state—

QUESTION

১। ১৯৯৩ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৪ ইং সালের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্য থেকে কতজন খেলোয়াড় রাজ্যের বাইরে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ?

২। দক্ষ খেলোয়াড়দের মাসিক বা বাৎসরিক ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

ANSWER

১। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে ৯৪ সালের ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮০০ জন খেলোয়াড় রাজ্যের বাইরে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২। না।

Admitted Starred Question No. 194

Name of M.L.A,—Shri Bhudeb Bhattacherjee

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যে যে সমস্ত Grant Aided High ও Higher Secondary Class XII স্কুল আছে এগুলির অধিকাংশই সংস্কার এর অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই স্কুলগুলি সংস্কারের জন্য সরকারের

কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

২। থাকলে চলতি আর্থিক বৎসরে তাহা কার্যকরী হবে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI ANIL SARKAR

১। হ্যাঁ, সরকারের পরিকল্পনা আছে।

২। চলতি আর্থিক বৎসরে ১৬ (ষোলটি) স্কুলকে বিদ্যালয়গৃহ সংস্কারের জন্য মোট ষোল লক্ষ ত্রিশ হাজার দুইশত আটাশ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No- 199

Name of Member—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১) সারা রাজ্যে জুমচাষের উপর নির্ভরশীল এমন উপজাতি পরিবারের সংখ্যা কত ?	১) রাজ্যে জুমচাষের উপর নির্ভরশীল উপজাতি পরিবারের সংখ্যা হল ৫৫ হাজার ৪৯টি পরিবার।

Admitted Starred Question No. 203

Name of Member--Shri Ratimohan Jamatia

প্রশ্ন ১। সৌর শক্তির মাধ্যমে কয়টি গ্রাম বা পাড়াকে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর : সৌর শক্তির মাধ্যমে এ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ১০৩টি গ্রাম/পাড়াকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

গ্রাম/পাড়া গুলির তালিকা সঙ্গে দেয়া হল।

প্রশ্ন ২। চলতি আর্থিক বছরে সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন করার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর : চলতি '৯৪-'৯৫ আর্থিক বছরে আরো ২৫টি গ্রাম বা পাড়ায় সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের লক্ষ্য মাত্রা স্থির আছে।

LIST OF THE SOLAR P. V. INSTALLATION IN WEST DISTRICT

Sl. No.	Name of location	Category	Street Light	Domestic light	Community light	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Herma Village Bishalgarh Block	S.T.	2	6		8
2.	Dharistal, Bishalgarh Block	S.T.		2		2
3.	Jeygobinda Para, Jirania Block	S.T	5		2	7
4.	Rukum Para' Teliamura Block	S.T.	4	26		30
5.	Birbandhugram, Bishalgarh Block	Gen.		3		3
6.	Janmajoynagar, Jirania Block	S.T.		4		4
7.	Barman Colony, Teliamura Block	Gen.	3	2		5
8,	Kuch Colony, Teliamura Block	S.T.	3	2		5
9.	Konaban, Bishalgarh	Gen.			2	2
10.	M. C. Tilla Mohanpur Block	S.C.		1		1
11.	Margaj. Bishalgarh Block	S.T.			2	2
12.	Sarat Chowdhury para, Mohanpur Block	S.T.	5	16	4	25
13.	Malabati para Mohanpur Block	S.T.			1	1
14,	Pathaliaghat, Bishalgarh Block	S.T.			3	3

1	2	3	4	5	6	7
15.	Barjala, Mohanpur Block	Gen.			1	1
16.	Kamalasagar, Bishalgarh Block	Gen.			1	1
17.	Balugang, Mohanpur Block	S.T.			1	1
18,	Chebri, Teliamura Block	Gen.			1	1
19.	Siphahipara. Mohanpur Block	S.T.		1		1
20.	Fatik Cherra, Mohanpur Block	S,C,		4		4
21.	Fultali, Bishalgarh Block	S.C.	1	2		3
22.	Behaham Reang para. Teliamura Block	S,T.	3		1	4
23.	Kholdengbari, Teliamura Block	S.T.	3		1	4
24.	Kakracherra, Teliamura Block	S.T.	1	4		5
25.	Tucihindrai, Teliamura Block, Howaibari	S. C,	1		1	2
26,	Balubandh, Mohanpur Block	S.T.	1		2	3
27.	Garurbandh, Melagarh Block	S.C,			1	1
28.	East Champamura, Bishalgarh Block	Gen.		1		1
29.	Hirapur, Bishalgar Block	S.T.	6	14	3	23
30.	Sukanta palli Mohanpur Block	S.C.			1	1

1	2	3	4	5	6	7
31,	Guliralbari, Bishalgarh Block	S.T.			1	1
32.	Kanchanmala Colony Bishalgarh Block	S.C.			1	1
33.	Harimangal para. Bishalgarh Block	S.T.			1	1
34.	Talerban, Bishalgarh Block	S.C.			1	1
35.	Jugal Kishornagar Colony, Bishalgarh Block	S.C.			1	1
36.	Mandai Colony, Jirania Block	S.T.	1	4	1	6
37.	Sinai Kami Colony Baramura Jirania Block	S.T.	1		3	4
38.	Kuki Colony, Teliamura Block	S,T.		3	1	4
39.	Jarulbachai, Baganbari, Bishalgarh Block	S.C.	1	2		3
40.	Tuichakma, Howaibari, Teliamura Block	S.T,		4		4

LIST OF THE SOLAR P.V. INSTALLATION IN SOUTH DISTRCT

Sl. No.	Name of location	Category	Street Light	Domestic light	Community light	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dhuptali, Mathabari Block Udaipur	S,T,	2		3	5

1	2	3	4	5	6	7
2	Sibpur, Bagafa Block Belonia	S,T,		8		8
3.	Gangrai, Matarbari Block Udaipur	S,T,	2	30		32
4.	Chapiabari, Damburnagar Amarpur	S,T,		16		16
5.	Daluma, Damburnagar Block Amarpur	S,T,			1	1
6.	Indra Kumar Para Ghorakhappa Gaon Panchayat, Udaipur	S,T.			1	1
7.	Dasaram Khamar Para Bagachattal, Sabroom	S T,			1	1
8.	East Daluma, Amarpur	S,T,			1	1
9.	Jamatia Para, East Kupilong, Udaipur	S'T,	2		2	3
10.	Malsom Para, East Kupilong Udaipur	ST			1	1
11.	Rajaram Para, Rajnagar Block Belonia	ST			1 1	1 1
12.	Vijoynagar Village Sabroom	SC			1	1

1	2	3	4	5	6	7
13,	Mani Kumar Para, Satchand Block, Sabroom	SF	2		1	3
14,	Narikel Bagan, Dumburnagar Block Amarpur	ST	4	8		12

SOLAR P. V. INSTALLATION IN NORTH TRIPURA DISTRICT

Sl. No.	Name of location	Category	Street Light	Domestic light	Community light	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vanmung, Kanchanpur Block	S.T.	2	6	4	12
2.	Wimbok, Kanchanpur Block	S.T.	1	2	0	3
3.	Bolianchip, Kanchanpur Block	S.T.	1	3	0	4
4.	Langlarai, Salema Block	S.T	0	4	1	4
5.	Phuldangsoi, Kanchanpur Block	S.T.	15	28	0	43
6.	Tlangsang. Kanchanpur Block	S.T.	5	4	0	9
7.	Laldinga Bari, Chowmanu Block	S,T.	2	3	0	5
8,	Manchaoung, Kanchanpur Block	S,T.	1	2	0	3
9.	Sabual Village Kanchanpur block	S.T.	6	1	0	15
10.	Vaisam, Kanchanpur Block	S.T.	1	2	0	3

1	2	3	4	5	6	7
11.	Halambasti, Kumarghat Block	S.T.	6	2	0	8
12.	Banglabari, Kanchanpur Block	S.T.	2	3	0	5
13.	Kanpui – I Kanchanpur Block	S.T.	6	55	0	61
14,	Tiasung. Kanchanpur Block	S T.	0	3	0	3
15.	South Kangrai, Kanchanpur Block	S.T.	2	3	0	5
16.	North Kangrai, Kanchanpur Block	S.T.	2	3	0	5
17.	Ganganagar, Salema Block	S,T.	8	3	0	11
18,	Dasda, Kanchanpur Block	S,T.	2	4	0	6
19.	Kanchancherra, Kanchanpur Block	S.T,	1	2	0	3
20.	Vidyanagar, Kanchanpur Block	S.T.	1	3	0	4
21.	Pravarampara, Kanchanpur Block	S.T.	4	1	0	5
22.	Kalaigiri, Kumarghat Block	S.T,	4	2	0	6
23.	Chandrapur, Panisagar Block	S.T.	1	6	0	1
24.	Bhagalian Tilla, Kumarghat Block	S.T,	2	3	0	5
25.	Vandarima, Kanchanpur Block	S.T.	3	3	0	6
26,	Kalenpur, Kanchanpur Block	S.T.	2	2	0	4

1	2	3	4	5	6	7
27.	Govindabari, Chowmanu Block	S,T.	3	2	0	5
28.	Thalcherra, Chowmanu Block	S.T.	1	1	0	2
29-	Kanpui-II (Reang Vill) Kanchanpur Block	S,T,	12	76	3	91
30.	Tuikrai—I (Reang Vill)	S.T.	3	0	1	4
31,	Kaishgaram Para, Panisagar Block	S,T,	5	0	20	25
32.	Khantlang, Kanchanpur Block	S.T,	6	49	0	58
33.	Ultacherra, Kumarghat Block	S.T.	1	3	0	4
34.	South Phuldansei, Kanchanpur Block	S,T.	8	40	0	48
35.	Halenpur, Kanchanpur Block	S.T.	0	2	0	2
36.	Jamirecherra, Chowmanu Block	S.T.	4	3	0	7
37.	Thumcharrai, Panisagar Block	S.T.	3	0	1	4
38.	Dewracherra, Kumarghat Block	S.T.	3	0	1	4
39.	Marrak Colony Kumarghat Block	S.T.	3	0	1	4
40.	Tuisama, Kanchanpur Block	S.T.	1	7	0	8
41.	Shibbari, Kumarghat Block	Gen.	2	0	2	4
42.	Madhya Srinathpur Kumarghat Block	Gen.	2	0	2	4

1	2	3	4	5	6	7
43.	Telangbari, Kumarghat Block	S.T.	3	0	3	6
44.	West Srinathpur, Kumarghat Block	S,T.	0	0	3	3
45,	Telangabari, Kumarghat Block	S.T.	3	0	4	7
46.	East Srinathpur, Kumarghat Block	G n,	2	0	2	4
47.	West Manchli Reang Kumarghat Block	S.T.	6	0	5	11
48.	katatilla village Kumarghat Block	S,T.	3	1	0	4
49,	Phuldangsi Reang, kanchanpur Block	S,T.	1	23	0	24

Admitted Starred Question No. 207

Name of M.L.A,—Shri Amitabha Datta

Subject :—Sanction of fund under the Operation Blackboard.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state.

১। Operation Black Board-এ ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বছরে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের জন্য কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

২। বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় গুলিতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ; এবং

৩। কোন কোন বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ে মঞ্জুরীকৃত অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI ANIL SARKAR

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার Operation Black Board Scheme-এ ৫টি ব্লকের পঠন পাঠন সামগ্রী বাবদ মোট আটচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার (৪৮,৭০,০০০) টাকা মঞ্জুর

করে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছর কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত খাতে কোন টাকা মঞ্জুর করেন নাই।

ছামনু ব্লক — ১৩, ৯০, ০০০ — তেরো লক্ষ নব্বই হাজার।
মোহনপুর ব্লক — ৮, ৫০, ০০০ — আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।
অমরপুর ব্লক — ১২, ০০, ০০০ — বারো লক্ষ।
ডুম্বুরনগর ব্লক — ৪, ৪০, ০০০ — চার লক্ষ চল্লিশ হাজার।
রাজনগর ব্লক — ৯, ৯০, ০০০ — নয় লক্ষ নব্বই হাজার।

মোট — ৪৮, ৭০, ০০০ — আটচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার।

২। বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় গুলিতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও Operation Black Board বাবদ মঞ্জুরী কৃত অর্থ বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় থেকে সরাসরি ব্যয় করা হয় না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 208

Name of M.L.A :—Sri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state,

১। ত্রিপুরার শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন করে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নূতন শিক্ষাবর্ষ চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

Minister-in-Charge ANSWER

১। এমন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ রাজ্য সরকারের নেই।

Admitted Starred Question No- 209

Name of M.L A—Shri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত আছে কিনা ;

Minister-in-charge Answer

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু করার ব্যাপার সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 216

Name of Member :– Shri Ashok Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state

প্রশ্ন	উত্তর
১। এ, ডি, সি, এলাকা পুনঃর্গঠনের অভিযান কল্পে, বর্তমানে এ, ডি, সি, এলাকা বহির্ভূত কতটা মৌজা এ, ডি, সি, এলাকাতে ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছে,	১। টু ম্যান কমিশনের রিপোর্টটি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।
২। পূর্বে এ, ডি, সি, এলাকার অধীন কতটা পূর্ণ মৌজা ও আংশিক মৌজা এ, ডি, সি, এলাকার বাহিরে যাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে,	২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ।
৩। এইরূপ আবেদনগুলি বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে ?	৩। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 228

Name of the Hon'ble Member :—Shri Makhanlal Chakraborty, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in-Charge Soeial Education Department Minister of Shri Jitendra Choudhury.

QUESTION	ANSWER
১। বর্তমানে রাজ্যের কোন্ কোন জেলায় কয়টি মূক ও বধির অন্ধ ও শারিরীক বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে এবং	১। বর্তমানে রাজ্যের মূক বধির ও শারীরিক বিকলাঙ্গদের জন্য কোন পুনর্বাসন কেন্দ্র নেই। তবে রাজ্যে মোট চারটি মূক, বধির ও দৃষ্টিহীনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

QUESTION	ANSWER
২। এই সব ক্ষেত্রে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?	২। ১৪২ জন।
৩। তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?	৩। তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 233

Name of the Member Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে এ, ডি, সি, এরিয়ার সীমানা পুনঃ নির্ধারণের কাজ কবে পর্যন্ত সম্পন্ন করা শেষ হবে এবং	১। ADC এরিয়ার সীমানা পুনর্নির্ধারণের রিপোর্টটি রাজ্য সরকারের পরীক্ষাধীন। কাজেই সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।
২। এ, ডি, সি, এরিয়ায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কবে পর্যন্ত করা হবে বলে আশা করা যায়।	২। এ, ডি, সি, এরিয়ায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের কোন প্রস্তাব এ, ডি, সি থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আসেনি।

Admitted Starred Question No. 234

Name of Member .—Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SC/OBC Welfare Department be pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যের কত শতাংশ লোক ও, বি, সি সম্প্রদায়ভুক্ত চিহ্নিত হয়েছেন।	১) ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোকদের জাতি ভিত্তিক জনগণনা না হলে কত শতাংশ লোক ও, বি, সি সম্প্রদায়ভুক্ত তা সঠিক ভাবে বলা যাবে না। তবে রাজ্যে ও, বি, সি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৬০ শতাংশ লোক ও, বি, সি সম্প্রদায়ের।

২) ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের সার্টিফিকেট সহ উন্নয়নমূলক কাজ ও সাংবিধানিক অধিকার অর্পন করার প্রশ্নে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?	২) আপাততঃ ৩৫টি ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্য সরকার সার্টিফিকেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া ও, বি, সি সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য আগামী ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No- 243

Name of M.L.A—Shri Amal Mallik and Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফি বাড়ানোর জন্য কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে কি না ?

২। যদি পাঠিয়ে থাকে তাহলে ঐ ব্যাপারে সরকারের মতামত পাওয়া গিয়েছে কিনা এবং

৩। কি পরিমাণ 'ফি' বাড়ানোর সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিয়েছে ?

Minister-in-charge Answer

১। হাঁ

২। এ ব্যাপারে সরকারের মতামত বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩। 'ফি' বৃদ্ধির ব্যাপারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এখনও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি।

Admitted Starred Question No. 258

Name of M.L.A :—Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state,

১ ইহা কি সত্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন অফিসারের পর পর দুইবার Extension দেওয়া হয়েছে ?

এবং

২। হয়ে থাকলে এর জন্য রাজ্য সরকারের কোন অনুমোদন নিতে হয়েছে কিনা ?

Minister-in-Charge ANSWER

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের Service Rule অনুযায়ী একজন অফিসারকে দুই বৎসর Extension দেওয়া হয়েছে (এক বৎসর ও এক বৎসর করে) ।

২। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের Service Rule অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না ।

Admitted Starred Question No. 271

Name of M.LA. :—Shri Sunil Kumar Ch'udhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে ডিগ্রী কলেজের জন্য নতুন আবাস তৈরীর কাজ আগামী আর্থিক বর্ষে আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। না থাকিলে তৈরী করার বিষয়টি কবে নাগাদ বিবেচনা করা হবে ?

Minister-in charge Answer

১। হ্যাঁ ।

২। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. :—273

Name of Member :—Sri Pabitra Kar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of SC/OBC Welfare Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকার ও. বি, সি অংশের জনগনের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ।	১) রাজ্যে বসবাসরত ও, বি, সি ভুক্ত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বিষয়ক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহন করেছেন ।
২) রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও, বি, সি সঠিক সংখ্যা নীরূপনে জনগননার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	২) হ্যাঁ ।
৩। থাকলে কবে নাগাদ হবে ?	৩) যতশীঘ্র সম্ভব ও, বি, সি জনগননার কাজ হাতে নেওয়া হবে ।

Admitted Starred Question No, 277

Name of Member :—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state,

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে টি, এস, ডি'র সঙ্গে চুক্তি সাপেক্ষে রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে ৫০ টি আসন বিশিষ্ট ২ টি বোর্ডিং হাউস খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন ?	১) হ্যাঁ। ইহা সত্য।
২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং কোথায় কোথায়.	২) আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে উক্ত বোর্ডিং হাউস গুলি খোলা যাবে বলে আশা করা যায়। বোর্ডিং হাউস দুটি লংতরাইভেলী মহকুমার ছৈলেংটা হাইস্কুলের এবং ধর্মনগর মহকুমায় দামছড়া হাইস্কুলের ছাত্রীদের জন্য নির্মিত হবে।

Admitted Starred Question No. 293

Name of Member :—Shri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SC/OBC Welfare Department be pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার ৪৫ টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, এবং এর মধ্যে ৩৭ টিকে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন।	১) না, ইহা সত্য নহে। রাজ্য সরকার ৪০ টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি হিসাবে চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরন করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫টি সম্প্রদায়কে অনুমোদন করেন।

প্রশ্ন	উত্তর
২। সত্য হলে, বাকী ৭ টি সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়ার কারন কি, এবং	২) রাজ্য সরকার বাকী ৮ টি সম্প্রদায়ের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩) উক্ত ৭টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ?	৩) হ্যাঁ, বাকী ৮ টি সম্প্রদায়কে স্বীকৃতির জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন এবং এর উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 295

Name of Member—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১) এ, ডি, সি, এরিয়া ডিলিমিটেশন এর ব্যাপারে ডিলিমিটেশন কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট দিয়েছে কিনা, এবং	১) দিয়েছে।
২) এ, ডি, সি, সীমানা পুনঃনির্দ্ধারনের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন করা হবে।	২) এ, ডি, সি, এরিয়া পুনঃনির্দ্ধারনের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন করা হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 300

Name of the Hon'ble Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in Charge Social Education Department Shri Jitendra Choudhury.

QUESTION	ANSWER
১। রাজ্যে নোটিফায়েড এবং পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত অনাথ আশ্রমের সংখ্যা কত এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত অনাথ আশ্রমের সংখ্যা কত ?	১। রাজ্যে নোটিফায়েড এবং পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত অনাথ আশ্রমের সংখ্যা মোট ১১ (এগার) টি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত অনাথ আশ্রমের সংখ্যা ৪ (চার) টি।
২। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে উক্ত আশ্রমগুলির জন্য কত টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।	২। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে মং ৪,৮০,৭৮২ (চার লক্ষ আশি হাজার সাতশ বিরাশি) টাকা এবং ১৯৯৪ ৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে মং ১৯,৭৫,৯৭৩ টাকা উক্ত আশ্রম গুলির জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—301

Name of the Hon'ble Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister in charge Social Education Department Minister of Shri Jitendra Chowdhury.

Question	Answer
১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যের অনাথ আশ্রমগুলির উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে আছে কিনা ?	১। হ্যাঁ।

QUESTION	ANSWER
২। যদি থাকে তবে কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, বলে আশা করা যায় ?	২। অনাথ আশ্রমগুলির উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য মাথা পিছু ১০ (দশ) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ (পনের) টাকা করার পরিকল্পনা আছে, তাছাড়াও আবাসিকদের শিক্ষাতে সমাজ সুষ্ঠভাবে বসবাসের জন্য সরকার বিভিন্নভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন।

Admitted Starred Question No. 305*

Name of M.L.A,—Shri Madhab Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state.

১। বর্তমানে রাজ্যের স্কুল ও কলেজগুলিতে L.T.G Stipend পাওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের বাৎসরিক আয়ের ঊর্দ্ধসীমা কত ?

২। এই বাৎসরিক আয়ের ঊর্দ্ধসীমার পরিমান বাড়াবার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, এবং

৩। পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister-in-Charge Answer Sri Anil Sarkar

১। L. T. G Stipend পাওয়ার ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয়ের ঊর্দ্ধসীমা ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা

২। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

৩। বিষয়টি বিবেচনাধীন, তাই সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. :—313

Name of member :—Sri Pabitra Kar

প্রশ্ন

Will be Hon'ble Minister-in.charge of the Forest Department be pleased to state.

১) ত্রিপুরায় প্রতি বছর কত পরিমান রাবার উৎপন্ন হয় ?

২) তার মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করপোরেশন কত উৎপাদন করে ? এবং

৩) বেসরকারী সংস্থিরা কত উৎপাদন করে ?

উত্তর

Minister-in-charge of Forest Department—Shri Faizur Rahaman.

প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর :— ত্রিপুরায় রাবার উৎপাদন সব বছরে সমান হারে হয় নাই। তবে ১৯৯৪ ইং সনে মোট ২, ৮৫৭,৩৪ মেট্রিকটন রাবার উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের উত্তর : — তার মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত নিম্নলিখিত কর্পোরেশনে মোট ১৪৮২.৩৪ মেট্রিকটন রাবার উৎপন্ন হয়।

১) টি. এফ, ডি, পি, সি ১৪৫৫ মেঃ টন।

২) টি, আর, পি, সি ২৭.৩৪ মেঃ টন।

প্রশ্নের তৃতীয়াংশের উত্তর :— ১৯৯৪ ইং সনে বেসরকারী মালিকরা ১৩৭৫ মেট্রিকটন রাবার উৎপন্ন করে।

Admitted Starred Question No.—324

Name of M.L.A. :—Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble-in-charge of the Education Department be pleased to state,

১) রাজ্যে কতগুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে ?

২) যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সে সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

Mintster—in—charge Answer

১) রাজ্যে মোট ৬৩টি— উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে।

২) বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজনের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No.—341

Name of Member—Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ন্যূনতম মজুরী হার বৃদ্ধির আওতায় সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ন্যূনতম মজুরীর আওতায় যে সমস্ত Schedule Employment আছে সাধারনত এই বছর অথবা ৫০ পয়েন্ট সি, পি আই সংবৃদ্ধির পরই, সরকার পুনরায় নির্ধারনের ব্যবস্থা নেন এবং উহা প্রতিনিয়তই করা হচ্ছে।

২। কিছু কিছু Schedule of Employment-এ খুব শীঘ্রই পুনর্বধিত মজুরী কার্যাকর হবে।

Admitted Starred Question No.—354

Name of Member—Shri Dipak Nag (Shri Arun Bhowmik)

Will the Hon'ble Minister in charge of the SC/OBC Welfare Department be pleased to state.

QUESTION	ANSWER
১) মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই রাজ্যে ও, বি, সি, বেকারদের জন্য সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষন করা হয়েছে কিনা ?	১) না। এখন পর্যন্ত এ রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে ও, বি, সিদের জন্য কোনও সংরক্ষন চালু করা হয়নি।
২) হয়ে থাকলে শতকরা হিসাবে তাহা কত এবং	২) প্রশ্ন উঠেনা।
৩) না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ করা হবে	৩) ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে তপশীলি জাতি, উপজাতি, শারীরিকভাবে অক্ষম একস্ সার্ভিসম্যান দের জন্য ৫১ ভাগ অর্থাৎ ৫০ ভাগের বেশী সংরক্ষন থাকায় ও, বি, সিদের জন্য আর সংরক্ষনের সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না।

Admitted Started Question No. 363

Name of M.L.A.—Sri Madhab Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি থেকে এখন পর্য্যন্ত মোট কতজন শিক্ষক বদলী করা হয়েছে এবং

২। ঐ সব স্কুল গুলিতে পুনরায় শিক্ষক দেওয়ার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE: SHRI ANIL SARKAR

১। এপ্রিল '৯৩ ইং থেকে এ পর্যন্ত ২৩৯ জন।

২। ঐ সমস্ত স্কুলে ইতিমধ্যেই ১৪৮ জন শিক্ষক পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 366

Name of M L A.—Sri Madhab Chandra Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth Programme Department be pleased to state.

Question

১। রাজ্যের কতটি প্লেসেন্টারে খেলাধূলার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, এবং সেন্টারগুলিতে খেলার সরঞ্জাম দেওয়ার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

১। রাজ্যের কুড়িটি প্লেসেন্টারে খেলাধূলার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। উক্ত সেন্টারগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, এবং এ্যাথেলেটিক্সের খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.—402

Name of Member—Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরাতে বন্য হাতী আছে ?

২) যদি থাকে তার সংখ্যা কত ?

৩) বন্য হাতীগুলি বিভিন্ন এলাকাতে কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে ?

৪) ইহা কি সত্য আঠারোমুড়া এলাকা বন্য হাতীর দ্বারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। ১৯৮৯ সনের আদমসুমারী (সেনসাস) অনুসারে ত্রিপুরায় বন্য হাতীর সংখ্যা ছিল ১৮৪।

৩। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯১ সন হইতে ১৯৯৪ সন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকাতে বন্য হাতী নিম্ন পরিমান ক্ষতিসাধন করেছে—

সন	ক্ষতির প্রকার	এলাকা	ক্ষতির পরিমান
১৯৯১	ক) জুমফসল	মুন্সিয়াবাড়ী (আঠারোমুড়া এলাকা)	১২ পরিবারের আনুমানিক ১২ একর জুম আংশিক ক্ষতি
১৯৯২	ক) জুমফসল	জিয়লছড়া, কমলছড়া, রাইপাশা ও ধমছড়া (আঠারোমুড়া এলাকা)	আনুমানিক ৫০ একর জমি আংশিক ক্ষতি।
	খ) ফলবাগান	মনসরাইপাড়া – গণ্ডাছড়া (আঠারোমুড়া এলাকা)	৩৩ পরিবারের আনুমানিক ১০ একর ফলবাগান আংশিক ক্ষতি।
	গ) টেলিফোন খুটি ও পেট্রোল বহনকারী ট্রাকগাড়ী	মগতরাইবাড়ী হইতে ৪২ মাইল আসাম আগরতলা রাস্তা (আঠারোমুড়া এলাকা)	টেলিফোন খুটি ও ট্রাক এর ক্ষতি
১৯৯৩	ক) জুমফসল ও ধানজমি	গান্ধারী দক্ষিণ মহারানী ও ডাকমুড়া (বড়মুড়া দেবতামুড়া এলাকা)	আনুমানিক ৬ একর জুম ও তিনকানি ধানজমি ক্ষতি
১৯৯৪	ক) জুমফসল	থাটিরাইপাড়া, অভিরামপাড়া ও মাসুরাইপাড়া (আঠারোমুড়া এলাকা)	আনুমানিক ১৬ একর আংশিক ক্ষতি
	খ) কলাবাগান	কাকড়াছড়া ও সোনাছড়া (আঠারোমুড়া এলাকা)	আনুমানিক ২ একর আংশিক ক্ষতি
	গ) জীবহানী	সিমসিমাছড়া (বড়মুড়া দেবতামুড়া এলাকা)	—
	ঘ) ঘর ভাঙিয়া ক্ষতি	কালাছড়ি, জহরনগর ও লালছড়ি (লংতরাই এলাকা)	৩টি আলাদা আলাদা ঘটনার ক্ষতির বিসদ পরিমান জানা নাই

৪। ইহা সত্য।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 403

Name of Member—Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা থেকে কিছু উপজাতি পরিবার রাজ্যান্তরী হচ্ছে ?	১)
২) যদি সত্য হয় তবে তার সংখ্যা কত , এবং	২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ।
৩) তাহারা কোন কোন রাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে ?	৩)

Admitted Starred Question No. 422

Name of M.L.A—Shri Dilip Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি কিছু কিছু কলেজে পার্ট টাইম লেকচারার নিয়োগ করা হয়েছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশনে এম, এ, বি, এ, অনার্স চাওয়া হলেও শুধু মাত্র এম, এ, পাশ কতিপয় বেকার কে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে ?

৩। এতে কি এম. এ, বি, এ, অনার্স বেকারদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরন করা হয় নি ?

৪। যদি হয়ে থাকে তা হলে দপ্তর এই ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন কিনা ?

৫। সেই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র এম, এ, পাশ হিসাবে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের নিয়োগ বাতিল করা হবে কি না ?

Minister-in-charge | Answer | Sri Anil Sarkar

১। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষক হিসাবে কাউকে নিয়োগপত্র দেয় নাই . বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে interview ক্রমে নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকা ও রা

দেওয়ার শর্তাবলী লিখিত ভাবে পাঠিয়ে দিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ উক্ত তালিকা থেকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে প্রার্থীদের মেধাস্থ (Merit-position অনুযায়ী ক্লাশ নেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছে।

২। কোন কোন বিষয়ে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে M,A, ও Hons যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী না পাওয়ায়ে শুধু মাত্র M,A, পাশ শিক্ষিত বেকারদের ও ক্লাশ নেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে।

৩। কোন বিষয়ে এম, এ, ও অনার্স ডিগ্রীধারী কোন বেকারকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র এম এ, পাশ বেকারকে তালিকাভুক্ত করা হয় নি। অতএব এম, এ, ও অনার্স ডিগ্রীধারী বেকারদের প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য মূলক আচরন করা হয়নি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No, 425

Name of Member :—Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে এস, টি, করপোরেশন থেকে কোন বিভাগে কতটি জীপ গাড়ী, মিনিবাস ও অটো:-রিক্সা ও পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছিল, (তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বর্ষে এস,টি কর্পোরেশন থেকে খোয়াই মহকুমায় ২ টি অটোরিক্সা ৭টি পাওয়ার টিলার, সদর মহকুমার ৪টি অটোরিক্সা ২টি পাওয়ার টিলার, ২টি জীপ,+ অমরপুর মহকুমার ১ টি অটোরিক্সা,+ কাঞ্চনপুর মহকুমার ৪ টি অটোরিক্সা,+ধর্মনগর মহকুমার ১ টি অটোরিক্সা,+ কমলপুর মহকুমার ১টি অটোরিক্সা,+ সাব্রুম মহকুমায় ১টি জীপ+ মোট ১৩ টি অটোরিক্সা এবং ৬ টি পাওয়ার টিলার ও ৩টি জীপগাড়ী দেওয়া হয়েছে। মিনিবাস দেওয়া হয় নাই।

২। ১৯৯৪ ৯৫ ইং অর্থ বৎসরে জীপ, বাস, অটোরিক্সা, পাওয়ার টিলার কর্পোরেশন থেকে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছে কি না ?	২। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে এস, টি করপোরেশন থেকে ৭টি জীপ ১৫ টি অটোরিক্সা এবং ৩০টি পাওয়ার টিলার ইত্যাদি নেয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No.—427

Name of the Hon'ble Member : —Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister in charge Social Education Department Minister of Shri Jitendra Chowdhury.

Question	Answer
১। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃদ্ধ ও অন্যান্য ভাতা পঁচাত্তর টাকা থেকে বৃদ্ধি করে একশত টাকা দেওয়া হবে বলে যে সরকারী বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা কবে থেকে কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?	১। ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বৎসর থেকে বৃদ্ধিও অন্যান্য ভাতার হার ৭৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা করার পরিকল্পনা। সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 437

Name of M.L.A,—Shri Ashok Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state.

১। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মান কাজ শেষ হওয়ার পরেও কি কারনে ঐ নতুন নির্মিত ছাত্রাবাসে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় নাই, এবং

২। বর্তমানে ছাত্ররা কোথায় বাস করিতেছে ?

Minister-in-Charge Answer Sri Anil Sarkar

১। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ছাত্রাবাসটিতে বিদ্যুতিকরণ, জল সরবরাহ, পায়খানা, প্রস্রাবখানা ইত্যাদির নির্মান কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা যায় নাই।

২। বর্তমানে ছাত্রেরা বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি Vacant কোয়ার্টারে বাস করিতেছে ।

Admitted Starred Question No.—175

Name of M.L.A. :—Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "SPORTS & YOUTH PROGRAMME" Department be pleased to state,

QUESTION

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে লন টেনিস খেলা উপেক্ষিত হয়ে আছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই খেলার উন্নয়নের জন্য লন্ টেনিস কোর্ট নির্মানের ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

ANSWER

১। এই ব্যাপারে কোন তথ্য সরকারের জানা নেই।

২। এখন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. :—479

Asked by :— Sri Hasmoti Reang, M.L.A

প্রশ্নঃ ১ঃ— ইহা কি সত্য যে, বিগত ১০ বৎসর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার ফলে আদিম উপজাতি জনগোষ্ঠীর জুমিয়াদের পি, জি, পি'র মাধ্যমে জুমিয়া পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছিল ও তাদের ফ্রি, পাট্টা দেওয়ার পরিকল্পনা ও ছিল।

উত্তরঃ— হ্যাঁ সত্য।

প্রশ্ন ২ঃ— ইহা কি সত্য গত ৫ বৎসর জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালে উপরোক্ত জুমিয়াদের ফ্রি, পাট্টা দেওয়া হয়নি ?

উত্তর :— হ্যাঁ সত্য।

প্রশ্ন ৩ :— ত্রয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ট্রি, পাট্টা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর :— সংশোধিত বন আইনের জটিলতার কারনে ট্রি পাট্টা মালিক অংশীদারী বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পি, জি, পি জুমিয়াদের কে অধিকার দেওয়া পরিকল্পনা সরকারের আছে।

প্রশ্ন ৪ :— যদি পরিকল্পনা না থাকে তার কারন।

উত্তর :— প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 483

Name of M.LA. :—Shri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১। Reguler Assitt Teacher/Professor গণ যত টাকা হারে বেতন পান, (আলাদা হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন Institution Part-time Assitt Lecturer বা তাদের প্রতিটি Lecture এর জন্য ৩০.০০ (ত্রিশ টাকা) করে পান ?

৩। ইহা ও কি সত্য যে Teacher বা প্রতিটি Lecture এর জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা করে পান)

৪। যদি সত্য হয় তবে Assitt Lecturer ও Teacher দের ক্ষেত্রে এই বৈশম্যের কারন কি ?

Minister-in-charge Answer Sri Anil Sarkar

১। Regular Assitt Professor বা তাদের চাকুরীর দৈর্ঘ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ৬ টি বেতন ক্রম অনুযায়ী মাসিক বেতন পেয়ে থাকেন :—

(ক) ২,২০০-৪০০০ টাকা (যাদের চাকুরীর মেয়াদ এখনও ৮ বছর পূর্ণ হয়নি)

(খ) ৩০০০-৫০০০ টাকা (যাদের চাকুরীর মেয়াদ ৮ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৬ বছর পূর্ণ হয়নি)

(গ) ৩,৭০০-৫৭০০ টাকা (যাদের চাকুরীর মেয়াদ ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে).

নিয়মিত Assitt Teacher দের আংশিক সময়ের জন্য (Part time Teacher হিসাবে) ক্লাস নিতে দেয়া হলে লেকচার প্রতি ৩০ টাকা হারে দেয়া হয় এবং তাদের ক্লাশের সর্বোচ্চ সীমা মাসিক ২৫ টি পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে। তারা তাদের মাসিক বেতন স্কুল থেকে নিম্নলিখিত হারে পেয়ে থাকেন।

১৪৫০—৩,৭১০ টাকা ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকেরা বা যে সমস্ত শিক্ষকেরা সাত বছর চাকুরী করেছেন তারা ১,৭০০—৩,৯৮০ টাকা বেতন ক্রম অনুযায়ী বেতন পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয় বেতন ক্রমে ১০ (দশ) বছর চাকুরীর মেয়াদ পুর্ণ হলে ২,০০০—৪,৪১০ টাকা বেতন ক্রম অনুযায়ী বেতন পেয়ে থাকেন।

২) কোন Institution-এ Part-time Assistant Lecture নামে কোন পদ নাই সুতরাং এ পদে কাজ করার বা বেতন পাওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

৩) না, সত্য নয়।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 45

Name of M.L.A :—Sri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state,

১। ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী মার্চ ও এপ্রিল, ১৯৯৫ ইং সনে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট কত? (বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব।)

২। উক্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রেগুলার ও এক্সটারন্যাল পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কত? (পৃথক পৃথক হিসাব।)

Minister-in-Charge ANSWER Sri Anil Sarkar

১। ক) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ১৯৯৫ = ১৪,৪০১ জন

খ) মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ১৯৯৫ = ৩৫,৫২৪ জন

বিদ্যালয় ভিত্তিক ১৯৯৫ ইং সনের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাননীয় বিধানসভার সদস্যগণের অবগতির জন্য পেশ করা গেল :—

২। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ১৯৯৫ ইং

ক) রেগুলার = ১৪,৯৭৬ জন

খ) এক্সটারন্যাল = ৩,২৬০ জন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ১৯৯৫ ইং

রেগুলার = ৭,৪৭৬ জন

এক্সটারন্যাল = ৬৫৬ জন

LIST OF H. S. (+2 Stage) Examination
Candidates 1995

SL No	Name of the School	Total No. of students
1.	Fatikray H S School	167
2.	Kanchanbari H. S. School	109
3.	Pabiacherra H. S. School	86
4.	Chai.engta H. S. School	59
5.	Madhab chandra H. S, School	21
6.	Manughat H. S. School	27
7.	Kailasahar Govt. Girls's H. S. School	146
8.	R. R. Institution	186
9.	R. K. S. P	129
10.	Dalugaon H. S. School	41
11.	Tillabazar H. S. School	25
12.	Vidyanagar H. S. School	38
13.	Dharmanagar Govt. Girl's H. S. School	201
14.	Padmapur H. S. School	132
15.	B. B. I	96
16.	D. N. Vidyamandir	144
17.	Bilthai H. S. School	131
18.	Kadamtala H. S. School	165
19.	Pocharthan H. S. School	33
20.	Kalancherra H. S. School	50
21.	Panisagar H. S. School	49
22.	Chandrapur Govt. H, S. School	61
23.	Krishanapur H. S. School	39
24.	Kanchanpur H. S. School	122
25.	Durgaram Reang para H. S, school	26
26.	Ledrai Dewan H. S. school	18

Sl No	Name of the school	Total No. of students
27	Kamalpur H, S, school	202
28	K. C, Girls	70
29	Hara chandra H. S	64
30	Halhali H S school	117
31	Marachera H S school	13
32	Kulai H S school	103
33	Salema H S school	41
34	Chandraipara H S school	56
35	Gandacherra H S school	32
36	Melagarh H S School	307
37	Nalchar H S school	80
38	Khaschowmohani H S school	40
39	Sabroom H S school	101
40	Brajendranagar H S school	37
41	Manu H. S. School	83
42	Chatakchari H. S. School	26
43	Gardhang H. S. School	18
44	Srinagar H. S. School	22
45	K. B, I	196
46	Ramesh H. S. School	185
47	Udaipur Girls' H.S School	230
48	Tripura Sundari H, S School	87
49	Shalgara H. S, School	93
50	Kakraban H. S School	157
51	Mirza H. S School	43
52	Chandrapur H. S School	103
53	South Bagma Samatalpara H, S School	89
54	Jamjuri H, S School	49
53	Gamaria H, S School	28
56	Garjee Bazar H. S School	23

(Questions & Answers)

Sl No	Name of the school	Total No, of students
57	Noabari H. S School	3
58	Amarpur H. S School	159
59	Amarpur Girls School	57
60	Nutanbazar H. S School	89
61	Ampinagar H, S School	51
62	Taidubari H. S School	12
63	Silachari H. S School	21
64	Karbook Panjiham H. S School	3
65	Teliamura H. S School	455
66	Ghilatali H. S School	44
67	Vivekanda H. S School	78
68	Kalyanpur H. S School	244
69	B, K. I	149
70	Belonia Girls' H. S School	79
71	Belonia Vidyapith	194
72	Barpathari H. S School	80
73	Bagafa Ashram H. School	39
74	Khowami Govt. Girls' H. S School	220
75	Khowai Govt. Girls' H, S School	119
76	Srinath Vidyaniketan	218
77	Chebri H, S, School	124
78	Behalabari H, S. School	19
79	Ratanpur H. S School	4
80	Birchandrapur H, School	17
81	N. C, I.	199
82	Sonamura Girls' H. School	42

Sl No	Name of the school	Total No of students
83	Kathalia H, S School	38
84	Boxonagar H. S Schhol	60
85	Kalamchowra H. S School	7
86	N. S Vidyaniketan	188
87	Sishu Bihar	112
88	Arundhutinagar H S school	208
89	Prachya Bharati	226
90	Mohanpur H S School	170
91	Kamalghat H S School	53
92	Ishanpur H S School	49
93	Taltala H S School	76
94	Gandhigram H S School	44
95	Anandanagar H S School	89
96	Jogendranagar H S School	84
97	Jampaijala H School	70
98	Champaknagar H S School	54
99	Sukhamay H S School	299
100	Barkathalia H S School	32
101	M T B Girls H School	265
102	Charipara H S School	70
103	B K Girls	157
104	Bardowali H S School	309
105	U K Academy	226
106	Pragati Vidyabhavan	233
107	S D Vidyaniketan	39
108	Nandannagar H S School	32
109	Pallimangal H S School	187

SL No	Name of the School	Total No. of students
110	Ranirbazar Vidyamandir	198
111	Birendranagar H. S. School	224
112	Ranirgaon H. S. School	3
13	R. T. P. Girls	44
114	Reshambagan H. S. School	51
115	M. G. M. H. S. School	237
116	Abhoynagar H. S. School	79
117	B. J. Girls	115
118	Navagram H. S. School	17
119	Natannagar H. S. School	32
120	Madhupur H. S, School	66
121	Sekerkote H. S. School	113
122	Ishan Chandranagar Prargana H. S. School	140
123	Amtali H. S. School	31
124	Madhuban (D) H. S School	45
125	Sankaracharyya Vidyayatan	41
126	Banividyapith H. S. School	246
127	B. J. Boys	314
128	R. T. P. Boys	84
129	Bishramganj H, S. School	128
130	Ramnagar H. S. School	35
131	Charilam H. S. School	39
132	Sopoyjala H. S.	53
133	Bishalgarh H. S. school	179
134	Karaimura H. S, school	57
135	Office-Tilla H. S. School	118

LIST OF Madhyamik Examination Candidates 1995

Sl No	Name of the school	Total No. of students
1	Jampaijala H/S school	266
2	Takarjala High school	192
3	Srinagar Gabardi High School	102
4	St Jamris High School	25
5	Birendranagar H/S school	140
6	Mandaibazar H/S school	118
7	Tripura Lok Sikshyalay	142
8	Champaknagar H/S school	166
9	Janmejaynagat High School	67
10	Kananmura High School	129
11	Barajala Binapani High School	129
12	Kobrakhamar High School	136
13	Sanhati Vidyamandir	53
14	Radha mohanpur High school	47
15	Harijoy Chow. para High school	46
16	Kalinagar High school	14
17	Brajanagar High School	23
18	Teliamura H/S. School	291
19	Vivekananda H/S. School	143
20	Saradamoyee H/S. School	25
21	Tuichindraibari High School	123
22	Brahmacherra High School	67
23	Maharanipur High School	114
24	Parakalak High School	120
25	Maiganga Sukatna High School	52
26	Mungiabari High school	42
27	Teliamura Bazar High school	109

Sl No	Name of the school	Total No, of students
28	Moharcherra High School	125
29	Icharbill High School	64
30	Krishnapur High School	41
31	Hadrai Radhamadhab High School	39
32	Sardar Karkari High School	42
33	Kanchanpur Class XII School	205
34	Jampui Class XII School	50
35	Ledraidewan H/S School	80
36	Uttar Laljuri Joyasree High School	14
37	Ramgua C, P. High School	50
38	Laljuri High School	40
39	Santipur High School	13
40	Hmawanchuan High School	01
41	Sabwal High School	12
42	Gandacherra Class XII School	116
43	Khadacherra High School	02
44	Jagabandhupara High School	09
45	Kabiguru Rabindranath S. V.	17
46	Jolaibari H. S. School	92
47	Debdaru High School	47
48	Paschim Pilak High School	54
49	Abhangcherra High School	11
50	Jolaibari M. M. High School	76
51	Bagafa Asram H/S. School	75
52	Santirbazar H/S, School	91
53	West Bagafa H/S. School	58
54	Alloycherra H/S School	79

Sl No	Name of the school	Total No of students
55	Kaliprasad bari High School	15
56	Takmabir chandra High School	32
57	Nishi Kumar Murasing High School	31
58	Hrishyamuk H/S. School	76
59	Abhoynagar High School	30
60	Matai H/S. School	80
61	Krishnanagar High School	44
62	Gajaria High School	22
63	Madhabnagar High School	22
64	Samarendranagar High School	13
65	Chandraipara H. S.	160
66	Satyaram Chow. para High	25
67	Dulubari gate High	23
68	Bilthai H. S School	57
69	Pecharthal Class XII School	140
70	Panisagar H/S. School	114
71	Damcherra High	40
72	Padmabill High	101
73	Deocherra High	72
74	Jalabassa High	57
75	Tilthai Rupchand High	59
76	Akshaymoni Dhanicherra High	20
77	Rowa High School	24
78	Nabincherra High	02
79	Fatikroy H/S School	153
80	Pabiacherra Class XII School	233
81	Joyganti High	34
82	Darchai Christian High	28

Sl No	Name of the school	Total No, of students
83	Fatikroy Girls High	52
84	Sonaimoni High	53
85	Fatikcherra High	36
86	Krishnanagar D. M. High	25
87	Kumarghat Girls High	29
88	Kanchanbari H. S,	199
89	Kathalchra T. M. C High	26
90	Maslicherra High	55
91	Betcherra High	37
92	Ratacherra High	63
93	Karamcherra High	31
94	Masauli High	28
95	Dudpur High	43
96	Laljuri High	04
97	Holycross High	21
98	K. D. I,	236
99	Ramesh H/S,	136
100	Tripura Sundari H/S.	110
101	Udaipur Girls H/S.	233
102	Chandrapur H/S.	135
103	Harananda Girls	93
104	Gamaria High	71
105	Salgarah High	156
106	Pitra High	16
107	Noabari High	65
108	Garji H/S.	33
109	South Bagma Samatal para	88
110	Gakulpur Coloney	84

Sl No	Name of the school	Total No. of students
111	Khilpara High	83
112	Jalemabari High	10
113	Chandrapur Girls	56
114	Bagabasa High	59
115	Barabhaya High	45
116	P. K. Chadhuripara	12
117	East Photamati	38
118	Swrder para High	22
119	Holakhet High	29
120	Garjanmura High	29
121	Pauramura High	11
122	Chandrapur Colony	28
123	Five Jewels High	18
124	Aatali High	07
125	Jamjuri High	87
126	Debtamura High	01
127	Khowai Govt. H. S.	148
128	Khowai Govt. Girls H. S.	122
129	Srinath Vidyaniketan	190
130	Lalcherra Girls	67
131	Behalabari High	95
132	Singhi Cherra High	109
133	Bachaibari High	99
134	Asharambari High	34
135	Bharat Sarder High	97
136	Tulasikhar Rajnagar	170
137	Chebri H/S.	204
138	Ratanpur H, S.	87
139	Ampura High	147

SL No.	Name of the School	Total No. of students
140	Jambura High	64
141	Baijalbari High	124
142	Birchandrapur High	136
143	Belcherra High	43
144	Sonatala High	26
145	Batıali High	32
146	Uttar Ramchandraghat	57
147	Sri Krishna Girls High	18
143	Paharmura High	83
149	Ganki High	34
150	Purnima High	11
151	Rammanik Sarderpara	11
152	Melaghar Class XII	253
153	Nalchar H, S.	123
154	Khesh Chowmohani H. S.	105
155	Melaghar Girls	126
156	Chandanmura High	81
157	Taibandal High	13
158	North Kamranga Tilla High	31
159	Durlavnarayan High	51
160	Urmai High	33
161	Kalamkhet High	31
162	Nalchar High	106
163	Laxmandepa High	22
164	Puangbari High	09
165	Amarpur H. S,	146
166	Amarpur Girls	78
167	Ampinagar H. S.	139

Sl No	Name of the school	Total No of students
168	Taidubari High	97
169	Chellagang High	26
170	Rangamati High	44
171	Malbasa High	55
172	Tentaibari High	46
173	Dakshin Amarpur High	80
174	Nabinraibari High	20
175	Sonacherra T. M. C.	24
176	Bampur High	23
177	N, C. Institution	118
178	Sonamura Girls'	134
179	Kathalia H. S.	67
180	Nidaya High	32
181	Birnarayan High	53
182	Sonamura High	87
183	Rabindranagar High	73
184	Kulubari High	35
185	Manipathar High	23
186	Batadula High	38
187	Santinagar High	27
188	Sonapur High	18
189	Kalikrishnanagar High	15
190	Durgapur High	29
191	South Paharmura High	03
192	Nirvoypur High	13
193	Boxanagar H. S.	104
194	Ka'amcherra High	65
195	Veluercher High	31
196	Rahimpur High	14

Sl No	Name of the school	Total No, of students
197	Purnajoy Choudhuri para	60
198	Satnala High	56
199	Ananda Bazar High	46
200	Durgaram Reang Para	118
201	Purba Satnala High	22
202	Halhali H. S.	103
203	Debicherra High	55
204	Duraicherra Shibbari	80
205	Ujan ehan cop. High	73
206	Baralutma High	190
207	Bamancherra High	32
208	Maharani High	90
209	Kadamtala H. S.	258
210	Brajendranagar H, S.	46
211	Baghan High	40
212	Sat Sangam High	11
213	Tarakpur High	47
214	Churibari High	29
215	Laxminagar High	25
216	Chailengta H. S.	187
217	Chawmanu High	51
218	Dhumacherra High	73
219	Madhab Chandra H. S.	123
220	Lalcherra T. M, C. High	26
221	Bhaibon cherra High	06
222	Manughat High	41
223	Ghagra cherra High	54
224	R. K. Institution	128

Sl No	Name of the school	Total No of students
225	R. K. S. P.	171
226	Kailashahar Govt. High	233
227	Vidyanagar H. S.	88
228	Sreerampur High	75
229	Dalugoan Class XII	150
230	Tilla Bazar High	132
231	Dhanbilash High	35
232	Bhadrapalli High	37
233	Kaulikura High	38
234	Belkumbari High	25
235	Kailashahar Girls	53
236	Galdharpur R. S. High	40
237	Irani High	22
238	Srinathpur High	30
239	Rangauti High	10
240	Kamalpur Class XII	87
241	K. C. Girls	101
242	Maracherra H S.	78
243	Kamalpur Madrassa High	173
244	Sridampur High	39
245	Hara Chandra H. S.	121
246	Lambucherra High	26
247	Chat sarma High	21
248	Panchashi High	30
249	Kalachari High	26
250	Hatir Khola High	18
251	Baligoan High	27
252	Kulai H. S.	180
253	Salema H. S.	91

SL No	Name of the School	Total No. of students
254	Salema Colony High	25
255	East Dalucherra High	66
256	Balaram High	69
257	North Nalicherra High	31
258	B B. Institution	105
259	Dharmanagar Girls	218
260	D N. Vidyamandir	153
261	Padmapur H. S.	121
262	Joynagar High	64
263	Kalacherra H. S.	174
264	Krishnapur H. S.	95
265	Chandrapur H. S.	125
266	Rajbari Girls	41
267	Sribhumi Vidyamandir	67
268	Ganganagar High	133
269	Pratyekray High	69
270	Dharmanagar No. 2 High	96
271	Jiban Tripura High	37
272	Ragna High	46
273	Bakbaki High	26
274	Lalcherra Colony High	30
275	Jubarajnagar High	22
276	Barunkandi High	28
277	Batarashi High	16
278	Halflong High	24
279	Uttar Bharatnagar High	21
280	Arjya Colony	64
281	Baganbari High	15

Sl No	Name of the school	Total No. of students
282	Brindaban R. P.	24
283	North Belonia High	07
284	Sabreem H. S.	77
285	Sabreem Girls	71
286	Brajendranagar H. S.	103
287	Manu Bankul High	38
288	Shyamsing High	15
289	No. 2 Jalefa High	34
290	Doulbari High	25
291	Baishnabpur High	06
292	Chatakeheri High	74
293	East Manughat High	30
294	Jalefa High	06
295	Baikhorn H. S,	75
296	Laxmicherra High	36
297	Kalasi High	29
298	Charakbari High	41
299	Muharipur H. S.	73
300	Betaga High	23
301	Sonartilla High	19
302	Kakraban H. S. School	180
303	Mirza H. S, School	87
304	Silghati High School	36
305	Gangacherra high school	30
306	Tulamura High	53
307	Palatana High School	64
308	Dudhpuskarini high school	24
309	B. K Institution	88
310	Belonia Girls	90

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

SL. No	Name of the School	Total No. of students
311	Belonia Vidyapith	98
312	Barpathari H S. School	70
313	Sarasima High School	76
314	East Kalabaria High School	45
315	Kukichera High School	23
316	Niharnagar High School	58
317	Paikhola High School	20
318	Puranrajbari H. n School	26
319	Rajnagar Colony	37
320	Rangamura High School	12
321	Ishan chandranagar	31
322	South Bharat Sardarpara	23
323	Sachindranagaropara	12
324	South Senaichari High School	28
325	Dhariathal High School	91
326	Sutarmura High School	54
327	Latiachera High School	38
328	Ramnarayan thakur para	31
329	Taksapara High School	16
330	Tutunbazar H. S.	155
331	Silachari H. S.	56
332	Raishyabari High School	40
333	Karbook High School	139
334	Elmara High School	29
335	E K. Jatan Kumar	28
336	Gorakappa High School	09
337	Basichandrapara High School	14
338	Manu H S. School	66
339	Bhuratali High School	31

Sl. No	Name of the school	Total No of students
340	Harina High School	85
341	Satchand High School	67
342	Gardhang High School	74
343	Manu Tahasil High School	56
344	Srinagar High School	68
345	Amlighat High School	10
346	Bishalgarh H. S. School	141
347	Karaimura H. S. School	111
348	Dakhabari High School	29
349	Arbinda Vidyamandir	13
350	Chandranagar High School	44
351	Baidyardigi High School	67
352	Durganagar Bhadrabari	50
353	Bishalgarh Town Girls' High School	35
354	Lalsingmura High School	23
355	Brajapur High School	35
356	Gajaria High School	04
357	Office Tilla H. S.	124
358	Champamura High School	37
359	Purba Laximibill High School	59
360	Pekuarjala High School	70
361	Sepoyjala H. S.	115
362	Nehal Chandranagar High School	300
363	Caniamura High School	41
364	Murabari High School	37
365	Bishramganj H. S.	276
366	Charilam H. S.	132
367	Pathaliaghat High School	121

Sl No	Name of the school	Total No. of students
368	S. D. Vidyaniketan	75
369	Durganagar High School	24
370	Narsinggarh High School	98
371	Dhaleswar H S.	72
372	B. R. Ambedkar High School	53
373	Lefunga High School	41
374	Bapuji Vidyamandir	99
375	Mariamnagar H[illegible] School	61
376	Chantaibari High School	25
377	Purba Noabari High School	17
378	Surjeyamaninagar High School	09
379	Rabikumar High School	47
380	Paschim Gakulnagar High School	33
381	Konaban (W) High School	37
382	Debipur High School	24
383	Chandrapur South High School	40
384	Noagoan High School	55
385	Sishu Bihar H. S.	80
386	Harigauga Girls' High School	21
387	Tuiakona High School	10
388	Jatindra Kumar High School	13
389	Madhuban (K) High School	46
390	Rajnagar High School	42
391	Noagaon Krishnagar High School	67
392	Upendra Vidhyabhavan High School	35
393	Gandhigram H, S School	60
394	Musrai Para High School	16
395	Nagraichera high school	07

Sl. No	Name of the school	Total No. of students
396	Sakhicharan High School	26
397	Subhesh Nagar High School	42
398	Ramnagar Girls High School	46
399	Lankamura High School	62
400	Old Agartala High School	95
401	New Kunjaban Twonship High School	85
402	Ranirgaon H/S	80
403	East Durjoynagar High School	42
404	Nutan Bajar Girls H/S	84
405	Jogendra Nagar Girls High School	37
406	Aralia High School	08
407	Sankar Acharja H/S	68
408	Institute for Vasually hadicapped	02
409	Ranirganj Girls High School	72
410	R. K. V. Vidyamandir	37
411	Rajnagar Gandhigram High School	82
412	Madhupur H/S School	92
413	Durga Choudhuripara High School	64
414	Nandannagar H/S School	106
415	Amtali H/S School	165
416	Ishanchandranagar Pargana H/S	142
417	Arundutinagar H/S	272
418	Madhuban (Dukli) High School	78
419	Anandanagar H/S	138
420	Netaji Subash Vidyaniketan	168
421	Pallimangal H/S	161
422	Bardwali H/S	333
423	Kamalghat H/S	131
424	Indranagar High School	108

SL. No	Name of the School	Total No. of students
425	Abhoynagar H/S	216
426	Charipara H/S	244
427	Belabar High School	132
428	Prachyabharati H/S	176
429	M. G. M. H/S	211
430	R. T. P. (Boys) H/S	163
431	Bani Vidyapith Girls H/S	321
432	M T B Girls H/S	215
433	U. K Academy	174
434	Budhjong Girls H/S	245
435	R. T. P Girls H/S	87
436	Sukhamoy H/S	212
437	Laxmicherra Ramkrishna High School	98
438	Ranirbazar Vidyamandir	144
439	Sekharkot H/S	230
440	Jogendranagar H/S	116
441	Madhyabhuban High School	89
442	Budhjong H/S	238
443	Gainchakobra High School	138
444	Badharghat High School	115
445	Pragati Vidyabhaban	287
446	Ramnagar H/S	96
447	Reshambagan H/S	104
448	Nabagram H/S	75
449	Barjala H/S	136
450	B. K. Girls H/S	260
451	Taltala H/S	127

Sl. No	Name of the school	Total No. of students
452	Gopalnagar High School	35
453	Berimura High School	31
454	Tebaria High School	22
455	Kalyanpur H/S	178
456	Kunjaban High School	81
457	Balaram Kubra High School	91
458	Ghilatalibazar High School	106
459	North Gilatali; High School	79
460	Gourangatilla High School	73
461	Dwarikapur High School	74
462	Baramaidan High School	46
463	Kalyanpur Totabari High School	27
464	Kalyanpur Bazar Colony	53
465	Ishanpur H/S	147
466	Katlamara H/S	70
467	Simna High School	39
468	Akhaliacherra High Schoo	58
469	Kalagachya High School	41
470	Darogamura High School	38
471	Mohanpur H/S	183
472	Bar Kathalia H/S	100
473	Surendranagar High School	62
474	Chandrapur High School	118
475	Radhanagar High School	34
476	Tarapur High School	85
477	Madhuchoudhurypara	51
478	Uttar Debendranagar High School	42
479	Taranagar High School	28

(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 52

Name of M.L.A :—Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের ছাত্রাবাসগুলিতে বর্তমানে আসন সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক এস, টি, এ, সি ছাত্রছাত্রীর ছাত্রাবাস ভিত্তিক আলাদা হিসাব) ?

২। সব আসনেই ছাত্র ভর্তি হয়েছে কি না ?

৩। না হয়ে থাকলে কোন ছাত্রাবাসে কত শূন্য রয়েছে তাহার হিসাব ?

৪। ইহা কি সত্য যে ছাত্রাবাসগুলিতে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে ?

৫। সত্য হইলে তাহা চালু করার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

ANSWER

১। রাজ্যের ছাত্রাবাসগুলিতে বর্তমান আসন সংখ্যা মোট ৪,৪২৫ টি। SC/ST ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ছাত্রাবাস ভিত্তিক আলাদা হিসাব 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২। না।

৩। ৫০টি বোর্ডিং হাউস মোট ৫৫০ টি আসন শূন্য আছে। ছাত্রাবাস ভিত্তিক শূন্য আসনের হিসাব সংশ্লিষ্ট 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

৪। না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

'ক'—তালিকা

Sub-Division wise intak capacity of Boarding Houses of different catagories upto 28-2-1995.

Sl. No.	Name of the school to which the Boarding Houses are attached	Intake Capacity	Remarks
1	2	3	4
	Sadar for S. T. Boys		
1	Ishanpur H. S. School	50	
2	Katlamara High School	18	** Non functioning

1	2	3	4
3	Barathalia H. S. School	30	
4	Tripura Lakashikshyalaya High School	75	
5	Umakanta Academy	62	
6	Netaji Subash Vidyniketan	32	
7	Jampaijala H. S. School	08	
8	Sepoyjala H. S. School	30	
9	Bishramganj H, S. School	50	
	Khowai for S T. Boys		
10	Srinath Vidyaniketan	15	
11	Behalabari H. S. School	39	
12	Chebri H. S. School	30	
13	Khowai Govt. H. S. School (Pre-Matric Stage)	60	
14	Mungiabari High School	50	
15	Khowai Govt, H. S, School (Post-Matric stage)	30	
	Amarpur for S. T. Boys		
16	Nutanbazar H. S. school	15	
17	Karbook Panjiham H. S. school	76	
18	Gandacharra H. S. school	21	
	Belonia for S. T, Boys		
19	Bagafa Ashram H. S. school	102	
20	Kalashi High school	15	
21	Debdaru High school	30	
	Sabroom for S. T. Boys		
22	Silachari H. S. school	22	
23	Harina Residential school	50	
	Udaipur for S. T. Boys		
24	Pry Unit Chandrapur Girls High school (for Jumia Children)	[illegible]6	

1	2	3	4
25	Chandrapur Colony High School	30	
	Dharmanagar for S. T. boys students		
26	Durgaram Reangpara High School	30	
27	Damcharra High School	12	
28	Padmapur H, S. School	50	
29	Kanchanpur Jr. Basic School (for Jumia children)	16	
30	Sabual High School	20	
31	Purnajay C. P. R. High School	100	
32	Pecharthal H. S. School	16	
33	Anandabazar High School	20	
34	Kanchanpur H. S. School	50	
35	Damcharra High School	40	
	Kailashahar for S. T. Boys		
36	Chawmanu High School	66	
37	Madhabchandra H. S. School	32	
38	Kanchanbari H. S. School	20	
39	Pabiachara H. S, School	26	
40	Bhaiboncharra High School	20	
	Kamalpur for S. T. Boys		
41	Satyaram C. P. R. High School	100	
42	Chandraipara H. S. School	30	
	SC/ST BOYS (COMBINED).		
	Sadar for SC/ST Boys		
43	Bodhjung H. S. School	64	
44	Charipara H. S. School	50	
45	Charilam H, S School	15	
	Khowai for SC/ST Boys		
45	Kalyanpur H. S. School	50	

1	2	3	4
47	Teliamura H. S. School	30	
	Sonamura for SC/ST Boys		
48	Melaghar H. S. School	60	
49	N, C. I. Sonamura .	30	
	Belonia for SC/ST Boys		
50	Muhuripur H. S. School	15	
51	Niharnagar High school	50	
52	Barpathari H. S. school	36	
53	B. K. I. Belonia	30	
54	Belonia Vidyapith	10	
	Udiapur for SC/ST Boys		
55	K. B. I. Udaipur	30	
56	Chandrapur Colony High school	20	
57	Udaipur Ramesh H. S. school	38	
	Sabroom for SC/ST Boys		
58	Sabroom H. S. school	50	
59	Sreenagar H. S. school	21	
60	Manu H. S, School	48	
	Amarpur for SC/ST Boys		
61	Amarpur H. S. School	60	
	Kamalpur for SC/ST Boys		
62	Kulai H. S, School	30	
63	Harachandra H. S. School	24	
64	Salema H, S. School	10	
65	Kamalpur H. S. School	25	
66	Maracharra H. S. School	15	
	Kailashahar for SC ST Boys		
67	Chailengta H, S. School	12	
68	Fatikroy H. S School	44	

1	2	3	4
69	R. K. I. Kailashahar	24	
	Dharmanagar for SC/ST Boys		
70	B. B. I, Dharmanagar	31	
71	Ledrai Dewan H. S. School	40	
72	Kadamtala H. S. School	30	
	For Sch. Caste Boys		
	Sadar Sub-Division		
73	Taltala H. S. School	21	
	Khowai Sub-Division		
74	Vivekananda H. S. School	20	
	Sonamura Sub-Division		
75	Nalchar H. S. School	28	
	Belonia Sub-Division		
76	Santirbazar H. S. School	30	
	Udiapur Sub-Division		
77	K. B. Institution	50	
	Kailashahar Sub-Division		
78	R. K. Instutition	50	
	Dharmanagar Sub-Division		
79	Pratyekroy High School	20	
	FOR SCH. CASTE GIRLS STUDENTS.		
	Sadar Sub-Division		
80	Banividyapith Girls High School (attached to M. T. B. Girls H. S.)	30	
81	Aralia High School	20	
82	Nutannagar Girls H. S. School	21	
	Khowai for S. C. Girls		
83	Khowai Girls H. S. School	20	

1	2	3	4
84	Teliamura H. S. School	20	
	Kamalpur for SC Girls		
85	K. C. Girls H S. School	30	
	Dharmanagar for S. C. Girls		
86	Kadamtala H. S. School	20	
	Kailashahar for S. C. Girls		
87	Pabiacharra H. S. School	20	
88	Kailashahar Girls H. S. School	21	
	FOR SCH TRIBE (S. T.) BOYS & GIRLS		
	Sadar Sub-Division		
89	ST, Paul School	200	
90	ST. James Jr. High School	160	
	Khowai for ST Boys & Girls		
91	Zion Hill Jr, High School	65	
	Kailashahar for ST Boys & Girls		
92	Darchawl Christian High School	125	
	Dharmanagar for ST Boys & Girls		
93	Jampui H. S. School	86	
94	St, Thomas Eng. Med. Jr. High School	100	
	FOR S. T GIRLS STUDENTS		
	Khowai Sub-Division		
95	Khowai Govt. Girls H. S.	32	
	Udaipur Sub Division for S T Girls		
96	Udaipur Girls H. S. school	50	
	Amarpur for S. T. Girls		
97	Gandacharra H. S school	20	
	Belonia for S. T, Girls		
98	Laxmicharra High school	30	

1	2	3	4
	Kailashahar for S. T. Girls		
99	Bhaiboncharra High school	20	
	Kamalpur for S. T. Girls		
100	Satyaram C. P, R. High school	100	
	Dharmanagar for S. T. Girls		
101	Kanchanpur H S, school	40	
	FOR SC/ST GIRLS STUDENTS		
	Sadar Sub-Division for SC/ST Girls Students		
102	M. T B. Girls H. S. school	132	
	Udiapur for SC/ST Girls		
103	Udaipur Girls H. S. school	40	
	Sabroom for SC/ST Girls		
104	Sabroom Girls H S. school	30	
	Belonia for SC/ST Girls		
105	Belonia Girls H. S, school	50	
	Kailashahar for SC/ST Girls		
106	Kailashahar Govt. Girls H. S,	20	
	Kamalpur for SC/ST Girls Students		
107	K. C. Girls H. S. school	30	
	FOR S T. GIRLS UNDER KHOWAI SUB-DIVISION		
108	Ratanpur H. S school	40	

Vacant Position of Boarding Houses as on 28. 2 95

Sl. No	Name of the schools to which the Boardings are attached	Intake capacity	Existing No. of Boarders	No. of seats Vacant	Remarks
1	2	3	4	5	6
	S T Boys under West Tripura District				
1	Netaji Subash Vidyaniketan	32	03	29	
2	Khowai Govt. H S school (Pre-Matric Stage)	60	55	05	

1	2	3	4	5	6
3	Khowai Govt. H. S. school (for Post-Matric Stage)	30	20	10	
	S. T. Boys under South Tripura				
4	Kalashi High School	15	14	01	
5	Debdaru High school	30	19	11	
	S. T. Boys under North Tripura				
6	Durgaram Reangpara High School	30	23	07	
7	Chawmanu High school	66	49	17	
8	Padmapur H. S. school	50	14	36	
9	Kanchanpur Jr. Basic school	15	14	01	
10	Kanchanbari H. S. school	20	13	07	
11	Pecharthal H. S. school	16	10	06	
12	Anandabazar High school	90	16	04	
13	Satyaram C. P. R. High School	100	87	13	
	S. T. Girls under South Tripura				
14	Udaipur Girls H. S. school	50	39	11	
15	Laxmicharra High school	30	29	01	
	S. T. Girls under West Tripura				
16	Khowai Govt. Girls H. S. School	32	nil	32	
	S. T. Girls under North Tripura				
17	Satyaram C. P. R. High school	100	87	13	
18	St. Thomas Eng. Med. Jr. High school	100	93	07	
	North Tripura for S. T. Boys & Girls				
19	Jampui H. S. school	86	66	20	
	SC/ST Boys students under West Tripura District				
21	N. C. I. Sonamura	30	29	0	
22	Charilam H. S. school	15	07	08	
23	Teliamura H. S. school	32	22	10	
	SC/ST Boys under South Tripura District				
24	K. B. I. Udaipur	30	29	01	
25	Sabroom H. S. school	50	42	08	
26	Udaipur Ramesh H. S. school	[illegible]	23	10	
27	B. K. I. Belonia	30	27	03	

1	2	3	4	5	6
28	Amarpur H. S. school	60	45	15	
29	Manu H, S. school	48	46	02	
	SC/ST Boys under North Tripura				
30	Kulai H. S. school	30	28	02	
31	Harachandra H. S, school	24	19	05	
32	Fatikroy H. S. school	44	43	01	
33	Kamalpur H. S, school	25	24	01	
34	R. K. I. Kailashahar	24	04	20	
35	Ledrai Dewan H. S. school	40	16	24	
36	Kadamtala H S, school	30	19	11	
	SC Boys under North Tripura				
37	Pratyakroy High school	20	16	04	
	SC Boys under South Tripura				
38	K, B, I, Udaipur	50	08	42	
39	Santirbazar H. S. School	30	15	15	
	SC Boys under West Tripura				
40	Taltala H. S. School	21	20	01	
41	Nalchar H. S. School	28	27	01	
	SC Girls under West Tripura				
42	Khowai Girls H S. School	20	nil	20	
43	Aralia High School	20	07	13	
44	Taliamura H S. school	20	19	01	
	SC Girls under North Tripura				
45	K. C, Girls H. S. School	30	10	20	
46	Kadamtala H S School	20	14	06	
47	Pabiacharra H. S. School	20	14	06	
48	Kailashahar Girls H. S, School	21	16	05	
	SC/ST Girls under West Tripura				
49	Udaipur Girls H. S School	40	04	36	
50	Belonia Girls H, S School	50	35	15	
	SC/ST Girls under North Tripura				
51	K C Girls H. S School	30	18	12	

Admitted Un-Starred Question No. 53

Name of M.L.A :—Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যের কতটি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক, আছেন; আর কতটিতে নাই। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত (১) পাড়া কলক হাইস্কুল সহ (২) তোতাবাড়ী (৩) কুঞ্জবন, (৪) বড় ময়দান, (৫) কালিকাপুর, (৬) গোরাঙ্গটিলা, (৭) আমপুরা (৮) কল্যাণপুর মাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলগুলিতে দীর্ঘদিন যাবত প্রধান শিক্ষক না থাকার ফলে শিক্ষার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ?

৩। সত্য হইলে সরকার কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ?

৪ কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যের ১১৩ টি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন।

বর্তমানে রাজ্যের ২২০ টি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। প্রশাসনিক বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিভাগের নাম	হাইস্কুল	
	প্রধান শিক্ষক আছেন	প্রধান শিক্ষক নেই
সদর	৫৬	৩৬
খোয়াই	১৩	২৫
সোনামুড়া	৫	২২
উদয়পুর	৫	১৯
অমরপুর	১	১৩
বিলোনীয়া	৮	২৬
সাব্রুম	—	১৬
কৈলাশহর	৯	২০
কমলপুর	৫	১৫
ধর্মনগর	১১	২৮
	১১৩	২২০

২। সত্য নহে পঠন পাঠ নব অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে সহকারী প্রধান শিক্ষক অথবা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Senior-most সহ শিক্ষকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা আছে। প্রকাশ থাকে যে আমপুরা স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। হ্যাঁ।

Admitted Un-Starred Question No. 55

Name of M.L.A :—Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কত সংখ্যক পরিবারকে জুমিয়া জীবন থেকে স্বনির্ভর কৃষি অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নত করা সম্ভব হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীম চালু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত স্বনির্ভর কৃষি অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে? এবং

৩) সত্য হইলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহনের কি পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন?

উত্তর

১) এ ধরনের কোন সমীক্ষা করা হয় নাই।

২) ইহা সত্য নয়।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 63

Name of M. L A.—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Sports & Youth Program" Department be pleased to state —

QUESTION

১। রাজ্যে বর্তমানে প্লে-সেন্টারের সংখ্যা কত?

২। বিগত জোট সরকারের আমলে এই সংখ্যা কত ছিল? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩ খেলধুলার মান উন্নয়নে এই প্লে-সেন্টারগুলোতে প্রশিক্ষক নিয়োগ সহ প্লে-সেন্টারগুলির নির্দিষ্ট মাঠ বা সাতার কাটার পুকুরগুলি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমানে প্লে-সেন্টারের সংখ্যা কুড়িটি।

২। বিগত জোট সরকারের আমলে এই সংখ্যা ছিল মোট ৭ টি তন্মধ্যে জিরানীয়া ব্লকে ১টি ও বিশালগড় ব্লকে ২ টি এবং বাকী ৪ টি আগরতলা মিউনিসিপালিটির অধীনে।

৩ রানীর বাজার প্লে সেন্টার সহ আগরতলা মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ সমস্ত প্লে সেন্টার গুলিতে প্রশিক্ষনের কাজ চালানোর জন্য এন, এস, আর, সি, সি, থেকে প্রশিক্ষক পাঠান হয়। ব্লক

এবিয়ার অন্যান্য প্লে সেন্টারে প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের বিবেচনাধীন আছে। যে সমস্ত প্লে সেন্টার গুলি বিদ্যালয়ের মাঠ বা পুকুর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করে থাকে সে সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনক্রমে মাঠ বা পুকুরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী বিভাগ প্রতি বছরই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিয়ে থাকে।

Admitted Un-starred Question No. 64

Name of the Hon'ble Member- Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State.

QUESTION

১। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে সরকার কি কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। (তিনটি জেলায় পৃথক পৃথক তথ্য)

২। এই অভিযানে কত স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কত (লার্নিং সেন্টার) শিক্ষা কেন্দ্র যোগ হয়েছে ইত্যাদি [ব্লক ভিত্তিক হিসাব]

ANSWER

১। ১৯৯৬ ইং সনের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে সরকার তিনটি জেলাতেই নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক) সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠভাবে সাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছে জেলা সাক্ষরতা সমিতি।

খ) তিনটি জেলাতেই কার্যসূচী রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ) ৯ থেকে ৪৫ বৎসরের নিরক্ষর ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের জন্য গৃহ ভিত্তিক সমীক্ষার কাজ উত্তর ত্রিপুরায় সম্পন্ন হয়েছে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলার সমীক্ষার কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে।

ঘ) প্রতিটি জেলাতেই ব্লক ভিত্তিক সাক্ষরতা কমিটির পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রাম ভিত্তিক সাক্ষরতা কমিটি গঠনের কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে।

ঙ) শিক্ষার্থীদের উপযোগী বাংলা ও ককবরক ভাষায় পাঠ্য বই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলাতেই তাহা সংগ্রহ ও যোগদানের কাজ চলছে। তাছাড়া অন্যান্য শিক্ষা ও প্রচার উপকরণ সামগ্রীও প্রস্তুত করা হচ্ছে ও বিলির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

চ) প্রতিটি জেলাতেই স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচনের কাজ চলছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সংখ্যক প্রশিক্ষক নিযুক্ত করা হচ্ছে।

ছ) সাক্ষরতার স্বপক্ষে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচীও হাতে নেওয়া হয়েছে।

জ) যে সমস্ত এলাকায় নিরক্ষরদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপিত হয়েছে সে সমস্ত এলাকায় সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

ঝ) উপরিউক্ত কাজের অগ্রগতি ও পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি জেলাতেই জেলাস্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত গঠিত সাক্ষরতা কমিটিগুলি পর্যায়ক্রমে মিলিত হচ্ছেন।

২। এই অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক যোগদানের সংখ্যা এবং শিক্ষাকেন্দ্রের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

(Questions & Answers)

পশ্চিম জিলা	শিক্ষাকেন্দ্র	স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা
১। খোয়াই	৬৫০	৭৪৯
২। তেলিয়ামুড়া	২১৩	৬১২
৩ জিরানীয়া	৬৩০	১২২৫
৪। মোহনপুর	২৫৩	৫৪১
৫। জম্পুইজলা	১৭৫	৯৬২
৬। বিশালগড়	৪৭৭	১৪৭০
৭। মেলাঘর	৮১৬	২১২৯
	৩২১৪	৭০৬৯

দক্ষিণ জিলা	শিক্ষাকেন্দ্র	স্বেচ্ছাসেবক
১। অমরপুর	১৭২৭	২৬৭৫
২। বগাফা	৯৮৪	১১৩৩
৩ ডম্বুরনগর	১৮৪	৫০০
৪। মাতাবাড়ি	২২৩২	৩৪৫৩
৫। রাজনগর	১৭৭৮	২০৮২
৬। সাতচাঁদ	৬৭৫	১৩৪৬
	৭,৫৫০	১১,১৪৯

উত্তর জিলা	শিক্ষাকেন্দ্র	স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা
১। কুমারঘাট	৩১৪	১২৪০
২। ছামনু	১৫০	৮০০
৩। পানিসাগর	৮০০	১১২০
৪ কাঞ্চনপুর	১১৫	১০৮০
৫। সালেমা	৫	১০৩৯
	১,৩৮৪	৫,২৭৯

Admitted Un-starred Question No. 65

Name of M. L. A. Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আওতাধীন কোন্ কোন্ শ্রেণীর কোন্ কোন্ বই পরিবর্তন করা হয়েছে এবং

২। এই পরিবর্তনের ফলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে কত লক্ষ টাকার?

৩। এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত পর্ষদ না সরকার নিয়েছে?

৪। যদি সরকার নিয়ে থাকে তার কারণ কি?

ANSWER

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মধ্যশিক্ষা পর্যদের ৭ম ও অষ্টম শ্রেণীর অংক বই পরিবর্তন করা হয়েছে।

২। পরিবর্তন করার সময় পর্যন্ত হাতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এবং সপ্তম শ্রেণীর যে সমস্ত বই ছিল তাহার মূল্য যথাক্রমে ৩,৬২,৮১৬.০০ (তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশত ষোল) টাকা ও ৪,৩১,০০০.০০ (চার লক্ষ একত্রিশ হাজার) টাকা।

৩। এইটি সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ এটিকে রূপায়ণ করেছে।

৪। শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের মতামত ছাত্র ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Admitted Un-starred Question No. 68

Name of M. L A — Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। আগামী আর্থিক বছরে রাজ্যের কতটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে নতুন কতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে?

ANSWER

১। মহকুমা ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা করা হয় না। তবে আগামী আর্থিক বছরে মোট ৮০ টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, ২০টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

২। আগামী শিক্ষাবর্ষে মোট ১০০ টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Un-starred Question No. 69

Name of M. L. A—Sri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট কতটি বিষয় শিক্ষা চালু আছে সেগুলি কি কি?

২। সারা রাজ্যে বিষয় শিক্ষকের মোট সংখ্যা কত?

৩। ইহা কি সত্য সারা রাজ্যে অনেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা চালু থাকলেও কোন বিষয় শিক্ষক নেই এবং

৪। যদি সত্য হয় সারা রাজ্যে কতটি বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে?

ANSWER

১। সারা রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে ২১ টি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু আছে। বিষয়গুলি হল—বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন, সংগীত পদার্থবিদ্যা, রসায়ন অঙ্ক, পরিসংখ্যান, জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য।

২। ২১৮৯টি (দুই হাজার একশত ঊননব্বই।)

৩ এবং ৪—১০২ টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কোন না কোন বিষয়ে বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 70
Name of the Member :—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১-১ ৯৫ ইং পর্য্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন, এবং

২) আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে কতজন উপজাতি এবং অন্যান্য কতজন তাদের নাম সহ পূর্ন ঠিকানা, এবং

৩) আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সরকারের কি কি চুক্তি ছিল ? এবং

৪) উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পন করানোর পূর্বে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিনা ?

৫) এবং যদি করে থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কি কি নির্দেশ দিয়েছেন ?

১) মোট ২২২৭ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন।

২) উপজাতি আত্মসমর্পনকারীর সংখ্যা ২১৯৭ অন্যান্য আত্মসমর্পনকারীর সংখ্যা ৩০ জন, নিরাপত্তার প্রশ্নে আত্মসমর্পনকারীদের পূর্ন ঠিকানা এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।

৩) চুক্তিপত্রের কপি সংযোজনী করতে দেওয়া হল।

৪) হ্যাঁ, করেছেন।

৫) কোন নির্দেশ দেন নি।

সংযোজনী 'ক'

পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্মারকলিপি

এই চুক্তিপত্র এই মর্মে অদ্য ২৩শে আগষ্ট, ১৯৯৩ ইং নিখিল ত্রিপুরা উপজাতি বাহিনী (পরবর্তী পর্যায়ে এ, টি, টি, এফ বলে বর্ণিত) প্রথম পক্ষ এবং ত্রিপুরার রাজ্যপাল (যদি বাতিল না হয় বা এখন বিষয় বিরূপ কিছু না হয় অথবা তাহার উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহন করেন) অন্যপক্ষ।

প্রস্তাবনা

যেহেতু ত্রিপুরা সরকার উপজাতিদের (যারা বর্তমানে ত্রিপুরার সংখ্যালঘু) সমস্যাদির সার্বিক পুনর্বাসন এবং যেখানে দীর্ঘায়িত অশান্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান সেখানে শান্তি ও সম্প্রীতি বাতাবরন তৈরীর লক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবং

যেহেতু নিখিল ত্রিপুরা উপজাতি বাহিনী সুনির্দৃষ্টভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা অস্ত্রের লড়াইয়ের পথ ত্যাগ করবে এবং স্বাভাবিক জীবনকে বরন করে নেবেন এবং তারা সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভারতীয় সংবিধানের অধীন তাদের সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করিতেছে এবং এই কারনে যে ত্রিপুরা সরকারের আহ্বানে তারা মূলস্রোতে যোগ দিয়া উন্নত ত্রিপুরা গড়ায় সহায়তা করার ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

এবং

যেহেতু পর্যায়ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনা ভিত্তিতে এইমর্মে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে, তাই প্রথমপক্ষ এ, টি, টি, এফ সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে দেবে এবং ত্রিপুরা সরকার অন্য পক্ষের নিকট তাদের গুপ্ত কার্যাকলাপ শেষ করে সমস্ত প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ সহ আত্মসমর্পন করবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যপাল তাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচী এবং আর্থিক সুবিধাদানের সুফল সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা নেবেন।

কাজেই উভয় পক্ষই সম্মত ভাবে এবং সিদ্ধান্তক্রমে এই মর্মে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে রাজী হইল :—

১) এ, টি, টি, এফ কর্তৃক গুপ্ত কার্যকলাপের সমাপ্তি এবং আগ্নেয়াস্ত্র সহ গোলা বারুদ প্রদান।

এ, টি, টি, এফ এই বলে ঘোষনা করিতেছে যে :—

ক) এ, টি, টি, এফ, এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে সব গুপ্ত কার্য্যকলাপ ত্যাগ করে সব সদস্যদের সহ প্রকাশ্যে আসার লক্ষে তাদের গোপন অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জমার স্বীকৃতি দিচ্ছে। পুনর্বাসনের সম্যক রূপায়ন ও দেখাশুনা করার জন্য রাজ্য সরকার কার্য্যাবলী ঠিক করবে। এ, টি, টি, এফ, পুনরায় এই বলে নিশ্চিত করছে যে তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের সন্ত্রাস করা হবে না এবং অবশ্যই ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগনের মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাস ও ঐক্য পুনরুদ্ধারের কাজে সহায়তা করে যাবে।

খ) এ, টি, টি, এফ এই বলেও স্বীকৃতি দিচ্ছে তারা অন্য যে কোন উগ্রপন্থী গোষ্ঠিকে সমর্থন বা কোন প্রকারের প্রশিক্ষণ, অস্ত্রের যোগান, রক্ষা করা, আশ্রয় দেওয়া অথবা অন্য কোন প্রকারের সাহায্য করবেন না।

২) ত্রিপুরা সরকার এই বলে ঘোষনা করিতেছে যে :—

১) এ, টি,টি, এফ, এর প্রকাশ্যে আসা সদস্যদের পুনর্বাসন জন্য পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী কাজ করবে।

২) বিদেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া :—

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ পরে ত্রিপুরায় আসা বাংলাদেশী নাগরিক যাদের কোন বৈধ কাগজপত্র নেই তাদেরকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া।

৩) হস্তান্তরিত জমি পুনঃ উদ্ধার

ত্রিপুরা জমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ অনুযায়ী সমস্ত হস্তান্তরিত পুনঃ উদ্ধারের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৪) উপজাতি সংখ্যা গুরু গ্রাম এলাকে এ. ডি, সি,র আওতায় আনা।

উপজাতি সংখ্যাগুরু গ্রামগুলিকে যাহা এ ডি সি ভুক্ত নয়, এ ডি সির আওতায় আনা হবে।

৫) আন্ত প্রবেশাধিকার বিধি ইনার লাইন পারমিট প্রয়োগ

আন্ত প্রবেশাধিকার বিধি বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবস্থা নেবে এবং ভারত সরকারকে এ বিষয়ে অনুমোদন দিতে দাবী জানাবে।

৬) এ ডি সি র জন্য গ্রাম রক্ষী বাহিনী।

রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী এবং ভারতীয় সংবিধান সংশোধন মোতাবেক এ ডি সির প্রশাসনিক আওতায় গ্রাম রক্ষী বাহিনীর গড়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা নেবে।

৭। উপজাতি প্রার্থীদের জন্য এ ডি সিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

রাজ্য সরকার নীতিগত ভাবে এ ডি সিতে উপজাতি সদস্যদের আরো বেশী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে রাজী আছে এবং এ ব্যাপারে উপজাতিদের ২৫টি আসন সংরক্ষনের ব্যাপারে এ ডি সির নিয়ম বিধি সংশোধন করা হবে।

৮) উপজাতি সংস্কৃতি উন্নয়ন কেন্দ্র

এ ডি সি এলাকাতে উপজাতি সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৯) ককবরক, অন্যান্য ভাষার উন্নয়ন

একটি ভাষা উন্নয়ন কমিশন গঠন করা হবে যার দায়িত্ব থাকবে ককবরক ও অন্যান্য ভাষার উন্নয়ন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ককবরক ভাষা যতে প্রয়োগ করা যায় চেষ্টা নেওয়া হবে।

১০) উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধ হিসাবে রক্ষা করা ও বিধানসভা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া।

বিভিন্ন অংশের জনগনের বিশেষত উপজাতিদের মানসিকতাকে সম্মান জানানোর জন্য বিধানসভা

ভবনের জন্ত আলাদা বাড়ী তৈরী করা হবে এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন সৌধ হিসাবে রাখা হবে।

১১) গ্রাম ও নদীর নাম পরিবর্দ্ধন

পূর্বে যে সমস্ত গ্রাম ও নদীর নাম উপজাতি ভাষায় ছিল সেগুলিকে পুনরায় পূর্বের নামে নামাকরন করা হবে।

১২) জুমিয়া পুনঃগঠন

জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে চালু রাখা হবে এবং দৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৩) এ ডি সি এলাকায় শিল্পের সম্প্রসারন

এ ডি সি এলাকায় শিল্প সম্প্রসারন সমস্ত প্রকার প্রয়াস নেওয়া হবে।

১৪) অফিস পদাধিকারিদের জন্ত সুরক্ষিত ভাবে থাকার ব্যবস্থা ও রক্ষীর ব্যবস্থা।

এ টি টি এফ এর কর্য্যকরী কমিটির সভাপতি, সহ সভাপতি, আহ্বায়ক ও অন্যান্য ৪ জনের জন্য সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থা ও আগরতলা থেকে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনে দেহ রক্ষীর ব্যবস্থা তাদের আত্মসমর্পন সাপেক্ষে দেওয়া হবে।

১৫) গৃহ নির্মান সুবিধা

আত্মসমর্পনের পরে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকার মধ্যে এ টি টি এফ সদস্যদের ২২০ স্কোয়ার ফুটের মেঝে সম্পন্ন টিনের ঘরের জন্ত সাহায্য দেওয়া হবে।

১৬) পানীয় জলের সুবিধা

এ টি টি এফ পুনঃর্বাসন প্রাপ্ত কালোনী গুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৭। সরকারী চাকুরী তথা অর্থনৈতিক সুযোগ

সব এ টি টি এফ সদস্যদের আত্মসমর্পনের পরে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। অথবা অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়া হবে এবং সরকার তা যতদিন পর্য্যন্ত করতে না পারে ততদিন প্রত্যেক আত্মসমর্পনকারীকে মাসিক ৫০০ শত টাকা করে ভাতা প্রদান করা হবে। যা কোন অবস্থাতেই ১০ মাসের উর্দ্ধে হবে না।

এই মর্মে এ টি টি এফ এর পক্ষে যারা প্রতিনিধিত্ব করেছে (১) শ্রী ললিত দেববর্মা সভাপতি (২) শ্রী রমেন্দ্র রিয়াং সহ সভাপতি (৩) রবীন্দ্র রিয়াং সাধারন সম্পাদক (৪) দীলিপ দেববর্মা কোষাধ্যক্ষ (৫) শ্রী শান্তারাম রিয়াং হিসাব রক্ষক এ টি টি এফ এবং শ্রী এম, দামোদরন মুখ্য সচিব ত্রিপুরার রাজ্যপালের পক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল দিন তারিখ সনলিপিবদ্ধ মোতাবেক।

Admitted Unstarred Question No. 86,

Name of Member :— Shri Anil Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে উপজাতি ভূমিহীনদের জন্য ভূমিহীন প্রকল্প অনুযায়ী পঁচিশ হাজার টাকা জমি ক্রয় করার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল কিনা ?

২) যদি করা হয়ে থাকে তবে কোন মহকুমায় কতগুলি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে এবং

৩) ১৯৯৪—৯৫ অর্থ বৎসরে ভূমিহীন উপজাতিদের ভূমিক্রয় করে দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা ছিল কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) এই প্রকল্পে মঞ্জুরীকৃত অর্থে উপকৃত ভূমিহীন উপজাতি পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

	মহকুমা	সংখ্যা	
ক)	কৈলাশহর.........	৩	পরিবার
খ)	খোয়াই.........	৬	পরিবার
গ)	উদয়পুর................	২	পরিবার
ঘ)	বিলোনীয়া...........	২	পরিবার
ঙ)	সাব্রুম..............	২	পরিবার
চ)	লংতরাই ভেলী........	২	পরিবার
ছ)	অমরপুর.............	৩	পরিবার
	মোট :—	২০	পরিবার

৩) ছিল।

Admited un-starred question No. 89

Name of M. L. A. :— Shi Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education etc. Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১) ১৯৯৪—৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষে সিনিয়র বেসিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে আসবাবপত্র সরবরাহ করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থেকে থাকে তবে কোন বিভাগে কয়টি বিদ্যালয়ের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হবে ?

৩) এবং কোন কোন বিভাগে কতটি স্কুলে আসবাব পত্রের অভাব রয়েছে সরকারের কাছে তথ্য আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge :— Shri Anil Sarkar

১) হঁ্যা।

২) ১০ টি মহকুমার মোট ২৬১ টি বিদ্যালয়ের জন্য মোট ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্ধ করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
ক) কৈলাসহর	১৭ টি	১, ৭০, ০০০ টাকা।
খ) ধর্মনগর	৩৫ টি	২, ৯৫, ০০০ টাকা।
গ) কমলপুর	১৬ টি	১, ৬০, ০০০ টাকা।
ঘ) খোয়াই	২৯ টি	৩, ০৬, ০০০ টাকা।
ঙ) সদর	৮৪ টি	৮, ২৮, ০০০ টাকা।
চ) সোনামুড়া	১৬ টি	১, ৩৫, ৫০০ টাকা।
ছ) উদয়পুর	২৫ টি	১, ৯০, ০০০ টাকা।
জ) অমরপুর	৮ টি	১, ৮০, ০০০ টাকা।
ঝ) বিলোনীয়া	২১ টি	২, ৯০, ০০০ টাকা।
ঞ) সাব্রুম	১০ টি	১, ০০, ০০০ টাকা।
	২,৬১ টি	২৪, ৫৪, ৫০০ টাকা।

তাছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় করার জন্য মোট ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার অধীন আসবাব পত্র তৈরীর কেন্দ্রের জন্য চার লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে।

৩) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ প্রতি বৎসর বিদ্যালয়গুলিতে আসবাবপত্র ক্রয় করার জন্য অর্থ বরাদ্ধ করে। কিন্তু তাহা সত্বেও বিদ্যালয়গুলিতে আসবাবপত্রের অভাব থাকে। সেই অর্থে রাজ্যের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে কম বেশী আসবাব পত্রের অভাব আছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.—94

Name of M. L. A. :— Shri Ratan. Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের বহু স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এধরণের স্কুলের সংখ্যা কত ?

(Inspactorate) অনুযায়ী হিসাব এবং

৩) উক্ত স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষকের পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে ?

ANSWER

১ নং এবং ২ নং—৮৩৫ টি (আটশত পঁয়ত্রিশটি) স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শক এলাকা অনুযায়ী হিসাব নিম্নরূপ :—

বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের নাম :—	প্রধান শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	
	জুনিয়র বেসিক/	সিনিয়র বেসিক
১) সদর—		১
২) বিশালগড়—	৪৪	৩৩
৩) মোহনপুর—	১৯	১২
৪) জিরাণীয়া	১২	৬
৫) খোয়াই	৪১	১৩

৬) তেলিয়ামুড়া	১২	৬
৭) সোনামুড়া	৪১	১৩
৮) উদয়পুর	৩২	২৮
৯) বিলোনীয়া	৫৭	২৭
	২২	২৬
১০) শান্তির বাজার	৬১	২১
১১) সাব্রুম	৩০	২৮
	২৬	১৭
১২) অমরপুর	১০	২৬
১৩) কৈলাশহর	৫৯	২২
১৪) কমলপুর	৩৩	১৯
১৫) ধর্মনগর	৭০	১১
১৬) কাঞ্চনপুর	—	১৬
১৭) ছৈলেংটা	—	১৬
	৫১৬	৩১৯

৩। প্রধান শিক্ষকের পদগুলি যথা শীঘ্র সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা চলছে।

Admited unstarrd question No.—95

Name of the Hon'ble Member :— Shri Amal Mallik

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state

Minisiter in-Charge social Education Department Minister of Shri jitendra Chowdhury.

QUESTION	ANSWER
১। রাজ্যে বর্তমানে কতটি S.E centre এ কোন কর্মচারী না থাকার কারণে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে ? (মহকুমা অনুযায়ী আলাদা হিসাব।)	১। মোট ৮ টি, (আট) মহকুমা অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

উদয়পুর মহকুমা

১। জুয়েলারী খামার সেণ্টার

বিলোনীয়া মহকুমা

১) নাজিরাই পাড়া সেণ্টার

২) চন্দ্রপুর সেণ্টার

২। নীহার নগর সেণ্টার

কমলপুর মহকুমা

১। মঙ্গলসিং চৌধুরী পাড়া নং—২ সেণ্টার

২। দক্ষিণ সিংঙ্গী নালা সেণ্টার

৩। পদ্ম কুমার দেববর্মা পাড়া সেণ্টার

সোনামুড়া মহকুমা

১। কুমারীয়াকুচা সেণ্টার।

ANNEXTURE- 'C'

Calling attention Notice raised by Sri Madhab Saha, MLA,—
"১২ই মার্চ শান্তির বাজার থানাধীন বীরচন্দ্র মনু থেকে পিস্তল সহ গয়াচরন শীল নামক এক যুবক গ্রেপ্তার হওয়া সম্পর্কে।"

উত্তর

গত ১২/৩/৯৫ ইং তারিখ সন্ধ্যায় মনপাথর পুলিশ ফাঁড়ির O, C. খবর পান যে কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী যুবক মনপাথর সাকিনের শ্রীগজ্জ মগের বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়াছে। কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া S. I. দীপক রঞ্জন দাস, ফাঁড়ি থানার O. C. এক দল পুলিশ নিয়া গজ্জ মগের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। সমাজ বিরোধী যুবকগণ তখন মদমত্ত ও উশৃংখল আচরণে ব্যাকৃত ছিলো। পুলিশ উপস্থিত হওয়ায় সাথে সাথেই তারা পালাইতে থাকে। S.I. দীপক দাসের নেতৃত্বে পুলিশ পলায়নরত যুবকদের মধ্যে একজনকে ধরিয়া ফেলে। ধৃত যুবক রাধাকিশোরপুর থানাধীন অমর সাগরের পশ্চিম পাড়ের বাসিন্দা শ্রীগয়াচরন শীল।

উপস্থিত গ্রামবাসীকে আইন অনুযায়ী সাক্ষী রেখে S. I. গয়াচরন শীলকে তল্লাসী করে Factory made '৩৮ সার্ভিস রিভলবার উদ্ধার করা হয়। রিভলবারটির বাঁটের নম্বর ও অন্যান্য চিহ্ন ইত্যাদি ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিলো। পুলিশ তাহাকে মালামাল সহ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। মনপাথর পুলিশ ফাঁড়ির S. I. রিপোর্ট সহ শান্তিবাজার থানায় উপস্থিত করেন। শান্তিরবাজার থানায় অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক)/২৫ (১—খ) (ক) ধারা মূলে ১৫/৯৫ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে ঘটনার তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে। রিভলবারটি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া I. O. নিশ্চিত হয়েছেন যে উহা একটি সার্ভিস রিভলবার। কিন্তু উহার বাঁট হইতে কোম্পানী, নম্বর ইত্যাদি তুলিয়া ফেলিয়াছে। ধৃত গয়াচরন শীলকে পুলিশ গত ১৩/৩/৯৫

ইং মাননীয় বিলোনিয়া S. D. J. M কোর্টে প্রেরণ করে। পুলিশের আবেদনক্রমে তদন্তের স্বার্থে মাননীয় আদালত ১৬/৩/৯৫ইং পর্যন্ত পুলিশ রিমাণ্ডে রাখার আদেশ দেন। পরবর্তী সময়ে মনপাথর ফাঁড়ি থানায় সপ্তাহে দুই দিন করে উপস্থিত হওয়ার শর্তে ২৯/৩/৯৫ ইং পর্যন্ত জামিনে মুক্তি দেন।

তদন্ত কালে জানা যায় যে ধৃত গয়াচরন শীল এবং তার সঙ্গীগণ দিলীপ রিয়াং এবং কর্ণ রিয়াং প্রায়ই মনপাথর এলাকায় যাওয়া আসা করিত এবং ঐ অঞ্চলের সমাজ বিরোধী দুস্কৃতকারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিত। গয়াচরন শীল গ্রেপ্তার হওয়ার সাথে সাথেই ঐ দলটির অন্যান্য দুস্কৃতকারীরা আত্মগোপন করিয়াছে। পুলিশের তদন্ত কার্য্য ও দুস্কৃতকারীদের অনুসন্ধান কার্য অব্যাহত আছে।

গয়াচরন শীল R. K. Pur থানায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলো। বিলোনীয়ার SDJM কোর্টের আদেশে জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থায় গয়াচরন শীল পূনরায় ১৯/৩/৯৫ ইং তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় R. K. Pur থানার ৪৪/৯৫ নং মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হয়। তাঁকে উদয়পুর S- D. J. M Conrt এ প্রেরণ করিলে মাননীয় আদালত তাকে ৩/৪/৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার আদেশ প্রদান করেন।

তদন্তে জানা যায়, দুস্কৃতিকারী দলটিতে গয়াচরন শীলের নেতৃত্বে দিলীপ রিয়াং ও কর্ণ রিয়াং রহিয়াছে।

Calling attention Notiee raised by Shri Ratan Lal Nath. MLA.

"গত ১৭ই মার্চ, ৯৫ ইং বেলা অনুমান ১১ ঘটিকায় দুই জেলা কর্মচারীর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও একজনের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

উত্তর

গত ১৭-৩-৯৫ ইং তারিখ বেলা আনুমাণিক ১১-৩০ মিঃ এর সময় সেনা বাহিনীর ৮৯-সি-১৫১০-৪ (৪)-২৮১৬ নং গাড়ীটি যখন এয়ারপোর্টের দিক হইতে আগরতলার দিকে আসিতেছিল এমন সময় আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের টি-আর ডি-১০৩৮ বুলেট মোটর সাইকেলটি আরোহীগণ সহ নূতননগর বাজার কো-আপারেটিভ-এর সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হয়। উক্ত সংঘর্ষের ফলে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের সরকারী মটর সাইকেলের বুলেটের চালক

গৌরাঙ্গ শুক্লদাস ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অন্য দুইজন আরোহী গুরুতর আহত হইয়া রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া যায়। ঘটনায় সেনাবাহিনীর গাড়ীর চালকও গাড়িতে আসাম রাইফেল-এর কনস্টেবল Sri Anan Sowky ও আহত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ বুলেটের দুইজন আরোহী শ্রীনরেশ দাস ও শ্রীতপন ভৌমিক এবং সেনাবাহিনীর গাড়ীর চালক বি, ডি ভাং সহ সকলেই আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ঐ দিনই আহত নরেশ দাস আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে মারা যান। এবং অন্য দুইজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। সেনাবাহিনীর গাড়ীর আরও একজন আহতকেও চিকিৎসা করা হয়েছে। মোটর সাইকেল ও আর্মির গাড়ীটিকে পুলিশ সীজ করে থানায় নিয়ে আসে। পরে গত ২২-৩-৯৫ ইং তারিখ উক্ত গাড়িটি Machanical পরিক্ষার পর জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। গাড়ীর চালক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

উক্ত ঘটনায় এরারপোর্ট থানার ওসি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮/৩০৪ ধারায় ২৫/৯৫ ইং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করেন এবং পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত কার্য আরম্ভ করে। উক্ত মামলাটি তদন্তকারী অফিসার এস, আই, শ্রীসুজিৎ দাসের তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে।

Calling attention Notice given by Sri Brajendra Mog Chowdhary MLA.

"গত—১৩ ৩/৯৫ ইং বগাফা ব্লকের অধীনে উত্তর হিচাছড়া গাওসভার নারদ পাড়া গ্রামের ১৬ পরিবারের বাড়ী আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে :—

গত—১৩.৩/৯৫ ইং দুপুরে ব্লক হেডকোয়াটার বগাফা হইতে আনুমানিক ১৮ কিঃ মিঃ দূরে দেবদারু বাজার থেকে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ উত্তরে অঞ্চল পাড়ায় এক অগ্নিকাণ্ডে ১৪টি বাসগৃহ পুড়ে যায়। তদন্তকালে এলাকাবাসী জানায় যে জঙ্গলের আগুন থেকে এই দুর্ভাগ্যজনক অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে।

১৫ই মার্চ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পূর্ব পিলাক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি প্রশাসনিক শিবির ছিল এবং ঐ দিন প্রতিটি পরিবারকে ১০০.০০ (একশত) টাকা করে তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য দেয় হয়।

শান্তির বাজারের ডি. সি, মহকুমা শাসকের আদেশ মূলে ২২/৩/৯৫ ইং তাং সংজমিনে তদন্ত করেন এবং ঐ দিন পুনরায় প্রতিটি পরিবারকে ১০০,০০ (একশত) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

আপাতত পরিবারগুলি অস্থায়ীভাবে নিজেদের তৈরী গৃহে ঐ পাড়াতেই বসবাস করছে।

বগাফা ব্লকের বি, ডি, ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে ঘর নির্মাণের জন্য যথাসধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুমানিক ১২ (দেড়লক্ষ) টাকা।

এখানে প্রকাশ থাকে যে আগুনে বাড়ীঘর পুড়ে যাওয়ার সংবাদ কেহই থানায় জানায় নাই।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির তালিকা তদ্‌সংগে দেয়া গেল।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা

১।	শ্রীরাজমোহন ত্রিপুরা— পিতা—রামচন্দ্র ত্রিপুরা	উত্তর হিছাছড়া বিলোনীয়া ,,
২।	শ্রীরূপমোহন ত্রিপুরা পিং—ভগীরথ ত্রিপুরা	,,
৩।	শ্রীঅঞ্চল ত্রিপুরা পিং—ভগীরথ ত্রিপুরা	,, ,,
৪।	শ্রীলোকপ্রসাদ ত্রিপুরা পিং—হরিমঙ্গল ত্রিপুরা	,,
৫।	শ্রী—গোবিন্দ ত্রিপুরা পিং—হরিমঙ্গল ত্রিপুরা	,, ,,
৬।	শ্রী—তমালজয় ত্রিপুরা পিং—যুদ্ধজয়, ত্রিপুরা	,,
৭।	শ্রীভগবানশ্রী ত্রিপুরা পিং—পচজয় ত্রিপুরা	,, ,,
৮।	শ্রীভগীরথ ত্রিপুরা পিং—কালি দাস ত্রিপুরা	,, ,,
৯।	শ্রীক্ষেত্রমোহন ত্রিপুরা পিং—হরিচরণ ত্রিপুরা	,,
১০।	শ্রীকীর্তিমোহন ত্রিপুরা পিং—হরিচরণ ত্রিপুরা	,, ,
১১।	শ্রীহরিচরণ ত্রিপুরা পিং—বংশীধর ত্রিপুরা	,, ,,
১২।	শ্রীসইলামোহন ত্রিপুরা পিং—হরিচরণ ত্রিপুরা	

উঃ হিজাছড়া
বিলোনীয়া

১৩। শ্রীগান্ধীমোহন ত্রিপুরা ,,
পিং—হরিচরণ ত্রিপুরা ,,
১৪। শ্রীরামজয় ত্রিপুরা ,,
পিং—লেনজয় ত্রিপুরা ,

বিষয়ঃ— উদয়পুর মহকুমার শোকসাগর সহ আশে পাশের অঞ্চলে জমিতে সেচের জলের অভাবে শত শত কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং গত পৌষ ফসল মার খাওয়া ও বরো ফসল জলের অভাবে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে।

উত্তর :—

১৯৯৪ সালের জুন-জুলাই মাসে কম বৃষ্টিপাতের দরুণ সমগ্র ত্রিপুরাতেই খরা পরিস্থিতি দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি হলেও তা পর্য্যাপ্ত ছিলনা, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে শীত মরশুমে সর্বত্রই জলের অপ্রতুলতা দেখা গেছে। সম্প্রতি গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের অভাব আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষেঃ অনেক ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে বিশেষ করে লিফ্ট ইরিগেশন প্রকল্পে ছোট ছোট নদী এবং ছড়াগুলোতে জলের অপ্রতুলতা হেতু নির্ধারিত সেচের কাজে অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

এই সম্পর্কে বলা যায় যে, বিগত বৎসরগুলোতে শোকসাগর অঞ্চলের জমিতে বর্তমান বৎসরের ন্যায় সেচের জরুরী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়নি। সম্ভবতঃ সে কারণেই সেখানে এখনো কোন সরকারী ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়নি।

গোমতী মাঝারি সেচ প্রকল্প দ্বারা শোকসাগর এবং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে বারমাসের প্রয়োজনীয়তা জল সেচের ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের ব্যারেজের কাজ শেষ করে বাঁ-তীরের ক্যানেলের জল হাতিমারা টীলা পর্যন্ত আনা হয়েছে।

শোকসাগর মাঠে মূল ক্যানেল এবং একটি ব্রাঞ্চ ক্যানেলের কাজও ইতিমধ্যে হয়েছে। কিন্তু হাতিমারা টীলা অঞ্চলে অপ্রত্যাশিত জিওলজিক্যাল প্রব্লেম এর জন্য প্রায় ২½ কিলোমিটার মূল ক্যানেল কাটা সম্ভবপর হয়নি। এই প্রাকৃতিক বাধা কাটিয়ে প্রয়োজনীয় খাল কাটতে যে প্ল্যান, ম্যাসিনারী এবং কনষ্ট্রাকশান ব্যবস্থা দরকার তা এই কাজের তুলনায় অত্যধিক

ব্যয় সাপেক্ষ হবে। তাই তুলনামূলক সহজ উপায়ে এই ক্যানেলের কাজ শেষ করার জন্য বিস্তারিত-ভাবে অনুসন্ধানের পর একটি বিকল্প এলাইনমেণ্ট ঠিক করা হয়েছে। এই বিকল্প এলাইনমেণ্ট করতেও তিনটি ছোট টানেল করার প্রয়োজন হবে। এই কাজের জন্য দরপত্র আবেদনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে এই কাজ আগামী তিন বছরে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শুক সাগর মাঠে প্রয়োজনীয় সারফেস ওয়াটারের সোর্স নেই। গোমতী নদীর জলও দূরবর্তী হওয়ায় সেই জল পাম্প করে আনার কোন ব্যবস্থা করা অত্যধিক ব্যায়সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ। ভূ-গর্ভস্থ জল থেকে ডিপ-টিউব-ওয়েল মারফৎ কিছু অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা করতেও প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়াও অন্ততঃ এক বছর সময় দরকার।

তাইগোমতী মাঝারী সেচ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ক্যানেলের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুকসাগর এবং তার সন্নিকটবর্তী জমিতে অন্তবর্তী বিকল্প কোন স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা ইকোনোমিক্যালি ভায়াবল নয়। তবে আপতকালীন ব্যবস্থা হিসাবে শুকসাগর মাঠে বিশেষ করে নিম্নবর্তী অঞ্চলে অ্যাম্প্লয়মাণ্ট অ্যাস্যুরেন্স স্কীমএর মারফত ডাগ ওয়েল খননের চেষ্টা নেওয়া যেতে পারে।

বিষয় :—"বর্তমানে রাজ্যে লবন সংকটের ঘটনা সম্পর্কে"—

উত্তর :—

মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন কারণে যা আমি পূর্বে উল্লেখ করছি, রাজ্যের পূর্ণ চাহিদার তুলনায় লবনের পরিমাণ এই মুহূর্তে কিছু কম আছে, কিন্তু লবন সংকট বলতে যা বোঝায় তা নয়।

(১) রাজ্য সরকারের নিযুক্ত লবন সরবরাহকারী সংস্থা যে সাবিত্রী সল্ট সাপ্লায়ার্স আগষ্ট, ৯৪ ইং মাসে অর্ধেক কোটার লবন এবং সেপ্টেম্বর ও অকটোবর মাসের বরাদ্দকৃত ২ (দুই) রেক লবন আনতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য রাজ্যে লবন সরবরাহের কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রাজ্য সরকার সেই অসুবিধাগুলো সমাধানের জন্য আসাম রাজ্য সরকারের গৌহাটিস্থিত শাখা থেকে আসাম সরকারের নির্ধারিত মূল্যে ৪,০০০ বস্তা (৭৫ কেজি প্রতি বস্তা) লবন আমদানি করেন এবং রাজ্য সরকার সেই ঘাটতি পূরণে সক্ষম হোন।

(২) ১৯৯৪ ইং সালের ডিসেম্বর মাসে বরাদ্দকৃত ১ রেক (প্রায় ১৭৫০ এম.টি.) আয়োডিন যুক্ত লবন সরবরাহের জন্য মেসার্স সাবিত্রী সল্ট সাপ্লায়ার্সকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উপরোক্ত সরবরাহকারী সংস্থা সে লবন রাজ্যে এখনও আমদানি করতে সক্ষম হন নাই, প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী উক্ত সংস্থা রাজ্যে উপরোক্ত ১ রেক লবন আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট রেল দপ্তরে ইনডেণ্ট নথী ভুক্ত করেছে। রেল দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াগন বরাদ্দ হলেই উক্ত লবন রাজ্যে আনয়নের কাজ শুরু হবে।

(৩) উল্লেখ থাকে যে মেসার্স ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ (এন. সি. সি. এফ,) গোহাটি শাখাকে ১৯৯৪ ইং সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বরাদ্দ থেকে রাজ্যে ১ রেক আয়োডিন যুক্ত প্যাকেট লবন সরবরাহের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। উক্ত সংস্থা রেল দপ্তরের ওয়াগন পাবার জন্য আবেদনপত্র নথীভুক্ত করেছেন। রেল দপ্তর হতে ওয়াগন প্রাপ্তির সাথে-সাথেই উক্ত লবন রাজ্যে আনয়নের কাজ শুরু হবে।

(৪) ১৯৯৫ ইং সালে রাজ্যে লবন সরবরাহ করার জন্যে শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ ত্রিপুরা ফেয়ার প্রাইস মার্কেটিং কোম্পানী নামে এক সংস্থাকে ১ কেজি পলি-প্যাকেটের ১ রেক আয়োডিন যুক্ত লবনের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। লবন সরবরাহকারী রেল ওয়াগন পাবার জন্য আবেদন রেল দপ্তরে নথীভুক্ত করেছে এবং রেল ওয়াগন বরাদ্দ হলেই লবন রাজ্যে সরবরাহের কাজ শুরু হবে।

(৫) এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরোক্ত ৩(তিন)রেক লবন সরবরাহকারীদের মাধ্যমে রাজ্যে আনয়নের জন্যে অতি-সত্বর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওয়াগণ বরাদ্দ করার জন্য রেল দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। অধিকন্তু অতি-সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় রেল মন্ত্রীকেও দ্রুত ওয়াগণ প্রাপ্তির বিষয়ে এবং রাজ্যে লবন সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতৃক ডি. ও. লেটার যোগে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ৩ (তিন) রেক লবন (৫, ২৫০ মেঃ টন) (১৭০০ MT প্রতিরেক) রাজ্যে এসে পৌঁছলে আগামী ৫ মাস রাজ্যের রেশন ব্যবস্থায় লবন সরবরাহ অক্ষুন্ন থাকবে।

(৬) আরো উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯৪ ইং সালের বরাদ্দ থেকে ৭ (সাত) রেক লবন রাজ্যে সরবরাহের জন্য মেসার্স সাবিত্রী সল্ট সাপ্লায়ার্স এবং শ্রীসঞ্জয় দেবনাথকে তাদের নিজ নিজ টেণ্ডারে-এর রেইট অনুযায়ী নিযুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই দুই সংস্থাই বর্তমানে তাদের টেণ্ডারকৃত রেট অনুযায়ী ও ১৯৯৫ ইং সালের টেণ্ডার নোটিশের শর্ত অনুযায়ী উক্ত ৭ (সাত) রেক লবন সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয়, ফলে টেণ্ডার নোটিশের শর্ত অনুযায়ী সরকার বিধিসম্মত

ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছে। উক্ত দুই সংস্থার নিযুক্তিপত্র বাতিল করা হয়েছে। এবং তাদের টেণ্ডারের সাথে জমাকৃত ১ লক্ষ টাকা করে আরনেষ্ট মানি বাতিল গণ্য করে সরকারের পক্ষে জমা দেবার আবেদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে লবন সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে পরবর্তী টেণ্ডার এন. সি. সি. এফ গৌহাটি শাখাকে তাদের টেণ্ডারের রেইট অনুযায়ী লবন সরবরাহের নিযুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছে এবং উহারা উও আকার গ্রহণ করেছেন। সেই অনুযায়ী সল্ট কমিশনারকে এন. সি. সি এফ. গৌহাটি শাখার পক্ষে অথরাইজেশান লেটার দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এন. সি. সি. এফ. অরো ৩ (তিন) রেক (৫,১২০ মেঃ টন) আয়োডিন যুক্ত লবন রাজ্যে অতি সত্বর আমদানি করবে বলে আশা করা যায়।

(৭) ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী গণ-বণ্টন ব্যবস্থার বরাতের মধ্যে ৯০২ মেঃ টন আয়োডিন যুক্ত লবন মজুত আছে। এই পরিমাণ লবনের মাধ্যমে আগামী ২৫ দিন পর্যন্ত রেশনে লবন সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এই সময়ের মধ্যে আরো ৫২৫০ মেঃ টন লবন রাজ্যে এসে পৌঁছে যাবে। সুতরাং রাজ্যে লবন সংকটের কোন আশংকা থাকবে বলে মনে হয়না।

ANNEXURE--'D'

To

The Personal Secretary. to the Hon'ble Deputy Chief Minister TPA.
Tripura. Agartala

Sub :— Detailed Report on the alleged incident at Khadi and village Industries Commission Kamarpukur Agartala on 22-3-95.

Sir.

On 22-3.95 at 13 15 hrs Smt Dipali Barua Asstt Director of KVIC Kamarpukur Agartala Called at P S with the information that employees of her office were staging Dharna and were not allowing her to go to her office chamber.

The Assistant Director was requsted to give requisition in writing Seeking police assistance for making her way for her office chamber for her security and also' to remove the Participants of the said Dharna.

The Assistant Director took her leave at that time stating that she would send the requisition immediately This matter was enterd in Agt. East PS G. D. E. vide No 1190 dt 22-3-95

On the same day i.e. on 22-3-95 at 14-35 hrs Smt. Dipali Barua again called at P.S. and submitted a written report information that on 22-3-95 at about 10-30 hrs. while she was entry her office at Kamarpukur, A. A. Road, Sri Nirmal Ch Roy, U.D.C Sri Amrit Lal Banik Sup-l and Sri Sushil Ch. Roy, peon blocked her way and Manhandled her on the stairs and pushed her down stair and she fell down and she had to rush to G. B. Hospital for treatment then and there.

On query the Assistant Director stated that she did not visit any Hospital as yet and would Consult same doctor after wards, if required

The written information of the informant i.e. Smt. Dipali Barua was received and Agt East P.S. G.D.E No 1196 dt. 22-3-95 was not made.

An enquiry. was also taken up.

No specific case was registered on the written information of the Assistant Director as she had given variegated statements

No specifie case was also registerd as it was found that she had made incorrect statement i.e. 'rush to the G.B Hospital, etc. which she did not do at upto the time of Lodging the Complaint

Howevr the matter has been throughly enquired into & during enquiry the following facts have come up :-

i) That Smt. Dipali Barua is under order of transfer.

ii) That Sri R K. Choudury, Assistant Director joined the office on 16-3-95 but Smt. Barua is yet to hand over her charge to him.

iii) That 'Khadi Commission Karmachari union' want immediate handing over of the charge.

iv) That allegation of threatening the members of the union by the husband & son of smt. Dipali Barua inside the Office Complex is there. (ref :—Agt. East. P S. G D.E. No 1192 dt. 22-3-95

v) That Smt Barua could take entry in her office on 22-3-95 and she had a talk with Assistant Director R K.Choudhury, on that day from 11-30 hrs to 12-00hrs in her office chamber.

vi) Police visited the office and made through enquiry Allegation of Smt. Dipali Barua was not substantiated by evidence as yet.

vii) office atmosphere was found peaceful.

viii) Smt. Dipali Barua has been in Cabin No —13 of G.B. Hospital from the evening of 22-3-95.

ix) watch is being maintained on the office.

Submitted
D. Gautam 24-3-95
Inspector of police
O C. Agartala, East P.S.

To

The Officer-In-Charge.
Police Station.
Agartala East,
Tripura.

Sub : Incident at state officer Khadi and V. I. Commision premises at Kamarpukur par, A. A. Road, Agartala.

Sir,

With a great Sorrow I would like to inform you that at about 10-30 A.M. on 22-4-1995 while I was entering my office at Kamarpukur par, A. A Road, Agartala-4 Shri Nirmal Chandra Roy, U.D. C, Shri Amrit Lal Banik Sup-1 and Shri Sushil Chandra Roy, peon blocked my way and manhandled me on the stairs and pushed me down stairs and I fell down on the steps as a result, I have been suffering from severy pain in the waist and abdomen since then and I had to rush to G. B. Hospital for treatment then and there

Further I wou'd like to inform you that by their preventive activities I am compaled to suspend my official works and all offcial works are humpered.

This is for favour of your kind information and early necessary action please,

yours faithfully,
(SRI DIPALI BARUA)
ASSISTANT DIRECTOR
STATE OFFICE. KVIC
AGARTALA

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVITION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Monday, the 17 th April, 1995.

The House met in the Assembly House, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 17th April, 1995.

PRESENT

Shri Bimal Singha, Speaker in the Chair. The Dy. Chief Minister. the Deputy Speaker, 13 Ministers 38 Members.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসের বিজনেসের সম্পর্কে আমার একটি বক্তব্য আছে, সেটা হল হাউসে প্রথমেই কোশ্চান আওয়ার হবে। কারণ এটা স্টেটিউটরী প্রভিশন। উইদাউট সাস্‌পেন্ডিং দি রোস্ কোয়েশ্চন আওয়ার বাদ দেওয়ার কোন ক্ষমতা বিজনেস এডবাইজরী কমিটির নাই। অথচ এখানে আমরা দেখেছি যে বিজনেসের এডভাইজরী কমিটি তার রিপোর্টে বলে দিয়েছে-নো কোয়েশ্চন আওয়ার। কাজেই এই সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে রোলিং চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনি যে বিষয়ে বলছেন আগে আমাকে সেই বিষয়ে আসতে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— তাহলে স্যার, আমাকে বলতে সুযোগ দিতে হবে।

ANNOUCEMENT BY THE CHAIR

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I would like to inform you that the Hon'ble Chief Minister has kindly authorised Shri Baidyanath Mazumder, Dy. Chief Minister to perform the duties anddischarge the functions related to the Business of the Department allocated to him on the 17th & 18th April, 95 during his absence in the House.

এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলতে চাইছেন সেটা আমাদের রোলস্ অব প্রসিডিওর এ্যাণ্ড কনডাক্টর অব বিজনেস এ রোলস্ ৫৪, ৩৫০, ৬৬ এবং ৬৭ অলরেডী আছে। এগুলি আপনারা দেখে নিতে পারেন। তাছাড়া এই বিষয়টা বিজনেস এডভাইজরী কমিটিতে পুংখানোপুংখভাবে আলোচনা হয়েছে। কমিটি যেমন ট্রেজারী বেঞ্চের প্রতিনিধি ছিলেন তেমন বিরোধী দলের প্রতিনিধি ছিলেন। যেহেতু আমাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর মোরাজী দেশাই এর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে অবিচুয়েরী নেওয়ার প্রয়োজন আছে যেহেতু কোয়েশ্চন আওয়ার সাস্‌পেণ্ড করার ব্যাপারে কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে এবং আমি আশা করি যে, হাউস এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যে সিদ্ধান্ত দিলেন সেটি আমি মেনে নিতে রাজী। তথাপি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে কোয়েশ্চন আওয়ার তো স্টেটিউটরী প্রভিশন। আমি এই ব্যাপারে পার্লামেন্টে কি হচ্ছে টেনে আনছি না তবে এই ব্যপারে এই হাউসে আগে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা এখানে তুলে ধরতে চাইছি। সেটা হল রোল ৩৫০ অনুযায়ী কোয়েশ্চান আওয়ার সাস্‌পেণ্ড করার জন্য একটি মোশান হাউসে মোভ করতে হবে। কোয়েশ্চন আওয়ার সাস্‌পেণ্ড করার কাজটা কোন মতেই বিজনেস এডভাইজরী কমিটি করতে পারে না। এই বর্তমানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমরবাবু এবং মন্ত্রী অনিলবাবু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিরোধী দলে ছিলেন, তাদের নিশ্চয় মনে আছে যে ঐ সময়ে তদানিন্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী যিনি পার্লামেণ্টারী এফিসার ও ডিপার্টমেণ্টের মন্ত্রী ও ছিলেন এক দিনেই বাজেট পাশ করতে হয়েছিল, আর তারজন্যই কোয়েশন আওয়ার বাদ দেওয়ার জন্য তাকে একটি মোশান মোভ করতে হয়েছিল। আজও সেই রকম ৩৫০ ধারা অনুসারে একটা মোশান মোভ করে—তবেই কোয়েশ্চন আওয়ার সাস্‌পেণ্ড করতে হবে। ভারতে কোথাও নেই যে বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি হাউসের বিজনেস সাস্‌পেণ্ড করতে পারে। আপনার বক্তব্যের উপর আমি কিছু বলছি না। কিন্তু হোয়াই দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক রুলস হোয়াই ইউ উইল টেক শেলটার ইন ইট? আমি স্যার, এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাইছি। ভারতবর্ষের মানুষ জানুক যে ত্রিপুরার স্পীকার মহোদয় এই রুলিং দিয়েছেন। কারণ বিধান সভার সেক্রেটারী আণ্ডার সেক্রেটারী বা কোন কর্মচারীর বা কাহার কোনঅধিকার নেই অনরেব্যল স্পীকারকে মিস্‌গাইড করার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি হাউসের কাজ পরিচালন্‌ করার জন্য আপনি সাহায্য করুণ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— সাহায্য করেছি স্যার।

MOTION FOR SUSPENSION OF RULES.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মোরাজী দেশাইএর স্মরণে অদ্য এই সভায় গভার্ণমেন্ট বিজনেস এবং অবিচ্যুয়েরী রেফারেনস ব্যতীত অন্য সমস্ত বিজনেস স্থগিত রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। সুতরাং সংশলিষ্ট রুল সাসপেণ্ড এর ব্যাপারে আমি হাউসের অনুমতি চাইছি।

Mr. Speaker :— In pursuance of Rul,e 350 of the Rules of procedure and conduct of Business in rhe Tripura Legislative Assembly Rule 45 relating to Question Hour, Rule 66 relating to Calling Attention to matters of Urgent Public Importance and Rule 67 relating to Reference Period be suspended for today.

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোট দিলে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—Adopted.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভায় পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ১৭ই এপ্রিল সোমবার, ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৮ই এপ্রিল, মঙ্গলবার ১৯৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এ্যাড্-ভাইসারী কমিটী' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৪ই এপ্রিল, সোমবার, ১৯৯৫ইং তারিখ হইতে ১৮ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, ১৯৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য 'বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয়, প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্ত্তক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

রিপোর্টটি ধ্বনি ভোটে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker :— Now the question before the House.

Laying of a copy of the Repor of the Two-Men Commission on Delim itation of TTAADC Boundaries with the Recommendation of the Governor with respect thereto together with an explanatory Memorandum regarding the action proposed to be taken thereon by the Government of Tripura, as required under sub-paragraph (2) of paragraph 14 of the Sixth schedule to the Constitution of India,

এখন আমি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

1. Shri Aghore Debbarma (Hon' ble Tribal welfare Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Report of the Two-Men Commission on Delimitation of TTAADC Boundaries with the Recommendation of the Governor of Tripura with respect thereto together with an

Explanatory Memorandum regarding the action proposed to be taken thereon by the Government of Tripura, as required under sub-paragraph (2) of paragraph (14) of the Sixth Schedule to the Constitution of Indra.

2. Shri Baidyanath Majumdar, Deputy Chief Minister Mr. Speaker Sir I beg to eatch before the House A Copy of the Report of the followiag Repat and Accounts.

I) The Report of the Controller and Auditor General of India relating to the Accounts of the state of Tripura for the year 1993-94.

II) The Finance Accounts for the year 1993-94.

III) The Appropriation Accounts for the year 1993-94.

as required under clause (2) of Article 151 of the Constitution of India

এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উল্লেখিত রিপোর্ট এবং এ্যাকাউন্টস্ সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Baidhyanath Majumder (Hon'ble Dy. Chief Minister) :— Mr Speaker Sir. I beg to lay before the House —

a) A copy of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the Year 1993—94.

b) A copy of the Approprpation Accounts for the Year 1993—94.

c) A copy of the Finance Accounts for the Year 1993—94. as required under clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

মি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকে সভায় পেশ করা রিপোর্ট এবং এ্যাকাউন্টস, এর কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

OBITUIARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— স্মৃতি তর্পন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী রনছোড়জি দেশাই-এর স্মৃতি তর্পন। আমি স্মৃতি তর্পনটি পাঠ করছি। পাঠের শেষে সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব ২(দুই) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

স্মৃতি তর্পন :—ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজি রনছোড়জি দেশাই।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রবীন গান্ধীবাদী নেতা ও ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি রনছোড়জি দেশাই গত ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৫ইং দুপুর ১টা ৪৫মিঃ বোম্বের যশ লোক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ৯৯ বৎসর পূর্ণ করে শতবর্ষে পা দিয়েছিলেন।

মোরাজী রণছোড়জি দেশাই ১৮৯৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী গুজরাটের বুলশর জেলার ভাদেলি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। ১৯১৭ সালে উইলসন কলেজ থেকে পূরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি স্নাতক হন। পরের বছরই সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে আমেদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে কর্মরত হন। ১৯৩০ সালেই তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে বোম্বাই প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও এ, আই, সি, সি, সদস্য নির্বাচিত হন। ভারত শাসন আইন গৃহিত হবার পর বিধান সভার সাধারন নির্বাচনে সুরাট থেকে বোম্বাই বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন রাজস্ব, কৃষি ও বন দপ্তরের মন্ত্রী। ১৯৩৯ সালে মন্ত্রীত্বে ইস্তাফা দিয়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেন এবং তিন বছর কাবাগারে অন্তরীন ছিলেন। ১৯৪৩ সালে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হলে তিনি বোম্বাই-এ, বি, জি, খের মন্ত্রী সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের সাধারন নির্বাচনে বুলশর থেকে প্রতিদ্বন্দীতা কবে পরাজিত হন। কিন্তু সে বছরের শেষে আমেদাবাদ থেকে পুনরায় বিধান সভায় নির্বাচিত হন এবং মুখ্যমন্ত্রী পদে আসিন হন। ১৯৫৬ সালের নভেম্বরে বানিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রে জহরলাল নেহেরু মন্ত্রী সভায় যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রী পদে শপথ নেন। ১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনাকে সম্মান জানিয়ে মন্ত্রীত্বের পদে ইস্তাফা দেন। এরপর ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রী সভায় তিনি উপপ্রধান মন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। ঐ বছরই কংগ্রেস দল ভেঙ্গে দ্বিধা বিভক্ত হলে তিনি ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হলে, তিনি ইহার প্রতিবাদ করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে জনতাপার্টি ও তার সহযোগী দল ক্ষমতায় এলে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৭৯ সালে দলীয়অন্তবিরোধের ফলে তিনি প্রধান মন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অবিচল আস্থার জন্য তার খ্যাতি ছিল। গনতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন এবং সে জন্য জরুরী অবস্থার সময় তাকে ক্লেস সহ্য করতে হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে তার মতামত ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা মূল্যবোধ। তিনি সব সময় মূল্যবোধের রাজনীতি করে গিয়াছেন। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার বিশ্বাসী ছিলেন এবং কোন ব্যাপারেই রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই নিয়মনিষ্ঠ। তেমনি সত্যনিষ্ঠ, সদাচার, সংযত ভাষণ, শৃংখলা পরায়নতা, নিয়মানুবর্তিতা গান্ধীবাদী নেতার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট আজীবন বজায় রেখেছিলেন এই শতায়ু নেতা। ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতি ছিল তার একনিষ্ট বিশ্বাস, তাকে সারাজীবনের কর্ম পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। গীতার বানী ছিল তার জীবনের মূল অনুপ্রেরনা। তিনি যে শারীরিক ক্ষমতা বিচারেই ব্যতিক্রম ছিলেন তাই নয়, তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবেও ব্যতিক্রম ছিলেন। যা উচিত মনে করতেন, তা বলে দিতেন। তার প্রতিক্রিয়া কি হবে অনেক সময়ই ভাবতেন না। দেশের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন শক্তির নিকট কখনো মাথা নত করেন নাই। স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং স্বাধীন ভারত গঠনে তার বিরল অবদান চিরস্মরনীয়। জীবিত কুসালে তিনি পেয়েছেন দেশের সর্বোচ সম্মান 'ভারত রত্ন' আবার প্রতিবেশী পাকিস্তানের সর্বোচ খেতাব 'নিশান-ই পাকিস্তান' যা এক নজীর বিহীন ঘটনা।

এই বিশিষ্ট বর্ণোজ্জ্বল সন্তান-এর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, আমাকে এই হাউসটা বেআইনী ভাবে পরিচালিত হল। তথাপ আপনার কথায় এবং মোরারজী দেশাই এর আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তাই আমরা বিরোধী দল থেকে মেনে নিলাম। ৯৮ রুলস অব প্রসিডিউর এর তেও যে মোশানে কথা বলা আছে সেই মোশান ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আনেননি। আপনি বলেছেন তাই আমরা মেনে নিলাম।

মিঃ স্পীকার :—মোরারজী দেশাই- এর আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে এই সভা আগামী ১৮ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, ১৯৯৫ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala Tuesday, 18th April 1995 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Bimal Singha, Speaker in the Chair, the Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 13 Ministers, 39 Members.

QUESTIONS & ANSWER

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, আমি গতকাল একটা মোশান এনেছিলাম কিন্তু আজকের বিজনেসে তো দেখতে পাচ্ছি, সেটা নেই। ত্রিপুরায় সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সততা নিয়ে। এখানে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন নিয়ে রিগিং হয়েছে, প্রশ্ন হয়েছে এবং উনি বলেছেন একটা গন্ধ রাজ্যে সহ্য করা যায় না এবং বলেছেন যে রাজা দশরথ যিনি বর্ত্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরায় দশরথ দেব প্রচুর মানুষকে মেরেছেন। এটা যিনি বলেছেন, তিনি পলিটব্যুরোর গতকাল পর্য্যন্ত সদস্য ছিলেন সেই নৃপেন বাবু এই কথা বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী সদস্য, জিরো আওয়ারে আপনি এটা তুলবেন। এখন কোয়েশ্চান আওয়ার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— তাছাড়া তিনি আরও স্পেসিফিক্যালি বলেছেন বিচারের অধিকার কিংবা বাঁচার অধিকার ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও নেই। স্পেসিফিক্যালি এই সরকারের যারা প্রথম সারিতে বসে আছেন তাদের বিরুদ্ধে এই কথা বলেছেন। কাজেই রুলস অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ যে স্টেটমেণ্ট করেছেন সেই স্টেটমেণ্টের পরিপ্রেক্ষিতে নৃপেনবাবুর এই স্টেটমেণ্ট।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল আমরা একটা মোশান এনেছিলাম কিন্তু এটা আজকে আশ্চার্য্যজনক ভাবে ফুল মেজরিটির জন্য আনা হয়নি। মিঃ স্পীকার স্যার, গত অধিবেশনে ও আমরা দেখেছি মিত্রজয় পাড়ায় মহিলাদের উপর ধর্ষনের পর আপনি বলেছিলেন তদন্ত করা হবে—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, না, এই ভাবে চলতে পারেনা। মাননীয় বিরোধী নেতা আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটা শুনবেন তো। এটা তো কোয়েশ্চান আওয়ার, আপনি যেটা তুলেছেন সেটা জিরো আওয়ারে তুলবেন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী-(বনমালীপুর) :— কথাটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়ে ঠেকেছে, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আজকে সভায় এসে উনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে সমস্ত অভিযোগগুলি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জন-জীবনে যে প্রচণ্ড দুর্ভোগ এবং অনিশ্চয়তা তৈরী হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা অস্ত্র হাতে নেবার জন্য যে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং অন্যদিকে আস্ত্রিকে মানুষ মারা যাচ্ছে—

(গণ্ডগোল)

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কষ্ট করে হলেও সভায় এসে বিবৃতি দিক এটা আমরা দাবী করছি। বিধানসভা কিসের জন্য ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমার কথা হচ্ছে, আপনি এই সম্পর্কে জিরো আওয়ারে বলতে পারেন, এখন টাইম নয়। যে-হেতু আমরা এখানে রুলস অফ প্রসিডিউর এণ্ড কনডাকট্ অব বিজনেস সেটা আমরা ফলো কারি। এটা আপনারা তৈরী করেছেন আমি পাঠক মাত্র।

95. In order that a motion may be admissible it Conditions of admisibility of motion shall satisfy the following conditions, namely :-

(i) It shall raise substantially one definite issue,

(ii) it shall not contain arguments, inferences, pronical expressions, or defamatory statements.

(গণ্ডগোল)

৯৫ অনুযায়ী এটা এডমিট করা যায় না।

আমাদের সভা চালাতে সাহায্য করুন। মাননীয় সদস্যরা জানেন এই ইস্যুটি নিয়ে গতবারও আলোচনা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমাদের কাছে স্পেশিফিক ইনফরমেশান আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্যার, ও হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সেরা অসত্যবাদী। এই চক্রান্তকারীরা নৃপেনবাবুকে দ্বিতীয় হেমন্ত বসু বানানোর চেষ্টা করেছে। ওরা ষড়যন্ত্রকারী, শয়তান। ওরা হচ্ছে ১ নম্বর ঘাতক

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এই মোশান নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৭ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলাদের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী বাসে সিট রিজার্ভেশান নেই,

২। যদি সত্য হয়, তার কারণ .কি ?

উত্তর

১। ইহা আংশিকভাবে সত্য। বেসরকারী বাসে মহিলাদের জন্য শহরাঞ্চলে প্রত্যেক বাসে সংরক্ষিত ৮টি করিয়া সিট প্রথম সারিতে রক্ষিত আছে। তবে সরকারী বাসে এরকম কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

২। আইনানুগ ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী বাসে মহিলাদের জন্য সিট সংরক্ষিত থাকিবে।

*** Expunged as Ordered by the Chair.

শ্রীসুধন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টরী হচ্ছে, সরকারী বাসে মহিলাদের জন্য সীট রিজার্ভেশান করা হবে কিনা।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, সরকারী বাসে স্যার, আমরা যখন টাউন বাস চালু করব আমি আগেই বলেছি যে, শহর অঞ্চলে মহিলাদের জন্য আটটি সীট রিজার্ভেশান আছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যে টাউন বাস শহর অঞ্চলে চালু করব এবং সেখানে মহিলাদের জন্য সীট রিজার্ভেশান রাখব।

শ্রীসুধন দাস :—স্যার, বে-সরকারী গাড়ী গুলিতে মহিলাদের জন্য সীট রিজার্ভেশান করা হবে কিনা এবং কত পারসেন্ট সীট রিজার্ভেশান করা হবে।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—স্যার, দূর পাল্লার বে-সরকারী বাসে মহিলাদের জন্য সীট রিজার্ভেশান করার কিছু অসুবিধা আছে। আমি এই ক্ষেত্রে বে-সরকারী বাস মালিকদের সঙ্গে কথা বলে মহিলাদের জন্য সীট রিজার্ভেশান করা যায় কিনা তারজন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালাব।

শ্রীসুধন দাস :—কত পারসেন্ট সীট রিজার্ভেশান করা হবে

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—আলোচনা করে ঠিক করা হবে যে, কত পারসেন্ট সীট রিজার্ভেশান করা যাবে।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মালসাই (কাঞ্চনপুর) :—স্যার, প্রতি গাড়ীতে মহিলাদের জন্য সীট রিজার্ভেশান কত পারসেন্ট করে রাখা হবে।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—এটা আমি আগেই বলছি যে, বাস ওনারদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে দূর পাল্লার বাসগুলিতে মহিলাদের জন্য কত পারসেন্ট সীট রিজার্ভেশান করা হবে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীসুধন দাস :—স্যার, যারা বিকলাঙ্গ তাদের জন্য রিজার্ভেশান করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এনেছেন বিকালঙ্গদের জন্য সীট রিজার্ভেশানের কথা আমরা ভাবছি এবং সেটা আমরা হ্যাণ্ডিক্রাফট-এর যে কমিটি আছে সেই কমিটির সঙ্গে বসে আলোচনা করে ঠিক করব সমস্ত ত্রিপুরাতে বিকলাঙ্গদের জন্য যাতে সীট রিজার্ভেশান করা যায়।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে মহিলাদের জন্য কত সীট রিজার্ভেশান করা যাবে সেটা সরকার চিন্তা করছেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার তৃস্তরীয় পঞ্চায়েত ইত্যাদিতে মহিলাদের জন্য ৩০ পারসেন্ট আসন সংরক্ষিত করেছেন, কাজেই সেই অনুপাতে এখানেও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত ৩০ পারসেন্ট করার সিদ্ধান্ত সরকার নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—৩০ শতাংশই যে হবে এভাবে বলা যায় না। আমি বলছি শহর অঞ্চলের টাউন বাস গুলিতে আটটি সীট রিজার্ভেশান করেছি এবং দুরপাল্লার বাস গুলিতে কত পারসেন্ট সীট রিজার্ভেশান করতে পারব সেটা আমরা বসে আলোচনা করে তারপর জানাব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী নেতা, আপনাদের উদ্দেশ্যতো স্বফল হয়েছে, এবার বসুন। আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন। অনেকতো গণ্ডগোল করেছেন এবার বন্ধ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—এইভাবে হাউস চলতে পারেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৮

(বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা সকলে সভাকক্ষ থেকে ওয়াক্ আউট্ করেন-সময় ১১-১৫ মিঃ)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমির্টেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৬৮।

প্রশ্ন (১) :—চলতি আর্থিক বছরের রাজ্যে নূতন বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর :— হ্যা, আছে।

প্রশ্ন নং (২) :— থাকলে সারা রাজ্যে কত কিলোমিটার নূতন লাইন সম্প্রসারন করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর :—চলতি আর্থিক বছরে (১৯৯৪—৯৫ইং) পরিকল্পনা অনুসারে রাজ্যে মোট ৬৫৫ কিলো-মিটার নতুন লাইন সম্প্রসারন করা হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সারা রাজ্য ইলেকট্রিফায়েড করতে আর কতদিন লাগবে- তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, সাধারনতঃ কি ধরনের পরিকল্পনার মধ্যে আমরা ইলেকট্রিফিকেসনের কাজ করছি-তা হলো- যেমন আমরা এন, ই, সি, থেকে লোন নিয়ে করি,

তেমনি রাজ্যবাসী থেকেও লোন নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আনরা সবকিছু পাচ্ছি না। ১৯৭১ সালের সেন্‌সাস্ অনুযায়ী এক হাজারের উপরে ভিলেজ বাকি আছে। আর যে টাকা আমরা পাই তা' দিয়ে ২০০ থেকে ২৫০ ভিলেজের বেশী আমরা ইলেকট্রিফায়েড করতে পারিনা। সুতরাং সে অনুযায়ী এই চলতে থাকলে আরো কয়েক বছর সময়তো লাগবেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ১৯৭১ ইং সালেব সেন্‌সাস্ অনুযারী বিদ্যুৎলাইন সম্প্রসারন করা হচ্ছে বলে জানালেন, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সেন্‌সাস্ অনুযায়ী বিদ্যুৎলাইন সম্প্রসারন করতে গেলে এমন কতকগুলি পাড়া যেগুলি ঐতিহাসিক কারণেই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্ সেগুলি বাদ পড়ে গেছে কারণ এগুলি এখন অনেক নতুন নুতন নাম হয়ে গেছে। কাজেই এই ৭১ সালের সেনসাস অনুযায়ী বিদ্যুলাইন সম্প্রসারন করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে,। কারণ এখানে অনেক নতুন পাড়া সৃষ্টি হয়েছে, আবার পুরানোগুলিও বাদ পড়ে যাচ্ছে। কাজেই এখন আবার নতুনভাবে সর্ভে করে এই সম্প্রসারনের কাজ ঠিকমত যাতে করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা-তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, সার্ভের কাজ সাধারনতঃ আমরা করি না। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে নতুন পাড়াগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তাতে তো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমরা বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে দুই ধরণের কাজই করে থাকিইন্‌টেন্সিফায়েড্ ইলেকৃট্রিফিকেসনের যে প্রোগ্রাম রয়েছে সে প্রোগ্রামে আমার এসব নতুন নতুন যেগুলি এক্‌স্‌টেনডেড হয়নি বা ভিলেজের কোন অংশে বাকি রয়ে গেছে সেগুলিকে হেম্‌লিট হিসেবে আমরা ধরে বিদ্যুতের কাজ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। তবে ইলেকৃট্রিফিকেসনের ক্ষেত্রে আমরা আগে এই দুই ধরণের প্রোগ্রামেই ব্লকে জানিয়ে দেই। এবং এখন সেখানে যেসব পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে আমরা তদেরকে জানিয়ে দিয়ে থাকি। তারাই ঠিক করবে কোথায় লাইন সম্প্রসারন করা হবে। এবং এই পঞ্চয়েত সমিতিগুলির সুপারিশ অনুযায়ী আমরা সেখানে ইলেকট্রিফিকেসান করে থাকি। সুতারাং, যেটা আছে ভার্জিন ভিলেজে নতুন লাইন করার জন্য এক ধরণের প্রোগ্রাম রয়েছে এবং অন্য ধরণের প্রোগ্রাম হচ্ছে-এস, টি, এবং এস, সি, ভিলেজগুলিকে ইলেকট্রিফিসাণ করা। কাজেই, এই দুই ধরণের প্রোগ্রামেই সেগুলি কভার করা যায়, কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না-যে ১৯৭১ সালের যে সেন্‌সাস্ ছিল এবং তার পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে যে সেন্‌সাস্ করা

হইয়াছে। কিন্তু এখন অবর্দি আমরা দেখেছি যে মহকুমাস্তরে যে অফিসগুলি রয়েছে সেগুলিতে এই ১৯৯১ সালের সেন,সাস, রিপোর্ট এখনো গিয়ে পৌঁছায়নি। যারফলে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি গুলিকে নতুনভাবে কোথায় বিদ্যুৎ লাইন করা হবে সে ব্যাপারে প্রপোজাল পাঠাতে অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই ১৯৯১ সালের সেন,সাস, রিপোর্ট সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯১ সালের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টের উপর যদি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে কিছুটা অসুবিধা হয়ে যাবে। কারণ, ৪৩০০ এর বেশী ভিলেজ ১৯৭১ সালের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট এ ছিল-এটা কমে ১৯৯১ সালের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট এ ৮৫৫ টির মত ভিলেজ করা হইয়াছে। সুতারাং, সে অনুযায়ী সবই হয়ে যাওয়ার কথা। যারফলে এখন যেটা করা হচ্ছে- হ্যামলেট ট্রীট করে আমরা করছি। আর ১৯৯১ সালের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—এই সংখ্যা কমে ১৯৯১-এর সেন্সাসে ৮৬৫টি গ্রাম হয়েছে। সেই অনুযায়ী সবই হয়ে যাওয়ার কথা। এখন সেটা করা হচ্ছে হেলমেট ট্রিট করে। ঐ সেন্সাস রিপোর্টের প্রশ্ন এখানে নেই। তবে দপ্তর থেকে সেগুলি জানিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিদ্যুৎতের লাইন সম্প্রসারন করার জন্য কল্যানপুরে একটি সাব-স্টেশান তৈরীর কথা ছিল। ১৯৯৩-৯৪ই' এবং ১৯৯৪-৯৫ইং-এর সিডিউলে অর্থাৎ সিভিল ওয়ার্কে এতদিন পর্য্যন্ত ধরা ছিল। কিন্তু এই বছর আমরা দেখলাম যে কল্যানপুরে সাব-স্টেশান করার কোন উল্লেখ নেই সেই সিডিউলে। সেটা খোজ নিয়ে দেখে কল্যানপুরে একটি সাব-স্টেশান স্থাপনের কথা সরকার চিন্তা-ভাবনা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, এটা অলাদা প্রশ্ন। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক ও সুধন দাস এক সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্রীসুধন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহুরী নদীর উপর একমাত্র কাঠের ব্রীজটির খুবই খারাপ অবস্থায় আছে।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ব্রীজটিকে মেরামত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩) এই ব্রীজকে মেরামত করার জন্য গত মার্চ, ১৯৯৩ইং সাল থেকে ১৯৯৪ইং সালের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যান্ত মেরামতের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কাঠের ব্রীজটি মেরামতের প্রয়োজন ছিল।

২। জরুরী ভিত্তিতে কাঠের সেতুটি বিশেষ মেরামত এবং ব্রীজটির শক্তি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য এস্টিমেট তৈরী করে ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৯৫ টাকার চুক্তিতে দরপত্র আহ্বান করার ব্যবস্থা হয়েছে। যদিও এস্টিমেট কস্ট ছিল ২১ লক্ষ ৭০০ টাকা। আমরা কনট্রাকটার নিয়োগ করেছি।

৩। মোট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৫১০ টাকা ঐ সময়ে খরচ হয়েছে।

শ্রী সুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মহুরী নদীর উপর এই একটি মাত্র কাঠের ব্রীজের মাধ্যমেই বিলোনীয়া শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে এই ব্রীজটি মেরামত হচ্ছে খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে। এই ব্রীজটাকে পাকা ব্রীজ বা ঝুলন্ত ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। যেহেতু এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরেই একটি পাকা সেতু নির্মান করা হচ্ছে সেই জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে নানা কারণে, এই ব্রীজটির নির্মানকার্য্য বিলম্বিত হচ্ছে। তবে আমরা আশা করছি আগামী ১৯৯৬-৯৭ইং সালে এর নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। সেই জন্য সামান্য দূরে আর একটি পাকা ব্রীজ বা ঝুলন্ত সেতু নির্মানের কোন ইচ্ছা বা সম্মতি সরকারের নেই।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, পাকা ব্রীজটির নির্মান কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেলেও বিলোনীয়া শহরের সঙ্গে যোগাযোগ এই কাঠের সেতুটিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। তাহলে বিলোনীয়া শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। এই কথা চিন্তা করে এই ব্রীজটিকে স্থায়ী করার কোন চিন্তা সরকার করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক জাগাতে এক্ষুনি পাকা ব্রীজ নির্মানের প্রয়োজন হয়েছে। দাবীও আছে। কাজেই, সামান্য দূরত্বে দুটি পাকা ব্রীজ করার কোন সম্মতি সরকারের নেই। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকা ব্রীজটি নির্মান করব। সেইজন্য কাজও চলছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পিকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬৮।

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের খোয়াই নদীর উপর পাহাড়মুড়া ব্রীজের কাজ কবে সম্পুর্ণ করা সম্ভব হবে,

২। খোয়াই নদীর উপর প্রস্তাবিত কল্যাণপুর ব্রীজের কাজ আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। উক্ত ব্রীজের কাজ জুন ১৯৯৫ইং নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। বর্তমানে পরিকল্পনা নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আগামী ১৯৯৫ইং সাল নাগাদ শেষ হবে। এটার কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার স্যাংশান করে কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজ শেষ হয়নি। গত ৫ বছর কাজ ছিলনা এখন শুরু হয়েছে। ঐ এলাকার জনগনেব সুবিধার জন্য যাতে খুব শীঘ্রই এটা চালু করা যায় তার জন্য মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ গ্রহন করবেন কিনা ?

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এই যে কল্যাণপুর ব্রীজ প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে চীফ সেক্রেটারী কল্যাণপুর পরিদর্শণ করে একটা কথা বলেছেন এবং পরবর্তী সময় বামফ্রন্ট সরকারও সেটাকে গ্রহণ করে সেখানে মাননীয় মন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী উনিও সেই দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে একটা সার্ভে করে একটা জায়গা সিলেকশান করে রেখেছিলেন। এবং বলেছিলেন যে, তৃতীয় বারে আমরা সেটা করব। কথা দিয়েছিলেন কড়ইমুড়া ব্রীজের কাজ শেষ হলে আমরা এই কল্যাণপুর ব্রীজের কাজ হাতে নেব। কাজেই, সেই হিসাবে যেহেতু কড়ইমুড়া ব্রীজের কাজ সমাপ্তির পথে সেই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা গ্রহের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি এখন একটা স্থায়ী ব্রীজ করতে কম করে ২ কোটি টাকা লাগে। কাজেই, আমাদের যে আর্থিক অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে এবং জোট আমলের খাও সব শোধ করতে পারিনি। তাছাড়া ফ্লাড ডেমেজ সব এখনও মেরামত হয়নি। কাজেই, এগুলি আমরা এখন চিন্তাভাবনা করছি না। এই সমস্ত নতুন নতুন স্থায়ীব্রীজের যে প্রস্তাব আসছে সেগুলি করা সম্ভব না। তাছাড়া এইগুলি এখন বিবেচনার মধ্যে এখন নেই।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ে জানা আছে কিনা যে, পাহাড়মুড়া স্থায়ী ব্রীজটা এবং তার সংলগ্ন দুপারের যে অ্যাপ্রোচ রোড সেটার কাজ দ্রুত গতিতে চললেও সেই ব্রীজের বাকি অংশ যেটা কালীবাড়ী থেকে শুরু করে হাসপাতাল অবদি লিংক রোড, যেটা তার ক্ষতিপুরনের টাকা এখন পর্য্যস্ত সবাইকে দেওয়া হয়নি এবং সেই রাস্তার কাজ শুরু করার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কোন উদ্যোগও ইদানিং কালে দেখা যায়নি। কাজেই, পাহাড়মুড়া ব্রীজ সেটা ৯৫ইং সাল নাগাদ চালু করা যাবে কিনা তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করতে চাই যে, এই

ব্যাপারে উনি খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কিনা যে, ঐ কালিবাড়ী থেকে হাসপাতাল অবদি বাকি অংশের কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং রাস্তার কাজশুরু করার জন্য উদ্যোগ কবে পর্য্যন্ত নেওয়া হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কালীবাড়ী থেকে ব্রীজ পর্য্যন্ত তার পজিশনটা ঠিক আমার জানা নেই এবং ব্রীজ সম্পূর্ণ করার জন্য দুই সাইডের অ্যাপ্রোচ যেটা সেটার কাজ আমরা তাড়াতাড়ি করব এবং তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সুভাষপল্লি উপর খুব একটি সরু রাস্তা আছে। সেটা নিয়ে যে চিন্তাভাবনা করেছি সেই করুইমুড়ার ব্রিজ তাদের সেটি সফল হবে না। কাজেই, মূল যে রাস্তা সেই রাস্তার সঙ্গে যুক্ত আছে। হাসপাতালের সঙ্গে এই রাস্তাটা অনতি বিলম্বে শুরু করা হবে কিনা, এটা হল একটা দিক। স্যার, এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছি সেটা এই ব্রীজটা গত বছর বন্যার সময় সংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নদী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এর জন্য দপ্তর থেকে উদ্যোগ নিয়ে ব্রিজের উপরের অংশ পাকা দিয়ে এটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বাকী যে অংশের কাজ যেভাবে চলছে সেটি আগামী বন্যায় আবার বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কাজেই, বাকী অংশের কাজ অতি দ্রুত শেষ করা হবে কিনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রাস্তা সম্পর্কিত আলাদা প্রশ্ন করলে ভাল। আমার প্রশ্ন যেটা এখানে আছে যে ব্রিজ কমপ্লেট হবে কিনা ? ব্রিজের কনসট্রাকশন কাজ শেষ হয়ে গেছে। এর সঙ্গে অন্য কোন প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। এবং এছাড়া যদি রাস্তা সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন আছে লাগলে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি জবাব দেব। দ্বিতীয়তঃ যে ভাঙন প্রায় এক কিলোমিটারের মত তারজন্য যে অর্থ ব্যয়ের দরকার ছিল গত বছর সেই সুযোগ আমাদের ছিল না। আমি আগেই বলেছি, আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আমরা ততই করেছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এখানে কল্যাণপুর ব্রিজ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এখনো চিন্তাভাবনা করা হয় নাই। স্যার এখানে বলতে হয় যে ভৌগলিক দিক দিয়ে ঐ

খোয়াই অঞ্চলের প্রমোদনগর কেন্দ্রে এবং কল্যাণপুরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে সেটা খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই কারণে এলাকার একমাত্র হাসপাতাল কল্যাণপুর সেখানে প্রমোদনগর থেকে ৫০, ৬০ হাজার লোক সেই হাসপাতালে আসার জন্য কোন সুযোগ নেই। স্যার, ভৌগলিক দিক দিয়ে এটা যোগাযোগের খুবই প্রয়োজন। সেইহেতু দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার এটা স্বীকার করেছিলেন যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— এখন করইমুড়া ব্রিজের কথা বলা হচ্ছে। প্রশ্নটা আলাদা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৭৬

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্ব ২৭৬

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা কত

২) রাজ্যে গোমতি, রোখিয়া, বড়মুড়া বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং আগরতলা ডিজেল পাওয়ার জেনারেটর গড়ে প্রতিদিন কত ম্যাগওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

৩) বহি রাজ্য থেকে প্রতিদিন গড়ে কি পরিমান বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

৪) রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভাগ ভিত্তিক প্রতিদিনের গড় চাহিদা কত।

৫) বহি রাজ্য থেকে আগত এবং রাজ্যে নিজস্ব উৎপাদিত বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ দপ্তরে বিভিন্ন বিভাগে বণ্টনের রীতি কি ?

উত্তর

১) সারা রজ্যে বিদ্যুৎতের চাহিদা পিক আওয়ারে ৭৮ ম্যাগওয়াট।

২) সব মিলিয়ে ৩৩.৫ ম্যাগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

৩) বর্তমানে প্রতিদিন ১০ ম্যাগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে।

৪) ধর্মনগর -৫.৫ ম্যাগাওয়াট, কৈলাশহর -২.৫ ম্যাগাওয়াট, কুমারঘাট ও মনু-২.৭ ম্যাগাওয়াট, আমবাসা -১.৬ ম্যাগাওয়াট, কমলপুর-১.৬ তেলিয়ামুড়া-৩. ম্যাগাওয়াট, আগরতলা-২.৩ ম্যাগাওয়াট, কলেজ টিলা-৩ ম্যাগাওয়াট, জীরানীয়া-৩ ম্যাগাওয়াট, মোহনপুর-১.৭ ম্যাগাওয়াট, খোয়াই-২.৪ ম্যাগাওয়াট, বিশালগড়-৩.৫ম্যাগওয়াট, মেলাঘর-২ ম্যাগাওয়াট, বাধারঘাট-১০ম্যাগাওয়াট, রবীন্দ্রনগর ২.৫ম্যাগাওয়াট, যতনবাড়ী ও অমরপুর-২.২ ম্যাগাওয়াট, এবং উদয়পুর এবং বাঘমা-১০.৫ ম্যাগাওয়াট।

৫) আমাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৩৩.৫ ম্যাগাওয়াট এবং বহিরাজ্য থেকে ১০ ম্যাগাওয়াট পাচ্ছি। মোট ৪৩.৫ ম্যাগাওয়াট বিদ্যুৎ হচ্ছে। যদি তাতে শতকরা করি তাহলে সেখানে দেখা যায় আমাদের যা চাহিদা ৫৫.৭ শতাংশ বিদ্যুৎ এখানে পাওয়া যায়। সুতরাং, যেখানে যত বিদ্যুৎতের চাহিদা আছে সেই অনুযায়ী আমরা বিদ্যুৎ বন্টন করে থাকি।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, বিদ্যুত আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে রাজ্যে যখন খরা পরিস্থিতি চলছে এই সময়ে রাজ্যে রাজ্য সরকার জরুরী ভিত্তিতে এই খরা মোকাবিলা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশেষ করে জলসেচ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিন্তু এতে বিদ্যুৎতের যে ঘাটতি এই ঘাটতি একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখানে বিভিন্ন বিভাগে যে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। ৫৫, ৭ ম্যাগাওয়াট চাহিদার যেটা বিভিন্ন বিভাগে দেয়া হয় সেটা সব বিভাগ ঠিকমত পান কি না মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—এই ঘাটতি যেভাবে ভাগ করা হয় তাতে কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। বিদ্যুৎ প্রাপ্তি সব জায়গাতে ঠিকমত হয় না, কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়। সেই কারণে কিছু অসুবিধা হয়। তবে সাধারণভাবে এই নিয়মে চাহিদা অনুপাতে বিভিন্ন বিভাগকে দেওয়া হয়।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা):— সাপলিমেণ্টারী স্যার, বর্তমানে আগরতলা শহরে এবং রাজ্যে যেভাবে লোড সেডিং হচ্ছে, এতে পাওয়ার পাওয়াটা একটা একসেপশ্যান, এটা সবাই জানে, দিনে রাত্রে সমানে লোড শেডিং চলছে। দুই ঘন্টা থাকলে দুই ঘন্টা থাকবেনা। অবশ্য ভি, আই, পি, এবং পাবলিক ইমপোর্টটেন্ট জায়গাতে সব সময় থাকে। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রী এবং মানুষের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, সাফার করছে। এটাকে দূর করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে ১৯৯৭ সালে আমরা বিদ্যুৎক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু যেভাবে অবনতি হচ্ছে তাতে এই টার্গেটটা ঠীক থাকবে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এটা বুঝতে যে, আসলে আমরা যে বিদ্যুৎ পাই তার দু'টা সোর্স আছে। একটা হচ্ছে, হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট এবং অন্যটি হচ্ছে, গ্যাস ভিত্তিক। সেটা আমাদের রাজ্যে শুধু নয় সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে ওয়াটার লেভেল অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেছে যারফলে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের যার থেকে আমরা বিদ্যুৎ পেয়ে থাকি সেটা পাচ্ছি না। আমরা বলছি, গড়ে ১০ মেগাওয়াট পাচ্ছি। কিন্তু পিক আওয়ারে ২ মেগাওট মাত্র পাচ্ছি। আমরা আমাদের ডম্বুর থেকে ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু জলের অভাবে নির্দিষ্ট সময় আমরা চালাতে পারছি না। বিকেল চারটা থেকে রাত্র ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত চালাচ্ছি। তাও কতদিন পারা যাবে তা বলা যাচ্ছেনা। এরফলে সেখানে মাত্র ১০ মেগাওয়াট উৎপাদন করতে পারছি। মাননীয় সদস্য বলেছিলেন, লোড সেডিং-এর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে তা আগাম জানানোর জন্য। কিন্তু তা সম্ভব নয়; কেননা, উত্তর পূর্বাশ্চলের সোর্স থেকে আমরা কতটা বিদ্যুৎ পাব তা আগাম জানতে পারিনা। যদি আমরা কতটা বিদ্যুৎ পাব সে গ্যারাণ্টি থাকত, তাহলে সময় সীমা বেঁধে দেওয়া যেত। মাননীয় সদস্যের ২য় প্রশ্ন ছিল, বিদ্যুতের অভাব পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, এটা হঠাৎ করে করা যাবে না। পাওয়ার ষ্টেশনের যেসব ইউনিট চালু করার কথা তা যদি করা যায়, তাহলে ১৯৯৭ সালে অভাব ঘুচবে। তবে এটা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে গ্যাস টারবাইন সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা আমাদের রাজ্যেত নয়ই গোটা ভারতবর্ষেই তৈরী হয় না। এ জন্য আমাদের এমেরিকা ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে কোলাবরেশনে করতে হচ্ছে। যদি সব কিছু ঠিক মত পাওয়া যায়, তাহলে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে করতে পারব। কিছু সময়ের হের ফের হতে পারে। তবে প্রজেক্টের কাজ চলছে তাতে বাধার সৃষ্টি না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করতে পারব।

ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

রতনলাল নাথ (মোহনপুর) :—মাননীয় সদস্য অনুপস্থিতি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩৪

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩৪

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩৪

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে দুর্গা চৌমুহনী-বড়জলা বিমানবন্দর রাস্তায় কাটা খালের উপর পাকা সেতু নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে। তবে এই বছরেই শুরু করা যাবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন

২। থাকিলে, তাহার কাজ করে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। এ্যাষ্টিমেট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা যায়, তবে এ্যাষ্টিমেট শেষ হবার পর ১৯৯৫-৯৬ ইং সনের শেষ ভাগে

কাজ হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অর্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত টাউন ডেভেলাপমেণ্টের জন্য যে টাকা পেয়েছিলাম তার বাইরেও টাকা পাবার জন্য এ্যাষ্টিমেট রিপোর্ট পাঠাব। টাকা পেলে কাজ শুরু করব।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— দূর্গা চৌমুহনীতে এই ব্রীজটি কাঁচা ব্রীজ। শহরের যে কয়েকটা আউট লে আছে, যেমন বটতলায় পাকা ব্রীজ। ঘোড়া আস্তাবলে পাকা ব্রীজ। এখানে পাকা ব্রীজ না থাকায় ট্রাফিক, গাড়ী-ঘোড়া, মানুষ সবারই খুব অসুবিধা হয়। কাঁচা ব্রীজ এক সপ্তাহ ব্যবহার করার পরেই ভেঙ্গে যায়। একেবারে ভেঙ্গে না গেলে ঠিকও করা হয় না। এই ব্রীজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজ এবং সে জন্য এই ব্রীজটা প্রায়রিটি বেসিসে করা দরকার। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন কিনা ? এবং যে কাঠের ব্রীজ আছে তার একদিকের রেলিং নেই তাছাড়া ব্রীজটির অবস্থা খুবই করুন। এই সমস্ত ব্রীজগুলি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার খুবই সহানভুতিশীল এবং এই ব্যাপারে আমরা অলরেডি নির্দেশ দিয়েছি। এখন আমাদের যে সঙ্গতি আছে সেই সঙ্গতি অনুযায়ী আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। দুটি কাঠের ব্রীজের কাজই আমরা হাতে নিয়েছি এবং এই সমস্ত কাজের জন্য আরও অনুদানের প্রয়োজন সে জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। এই কাঠের ব্রীজ ঘন ঘন মেরামত করার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায় তাছাড়া মেচুয়রড কাঠও পাওয়া যায় না এবং অনেক সময় দেখা যায় এই সমস্ত কাঠের ব্রীজের কাঠগুলি চুরি হয়ে যায় ফলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভাবে কাঠের ব্রীজ সব সময় মেরামত করতে আমাদের প্রচুর টাকা চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রিপ্লেইসমেন্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এইভাবে মেরামতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেটা আমাদের একটা সমস্যা

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ৭৫৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যে সমস্ত বেকার যুবক-যুবতী বিভিন্ন নির্বাহী বাস্তুকারের দপ্তরের অধীনে ডিড ফর্মের মাধ্যমে ঠীকেদারীর কাজ পেয়েছে, তাদের মধ্যে এস. সি, এস. টি ও অন্যান্যদের সংখ্যা কত? (রাজ্যের প্রতিটি নির্বাহী বাস্তুকারের দপ্তর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাবে)।

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় প্রাপ্ত ডিড ফর্মের ডিভিসন ভিত্তিক হিসাব

ডিভিসানের নাম	সাধারণ	তপশীলি জাতি	তপশীলি উপজাতি
১। আমবাসা ডিভিসন	৬৭	৭৩	১০৪
২। কুমারঘাট ডিভিসন	১০০	১৭২	১২৭
৩। কাঞ্চনপুর ডিভিসন	৭৭	১২	৭৬
৪। নদার্ন ডিভিসন	৫৫০	৪২	১৩৭
৫। কৈলাসহর ডিভিসন	২৬০	৪৪	৪৪
৬। সাউদার্ন ডিভিসন নং-১	৩৩৯	৪২	১৩৩
৭। সাউদার্ন ডিভিসন নং-২	৭৫৮	৩৪	১৪১
৮। সাউদার্ন ডিভিসন নং-৩	২৯৯	৩৫	৮০
৯। অমরপুর ডিভিসন	১০৯	২৩	৭৫
১০। আগরতলা ডিভিসন নং-২	৪৪৮	১৫	২৫৮
১১। আগরতলা ডিভিসন নং-৪	৬৬৫	৩৪	১৮৬
১২। আগরতলা ডিভিসন নং-৫	৮৪	১৩	১৮

ডিভিসনের নাম	সাধারণ	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি
১৩। পুলিস ইঞ্জিনীয়ারিং সেল	৩৩	—	—
১৪। আগরতলা ডিভিসন নং ১	৪৭৯	২০	১১
১৫। আগরতলা ডিভিসন নং ৩	২৩১	১৯	৩৬
১৬। তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	৩২৬	৭৭	২৪৫
১৭। ইণ্টারন্যাল্স ইলেকট্রিফিকেশান ডিভিসন	৬১	১৪	৩৬
১৮। স্টোর ডিভিসন	৬	—	১
মোট	৪৮৯২	৬৬৯	১৭০৮

২। যেসমস্ত ডিড ফার্মকে কাজ দেওয়া হয়েছে তার হিসাব সংযোজনী 'খ' দ্রষ্টব্য। সেটাও আমি পড়ে দিচ্ছি।

ডিভিসনের নাম	সাধারণ	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি
১। কুমারঘাট ডিভিসন	৭৪	১৬৮	৩৮
২। কাঞ্চনপুর ডিভিসন	৪৫	৮	৫৪
৩। নদার্ন ডিভিসন	১৩০	৩২	৮১
৪। কৈলাসহর ডিভিসন	১০৫	২৬	৩২
৫। আমবাসা ডিভিসন	৬০	২৬	৪০
৬। আগরতলা ডিভিসন নং ১	৩৫১	১৩	৪
৭। আগরতলা ডিভিসন নং ৩	৯২	৯	২৬
৮। তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	১১০	৪০	৮৭
৯। ইণ্টারন্যাল ইলেকট্রিফিকেশন ডিভিসন	৫৬	১৪	২৬
১০। স্টোর ডিভিশন	১	—	—
১১। আগরতলা ডিভিসন নং-২	৩২	৯	১৩৬
১২। আগরতলা ডিভিসন নং-৪	৫৩	২৫	৫৪

১৩। আগরতলা ডিভিশন নং-৫	৮	৪	৮
১৪। সাউদার্ন ডিভিশন নং-১	৫৬	১৩	৪৮
১৫। সাউদার্ন ডিভিসন নং-২	৫৫	৫	১২
১৬। সাউদার্ন ডিভিসন নং-৩	৫৯	১৬	৩৯
১৭। অমরপুর ডিভিসন	৪৪	১৩	৩৬
১৯। পুলিশ ইঞ্জিনীয়ারিং সেল	—	—	—
মোট	১৩৩১	৪১৫	৭২১

শ্রীখগেন্দ্র জমাতীয়া :— সাপ্লিমেটারী স্যার, আমরা জানি উপজাতি যুবক যুবতীদের ডিড ফর্মে কাজ দেওয়া হয় কিন্তু যেখানে ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার ডিড ফর্মকে কাজ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে এক একটা ডিড ফার্ম ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজারের মধ্যে কাজ পাচ্ছে। আমরা দেখেছি ৩ জনের যে ডিড ফর্ম্ম তারা ২০ থেকে ২৫ হাজারের মধ্যে কাজ পাচ্ছে। এইরকমই বেশীর ভাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি এই ডিড্ ফর্মে কাজ করার পরে বিল পেতে প্রায় ১.২ বৎসরের মত সময় লেগে যায়। স্বাভাবিক ভাবে যারা অন্যের কাছ থেকে টাকাপয়সা নিয়ে কাজগুলি করেন তাদের পক্ষে বিলটা পেতে এত দেরী হলে খুবই অসুবিধা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ থাকবে যারা ডিড্ ফর্মে কাজ করবেন তাদের বিলগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া যায় সেটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— এই বিষয় নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে। বড় বড় কাজ যেগুলি সেগুলি ডিড্ ফর্মে দেওয়া যায়না, দ্বিতীয়ত অর্থের সংগতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শুধু পি, ডাব্লউ ডির পক্ষে এত বেকার যুবক যুবতীদের কাজ দেওয়া খুবই কঠিন। অন্যান্য দপ্তরকেও বলা হয়েছে কিছু অংশ গ্রহন করার জন্য যেখানে যেখানে দেওয়া সম্ভব। কাজেই আমরা এই লিমিটেশানের মধ্যে কাজ দেবার চেষ্টা করছি। ট্রাইবেল উপজাতি যারা রয়েছেন আমি বলেছি এই ড্রিডের হিসাব বাদেও শুধু গত বছরের যারা ডিড ফর্ম করতে পাবেন নি, রিমূভ্ড এরিয়াতে ট্রাইবেল যারা আছেন তাদের জন্য এক কোটি টাকার অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হয়েছে। এইটা আমি বলেছি। কাজেই আমাদের মধ্যে যতটুকু আছে পূর্ত দপ্তর চেষ্টা করছে, অন্যান্য দপ্তরগুলিকেও আমরা রিকোয়েষ্ট করেছি তারাও

যাতে কিছু কিছু কাজ দেন। কারণ আমাদের যে আর্থিক সঙ্গতি তার মধ্যে মেক্সিমাম যতটুকু দেওয়া সম্ভব আমরা ততটুকু দিচ্ছি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন পি, ডব্লিও ডি, এগজিকিউটিভ অফিসের মধ্যে ডিডের যে সিরিয়েল সেই সিরিয়েলকে ডিঙ্গিয়ে বিভিন্নভাবে কিছু হচ্ছে, এই রকম আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। এখন মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি যে, সিরিয়েল মেনটেনসের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ট্রাইবেলদের জন্য কি করা হয়েছে প্রায়রিটির ভিত্তিতে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ পেলে সুবিধা হয়। এমনিতে বলা আছে প্রতি ছয়টা কাজের মধ্যে দুইটা টাইবেল ডিড্‌কে দেওয়া হবে এবং একটা তফসীলি জাতিভুক্ত ডিডফার্মকে দেওয়া হবে। কোথায়ও ভাইয়লেশান হলে পরে যদি সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আসলে একশান নেওয়া হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলো সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—"A"

(বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষে প্রবেশ ও আসন গ্রহণ)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, প্রশ্ন আওয়ারের প্রথম দিকে মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ যে অসত্য এবং অবাস্তব যে সব উক্তি করেছেন আমি হাউসের দৃষ্টি আর্কষণ করে এই কথা বলতে চাই যে এটা কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এমন কোন অসত্য বা আনপার্লামেণ্টরী শব্দ এখানে ইউজ করা হয়নি যেটা কার্য্যবিবরনী থেকে বাদ যেতে পারে, পার্লামেণ্টরী ডেমোক্রেসীর বাহিরে এখানে কিছু বলা হয়নি যেটা বাদ যেতে পারে। আমি মনে করি সম্পূর্ণ অবাস্তরভাবে উনি হাউসকে তাঁতিয়ে দেওয়ার চেস্টা করছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, হাউসের কার্য্যের সঙ্গে কোন রকমের সম্পর্ক নাই বলেই আমি এই কথাটা এখানে উত্থাপন করেছি, এবং ওরা যেগুলি বলেছেন সেগুলি খুবই অসত্য এবং অবাস্তব। বাস্তবের সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক নাই এবং এগুলির কোন বাস্তবতা নাই।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—স্যার, উনি স্পেসিফিক্যালী বলুন যে কোনটা কার্য্যবিবরনী থেকে বাদ দেওয়া হোক।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, ওদের যেটা বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে, *** এভাবে যেগুলি ওনারা বলেছেন এইগুলি সবই অসত্য এবং এগুলিকে কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এইগুলি অ্যাকসপানজ করা হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :—তাহলে কি আপনি লতেব চান যে আমরা হাউসে কথা বলতে প্যারব না।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—তাহলে কি পাবলিক ইন্টারেষ্টে কোন কথা বলা যাবে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—স্যার, এইভাবে বিরোধী দলকে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য সচেতক স্বভাবতই ওনার অধিকার আছে, উনি দীর্ঘদিন যাবত এই অ্যাসেমব্লিতে আছেন বা বৈদ্যনাথবাবু উনিও দীর্ঘদিন যাবত আছেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সিনিয়র। কিন্তু আমরা একটা জিনিষ বুঝতে পারছি না যে, হাউসে এসে আমরা পাবলিক ইন্টারেষ্টে কোন কথা যদি বলে থাকি, কোন গণধর্মনের কথা যদি বলে থাকি বা একজন এখানে সিটিং মেম্বারের অভিযোগের ব্যাপার যদি কোন কথা বলি তাহলে আন-পার্লামেন্টরী হয়। আমি জানি না ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী এর চেয়ে বেশী আর কোথায় আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা কোথায় আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ইউজ করেছি সেটা স্পেসিফিকভাবে বলতে হবে।

*** Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—এই সম্পর্কে অলরেডি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুলিং দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন আন্-পার্লামেণ্টারী ওয়ার্ড ইউজ করে থাকেন তবে মাননীয় মুখ্য সচেতক মহোদয় সেটা স্পেসিফিকভাবে বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—বিধানসভা চলতে দিন। বিধানসভার কার্যবিবরণী যা আছে তাই থাকুক্। এসব করে কোন লাভ নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ আপনারা বসে পড়ুন এবং সভার কাজ চালাতে সাহায্য করুণ।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—এখন নৃপেনবাবুকে নিয়ে কথা বলার অধিকার নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছেন। তাই এই সব কথা হচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—যারা হাউসের ভিতরে ও বাইরে নৃপেনবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল তাদের কথা বলার কোন অধিকার এই হাউসে নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যরা বসুন। একটি শোক প্রস্তাব আছে। এটা শেষ করতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, এখন বিজনেস্টা কি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— একটি শোক প্রস্তাব আছে, আপনারা বসুন দয়া করে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— ওরা সভার কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলছে। এই ব্যাপারে আপনার রুলিংটা কি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এটা এখন কি করব? আমি বসার আগেই এটা হয়ে গিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, ধান ক্ষেত ছাগল দিয়ে কর্ষণ করা যায় না। গরুর দরকার হয়। সমরবাবু ছাগল দিয়ে ধান ক্ষেত কর্ষণ করাতে চান।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— অবিচুয়ারীটা পাশ করতে দিন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমরা জিরো আওয়ারের স্কোপটাতো নেব?

মিঃ স্পীকার ঃ— জিরো আওয়ারের ১৫ মিনিট চলে গেছে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী ঃ— আপনিতো বিধানসভা এক্সটেন করেন। এখানে শুরু করেছেন উনি, আমরাতো শুরু করিনি। উনারা চাইছেননা আমরা এখানে কথা বলি এটা পরিষ্কার এটা প্রমানিত।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য

(গণ্ডগোল)

(গণ্ডগোল)

শ্রীসগর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আপনি বিজনেস শুরু করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনি আবার রক্ষা করলেন। এই বিধানসভাকে, ট্রেজারীবেঞ্চকে আবার রক্ষা করলেন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— না না উনিও রক্ষা করতে থাকবেন আমরাও বলতে থাকব, উপায় নেই। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমাদের বলতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আলটিমেটলি গণতন্ত্রকে শেষ করেছেন। ওদের রক্ষা করেছেন না হলে এই হাউস — — আপনি না থাকলে এই হাউসে ওদের দুর্গন্ধে ——।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— স্যার, হাউসে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। যেভাবে হাউস এটা জিরো আওয়ারের আগে উঠুক বা পরে উঠুক। জিরো আওয়ারে আমার সাংবিধানিক অধিকার আছে সেটা তোলার। আমি আপনার কাছে আগে আবেদন করেছিলাম এখনও আবেদন করছি যে এই হাউসে যিনি দলনেতা ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী উনি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকছেন, উনার চার্জ বৈদ্যনাথ বাবুকে দিয়েছেন। আমরা অন্য সময় আপত্তি করছি না। কিন্তু আজকে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে এবং জনমনে এমন বিভ্রান্তি এবং সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে উনাকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আমাদের এই বিধানসভার একজন সদস্য এবং এখানে দশ বছর থাকা একজন মুখ্যমন্ত্রী একজন জননেতা যদিও উনারা উনাদের সম্পত্তি দাবী করেন।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আজকে একটি দৈনিকের সম্পাদকীয়তে উঠেছে যে, একজন মাননীয় মন্ত্রী অস্ত্রের হুমকি দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, পয়েন্ট অব্ অর্ডার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার. মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, অস্ত্র নিয়ে মানুষ মারা হবে। মাননীয় মন্ত্রী অনিল বাবু বলেছেন আপনার সামনে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, পয়েন্ট অব্ অর্ডার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, কিসের পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি বলেছেন হাউসে অস্ত্র দিয়ে মানুষ মারা হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রিবাবু আপনাদের জিরো আওয়ারের ডিস্কাসান ১৮মিনিটের মত চলে গেছে এবং উনি অলরেডি রেইজ করেছেন, এরপরে আবার কি ?

MATTERS RAISED BY MEMBERS

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— স্যার, এক মিনট মাননীয় স্পীকার স্যার, নিশ্চয় আপনারা জেনেছেন চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত বংশীবাড়ী গাওসভার একটি গ্রাম ভৈরববাড়ী সম্পূর্ণ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এখানে পানীয় জল থেকে আন্ত্রিকের উপদ্রব হয়েছে এবং শিশু সহ চার জন মারা গেছেন। ৪০—৫০ জনের মত বিশালগড় হাসপাতালে এখন আছেন। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ যেহেতু ঐ জায়গায় বেশীর ভাগ মানুষ গরীব অংশের বসবাস করেন। তাছাড়া এটা একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং সেখান থেকে কিছু কিছু রোগী আগরতলায় পাঠানো হয়েছে। খুব সিরিয়েস অবস্থা আরও কয়েকজন মারা যেতে পারে। এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি ছোট্ট বিবৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন করছি।

মিঃ স্পীকার :—যদি সম্ভব হয় তাহলে দেবেন অথবা পরে করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, এই খবর গতকাল স্বাস্থ্য দপ্তরে এসে পৌছায়। খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওখানে বিশেষ করে বিশালগড় হাসপাতালে আগেই খবর ছিল। সুতরাং

সেই গ্রামে মেডিকেল টীম যায়। কালকে সকাল বেলায় ডাইরেকটর, সি, এম, ও তাঁরা মেডিকেল টীম নিয়ে ঔষধপত্র নিয়ে গেছেন। ডি, এম, সাহেবও গেছেন। উনারা সেখান থেকে৩৪ জন রোগীকে তুলে এনেছেন। ৪জন বিশালগড় হাসপাতালে আছে এবং বাকি ২৬ জনকে এখানে আমরা স্থানান্তরিত করেছি। এটা পরশু দিনের ঘটনা। কালকে আমাদের ডাইরেকটর সেখানে গেছেন, ডি, এম, সাহেবও গেছেন। ওখানে আমরা আরও একজন রোগীকে শিফট করেছি। সেখানে একটি কূয়োর জল যেকোনভাবে দুষিত হয়ে যায়। সেই জল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা খুব তৎপরতায় সঙ্গে এগুলি করেছি। পানীয় জলের জন্য ট্যাংকারে করে জল ওখানে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যে কুয়োটার জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এতটা মানুষ, আপাততঃ নিষিদ্ধ করে দিয়েছি যে ঐ কুয়োর জল ব্যবহার করিতে পারিবে না। আজকে ও ২টি মেডিক্যাল টিম সেখানে গেছেন। এই খবর আমাদের জানা আছে যে আশে পাশে গ্রামেও একজন দুজন লোক অসুস্থ হয়ে পরেছে। আমরা সেই বিষয়েব উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। আমি অনুরোধ করব ওখানকার স্থাণীয় সদস্য আছেন ত র ও সাহায্য কবেন ওখানকাব মানুষও সাহায্য করেন যাতে আব একটি জীবন হানি না ঘটে তার জন্য আমি সকলের সাহায্য চাইছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— গতকাল প্রায় ৫ শতাধিক উপজাতি মহিলা সাথে ২৪, ২৫জন পুরুষ লোক ছিল গড়িয়া পূজা উপলক্ষে তারা মহকুমা শাসকের অফিসে আসে আর্থিক সাহায্যের জন্য কিন্তু তাদেরকে সারাদিন ঘোরানো হয়। এস, ডি. ও অফিস থেকে চিফমিনিস্টারের বাসায় যোগাযোগ করা হয়। এবং সন্ধ্যা সময় একটি নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় যে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে না। রাত্র প্রায় ১০টায় আবার ধরর্ণা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসায়। সেই ১০ টার সময় তাদেরকে ৩৫ টাকা করে দেওয়া হয় ৫০ টাকার পরিবর্তে। পরবর্ত্তী সময় রাত্র প্রায় ১২ টার সময় আবার ধর্ণা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসার সামনে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গভীর নিদ্রায় মগ্ন পরবর্ত্তী সময় পশ্চিম থানা থেকে পুলিশ এনে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় শেষে উমাকান্ত মাঠে রাত কাটায়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :—উপজাতি স্বার্থ সমন্ধে কথা বললে তারা চিৎকার দিয়ে উঠে।

(গণ্ডগোল)

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—স্মৃতি তর্পন। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আসাম ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল হরিদেও যোশীর স্মৃতি তর্পন। আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আসাম ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল হরিদেও যোশী গত ২৮শে মার্চ ১৯৯৫ইং বোম্বাই হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মসতিষ্কে বিকৃত করন হবার পর অচেতন অবস্থায় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ১৯২১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাজস্থানের বাশওয়াড়েতে যোশী জণ্ম গ্রহন করেন। যোশী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি ১০ বার বিধান সভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে যোশী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। এর আগে তিনি মন্ত্রী সভার সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন। ঐ সালেই তিনি দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৮৮ সালের ২০শে জানুয়ারী যোশী মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরে ১৯৮৯ সালের মে মাসে বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে আসাম ও মেঘালয়ের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর পর্যান্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। ঐ সালেই তৃতীয় বার তিনি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৯০ সালের ৩রা মার্চ পর্য্যান্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। পরে তিনি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত হন। এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতার মৃত্যুতে আমরা। গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তারপর দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, ৮০ বছরের উপর যে সমস্ত নেতাদের বয়স হয়েছে তাদের জন্য আমাদের চিন্তা হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদারকে অনুরোধ করছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নজর রাখার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলনেতা আজ সকাল থেকে এই এ্যাসেম্বলীতে বার বার হাউসের কাজের বাধার সৃষ্টি করছেন। এতে এ্যাসেম্বলীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য উৎকণ্ঠীত। এটা আমি প্রকাশ করতে পারব না এখানে দেখা যাচ্ছে, মোরারজী দেশাই গেলেন, যোশীজী গেলেন, সবার বয়সই ৮০ বছর হয়ে গেছে। কাজেই আমি কেশব বাবুকে অনুরোধ করব, মুখ্যমন্ত্রীকে, উপমুখ্যমন্ত্রীকে অনিল বাবুকে বেল ভিটামিন ক্যাপসুল খেতে দেন। এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার অধিকার আছে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হঠাৎ করে বিধানসভা ডাকায় আমরা এখানে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ জন্য জনসাধরণের স্বার্থে গতকাল আমরা কিছু মোশান এনেছিলাম। কিন্তু একটি মোশানও এখানে আলোচনার জন্য উঠেনি। এখানে আমরা মোশানগুলি এনেছিলাম ব্যক্তি স্বার্থে নয়। হাউসকে প্রাণবন্ত করার জন্যই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনাকে ওরা প্রভাবিত করতে পেরেছেন। আপনি একটি মোশানও আলোচনার জন্য অনুমোদন দেননি। যদি মোশানগুলি উঠত, তাহলে দেখতে পেতেন, কি করে পঞ্চায়েত ইলেকশান হয়েছে এবং কি করে এ, ডি, সি, এর ইলেকশান হবে। আপনি অনুমতি না দিলে আমরা ত আর জোর করে কিছু বলতে পারব না। আপনার আদেশ সব সময়ই আমরা মেনে নেব এবং নিচ্ছিও।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, আপনার অনুমতি ছাড়াই যখন তখন যেকেহ দাঁড়িয়ে পড়ছেন। এভাবে কি হাউস চলতে পারে ? আপনার অনুমতি ছাড়া যেসব আলোচনা এখানে হয়েছে তার সব কিছু অ্যাকস্পান্সড করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— আমার অনুমতি ছাড়া এখানে যে সব আলোচনা হয়েছে সব কিছুই অ্যাকস্পান্সড করা হল।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

Mr. Speaker :—Now the quesition before the House-Laying of a copy of "the Tripura Co-operative Societies (Second Amendment) Rules, 1993, as required under Sub-Section (4) of Section 165 of the Tripura Co-operative Societies Act. 1974. "

এখন আমি সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Aghore Debbarma (Minister) :—Mr. Speaker Sir. I beg to lay on the table before the House a copy of—

" The Tripura Co-operative Societies (Second Amendment) Rules, 1993,

as required under sub-section (4) of section 165 of the Tripura Co-operative Societies Act. 1974. "

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রুলস্-এর কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

Discussion on the report of the two-men. Commission on delimitation of ttaadc Boundaries.

Mr. Speaker :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—গত ১৭.৪.১৯৯৫ইং তারিখে তফসীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত।

" The Report of the Two-Men Commission for Delimitation of the TTAADC areas with the recommendation of the Governor with respect thereto together with an explanatory Memorandum regarding the action proposed to be taken thereon by the Government of Tripura—এর উপর আলোচনা। উক্ত রিপোর্টটির উপর আলোচনা করার অনুমতি চেয়ে তফসীলি জাতি কল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি এবং সভার আলোচনার জন্য অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীরতন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমরা একটা।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমাকে শেষ করতে দিন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী ঃ—আপনি তো আলোচনা শুরু করার কথা অলরেডি বলে দিয়েছেন। একটা কথা হচ্ছে আমরা তো ডিলিমিটেশ্যানের বিরোধী নই, এটা হোক আমরা চাই, এটার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে ভাবে ডিলিমিটেশ্যান হয়েছে এখানে দেখা গেছে পরিস্কার ভাবে কমিশনের রায় রাজ্য সরকার মানেন নি বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের যে কপি আপনারা দিয়েছেন এনাফ টাইম আমরা পাইনি এটার উপর চর্চা করার জন্য। আমরা একটা প্রপোজাল দিতে চাই, আপনাকে একটা জয়েন্ট কমিটি করে একটা দিন নির্দিষ্ট করে সিলেকট কমিটিতে পাঠান এবং তারপর একটা বিশেষ

অধিবেশন ডেকে যাতে জাতি উপজাতি সবার স্বার্থ রক্ষিত হয় সেটা আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখব।

মিঃ স্পীকার :—রাইট। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, বা তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে যে সিকথ্ সিডিউয়লড, সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে এখন পর্য্যন্ত এতে তো এলাউ করেনা।

(গণ্ডগোল)

আমাকে শেষ করতে দিন যে, টুম্যান কমিশনের যে রিপোর্ট এখানে টেবিলে লে করলেই যথেষ্ট।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :—স্যার, আমি একটা রিপোর্টের পিটিশ্যান করেছি পরিমল দেবনাথ এবং অন্যান্য আরও দশজন এটা পিটিশ্যান কমেটিতে রেফার করা হোক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি তো অন্য লাইনে চলে যাচ্ছেন। আমি যে বিষয়টা বলেছিলাম সেটা তো শেষ করতে দেবেন।

শ্রীরতন লাল নাথ :—স্যাব, এটা তো বিফোর ডিসকাশন আমাকে শেষ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি যা বলছিলাম আমাকে তো শেষ করতে দেবেন। আমি যা বলছিলাম এটার নিয়ম অনুযায়ী টেবিলে লে করলেই যথেষ্ট। কিন্তু যে-হেতু নিয়ম অনুযায়ী পাবলিকের স্বার্থই এটার উদ্দেশ্য. এখানে টেবিলে লে করলেই এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা যায় না, তার উপর কোন রকম সংশোধনী আনা যায় না. তারপর আপনারা যে পিটিশ্যান কমিটিতে রেফার করার জন্য দিয়েছিলেন সেটা পিটিশ্যান কমিটিতে দিতে গেলে দুই কাননে হয় না। এটার নোটিশ ৪৮ ঘণ্টা আগে দিতে হয় এটা আমাদের রুলস্ অব প্রসিডিউর-এর নিয়ম। আপনারা দেখুন রুলস্ বের করুন।

শ্রীনগীরেরঞ্জন বর্মন :—স্যার, আপনার রুলস্ আমরা মানব আপনি বলুন।

মিঃ স্পীকার :— না, না, হাউসকে কণ্ডিন্সন করার জন্য। আপনি জানতে পারেন, আর একজন জানেন না। ৪৮ ঘণ্টা আগে দিতে হয়। কিন্তু আপনারা ৪৮ ঘণ্টা আগে দেন নি, এক নাম্বার এই ডিফেক্ট অনুযায়ী এটা এণ্টারটেইন হয়না। আর একটা কারণে হয় না সিকথ্ সিডিউলড যখন হয় তখন এখানে যারা ল এ্যাণ্ড এ্যাক্ট করেছেন সেই চীফ জাসটিস

হিদায়েতুল্লাকে নিয়ে ইন্টারপ্রিটেশান করা হয়েছে। সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যেহেতু কাউন্সিল অব মিনিস্টার ১৪ প্যারার ওয়ান অনুযায়ী কমিশন এভয়েড করা যায় এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। দ্বিতীয় হচ্ছে, এটা টু (২) অনুযায়ী যখন সাবমিট হবে তখন একটা রিকমেন-ডেশান থাকবে গভর্ণরেব এবং সেই রিকমেনডেশান সহ, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারের রেকমেনডেশান সহ এটা অ্যাক্সপ্ল্যানেটারী মেমোবেন্‌ডাম সহ হাউসে প্লেইস করার নিয়ম। এই নিয়মটা কেন? এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে গভর্ণরের পাওয়ার এবং পজিশান সম্পর্কে। বিতর্ক হয়েছে এই পারটিকুলার ইস্যুতে। জোয়াই যখন আসামের, মেঘালয়ের জোয়াই একটা অঞ্চল সেটা সাব-ডিভিশান ছিল, সেটাকে যখন নতুন করে ঢুকানো হয় এভাবে ডিলিমিটেশান করে তখনও এই প্রশ্নটা আসামেও উৎথাপিত হয়েছিল। তখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছিল। গভর্ণরের এখানে লিখেছিলেন সিন আর লিখেছিলেন থ্যাংক্‌স। এই সিন এবং থ্যাংক্সটাই কি যথেষ্ট? না, এটা সম্পর্কে তদানীন্তন চীফ জাস্টিস্ হিদায়েতুল্লা ক্লিয়ার কাট এই সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি জানি আপনি ১৯৬৬-এর সুপ্রিম কোর্টের রুলিং থেকে বলছেন। ১৯৮৮-এর কনস্টিটিউশান অ্যামেণ্ডমেন্টের পর ২০ (বি) এর জায়গায় ২০ (বি বি) ......

মিঃ স্পীকার :— এটা অন্য বিষয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— এসময়ে আপনারা এখানে বসে আমরা যখন এটা করি তখন আপনারা বিরোধিতা করেছিলেন। এটার পর টোট্যাল সিন পাল্টে গেছে। ইট ইজ এ ডেঞ্জারাস মেটার। আমাকে ৩টা মিনিট সময় দিন স্যার, বলার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলবেন, আপনার টাইম আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— এখানে দেখতে পাচ্ছি স্যার, দি স্টেট গভর্ণমেণ্ট অ্যাপয়েণ্টেড টু মেম্বারস্ কমিশন উইথ শ্রী আর, কে, ভট্টাচার্য্য। স্টেট গভর্ণমেণ্টের কোন পাওয়ারই নেই কমিটি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করার। সেটার পাওয়ার হল গভর্নরের। এটা টোট্যালি ইল্‌লিগেল এই বিল আনা হয়েছে। এখানে অ্যাসেম্বলি থেকে যেটা দেওয়া হয়েছে তাতে পেইজ টুতে দেওয়া হয়েছে উইথ দি রিকমেণ্ডেশান অফ দি গভর্ণর। হোয়্যার ইজ দি রিকমেণ্ডেশান অফ দি গভর্ণর? দেয়ার ইজ নো রিকমেণ্ডেশান অফ দি গভর্ণর অ্যাক্সপ্ল্যানেটরী মেমোরেণ্ডাম। ওখানে লেখা আছে স্যার, দি গভর্ণর অফ ত্রিপুরা হ্যাজ অ্যাপ্রোভড দি অ্যবাভ পোরশান।

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ প্রপোজ,ড টু বি টেইকেন। আপনি বললে ত হবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমাকে বলতে দিন স্যার। দিস্ ইজ নট দি অ্যাক্জিকিউটিভ্ ফ্যাংশান অফ দি গভর্ণর। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি স্যার। স্যার, আরটিকেল ১৪ (১) এ বলা হয়েছে Appointed of the Committee, the Governor may at any time appoint a Commission to examine & report in any matter specified by him relating to the administration of the Autonomous District Council & Autonomous religions in the state, including matters specified in clause (C) 555 Clause d & d তে বলছে increase the area of any Autonomous District deminish the area of any Autonomous District & Autonomous region স্যার। '১ ডি এ্যাণ্ড ডি এখানে কি হয়েছে স্যার, এইখানে কমিশন গঠণ করল রাজ্য সরকার। ইট ইজ নট এ অ্যাকজিকিউটিভ ফাংশান। অ্যাক্জিকিউটিভ বা ইঞ্জিনিয়ার টেণ্ডার কল করল ইন দি নেইম অফ দি গভর্ণর এ্যাণ্ড হি পুট ইট সিগ্‌নেচার। এটা অ্যাক্সেপটেবল নয়।

মিঃ স্পীকার :— না, না, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এটা ঠিক নয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সর্বক্ষেত্রে গভর্ণরের অ্যাপ্রোভেল নেওয়া হয়েছে। একদম আইনসংগত ভাবে করা হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— না, না, স্যার। স্যার, ২০ (বি ,বি)

মিঃ স্পীকার :— না, না, ২০ (বি) এটার সঙ্গে যুক্ত নয় প্লিজ······

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনি হলেন সুরজিৎ বাবু বলেছেন পিতৃ সমান। আপনার টেম্পারামেণ্ট লুজ করাটা ঠিক না।

মিঃ স্পীকার :— না, না, দয়া করে আমাকে অকালবৃদ্ধ করবেন না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার ২০ (বি বি) তে বলছে ২০ (বি) Following paragraph has been inserted in its application to the State of Tripura and Mizoram by the 6th Schedule to the Constitution Amendment Act 1988, Sir, exercise of discre tioary powers by the Governor in the discharge of his functions. The Governor in the discharge of his functions under sub-paragraph (2) etc. etc. shell after

consulting the Councils of Ministers and if he thinks it necessary the District Council of the Regional Council concerned shall take such action as he considered necessary in his discreation. It is not the Council of Ministers. This is the absolute discreminatory Power. স্যার, আমি একটা কথা বলি, আমি আপনার মত বিজ্ঞও নই, (কেশব মজুমদারকে লক্ষ্য করে) উনার মত জ্ঞানীও নই।

দিস অ্যামেণ্ডমেন্ট উইল বি ডিক্লেয়ারড স্ট্রাক বাই দা হাইকোর্ট। স্যার, এটা অন্ততঃ গভর্ণরের ক্ষমতার উপর আপনারা এটা কমপোজ করেছেন। এটা হয়েছে নপুংসুক পুরুষের বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্য দেওয়ার মত। নপুংসুক পুরুষরা যেমন বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্য দেয় এটা হয়েছে সেই রকম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী নেতা আপনার এটা এখানে খাটে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কাজেই, এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, সেখানে হাউসের কোন ফাংশন নাই, হাউসে শুধু ডিস্কাশনের জন্য এনেছেন, গভর্ণরকে যাতে বলতে পারেন যে এটা হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে, হাউস এটাকে গ্রহন করেছে সর্ব্বসম্মতিক্রমে। এটাকে গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠেনা, আমরা জানি এটার এখানে গ্রহণের বা বর্জনের কোন প্রশ্নই নাই। আমরা এটার জন্য উচ্চতর আদালতে যাব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই হচ্ছে পঞ্চায়েত আইনের কায়দা, অন্য কিছু না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী নেতা এটা এভাবে হয় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আপনারা এটা করে ত্রিপুরার জনগনের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন। আপনারা আবার পাহাড়ী বাঙ্গালীর সঙ্গে দাঙ্গা লাগানোর জন্য এই ধরনের আইন প্রনয়ন করেছেন। এটার প্রতিবাদে আপনাদের পদত্যাগ করা উচিৎ। এটার প্রতিবাদে আমরা হাউস থেকে চলে যাচ্ছি। আপনাদের সুযোগ দেব না এই কথা বলার যে, সর্ব্বসম্মতভাবে আপনারা এটাকে গ্রহণ করেছেন।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ হাউস থেকে চলে যান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখানে যে ব্যাপারটা আলোচনার জন্য উঠেছে এটা সম্পর্কে পরিষ্কার আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের সিক্স সিডিউলে এটা উল্লিখিত আছে যে, গভর্ণর সিক্স সিড্যউলের ফোরটিন পেরা অনুযায়ী যে কমিশন নিয়োগ করেছেন সেই

টু-মেনস কমিশন করেছেন, তার রিপোর্ট এখানে পেশ করবেন কাউনসিল অফ মিনিষ্টারের মধ্যে যিনি অটোনোমাস কাউনসিলের কন্সার্ন্ট'ন তিনি এবং এটা গভর্ণরের রিকমেনডেশান সহ একশান টু দা টেইকেন বা যা একশান হবে সেটা এখানে তিনি প্রস্তাব করেন এবং এটা এখানে পাশ হবে। মাননীয় সমীরবাবু যা বললেন তা শুধু অপ্রাসঙ্গিক না একেবারেই এটার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এইটাকে একসপানজ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— একসপানজ-এর কোন প্রশ্নই উঠে না। অপ্রাসঙ্গিক বলার পর। এটা একেবারেই সঙ্গতিহীন এবং এটার ভোটাভোটিরও কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ, কাউনসিল অফ মিনিষ্টারস-এর অ্যাডভাইস-এ গভর্ণর চলেন এবং কাউনসিল অফ মিনিষ্টার হাউসের কাছে অ্যাকাউন্ট্যাব্ল্ এবং তার জন্যই এখানে এটা প্লেস করা, এখানে ভোটাভোটির জন্য না এবং অ্যামেণ্ডমেণ্টের জন্যও না। এটাকে এনুলাচইটুন্ করার জন্য হাইরাইট করার জন্য, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা। কাজেই, মুভের প্রয়োজন পরে না। মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টারকে আমি অনুরোধ করছি এটা মুভের প্রয়োজন করে না, আপনি আলোচনা আরম্ভ করুন।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি এটা আমাদের সংবিধানে যে প্রভিসন্ হয়েছে সিকস্থ সিডউলে তাতে এটা হাউসে শুধু "লে" হবে। এখানে এটার উপর ভোটাভোটির প্রশ্ন নেই। এটা গ্রহন বা বর্জন করার কোন প্রশ্ন নয়-কাজেই আরো পাচটা যেভাবে 'লে' হয় সেভাবেই এটা 'লে' হবে। এটা কনষ্টিটিউশনে বলা আছে। আর আলোচনা সেটাতেই হতে পারে,যার উপর বিতর্ক হতে পারে যেটির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হতে পারে, সেটাতেই আলোচনা হতে পারে। সুতারাং, এটার উপর আলোচনার কোন স্কোপ নেই।

আর এছাড়া আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে-এটা আমাদের অ্যাসেম্বলীতে 'লে' করা এবং সেটাকে মাননীয় স্পীকার গ্রহন করেছেন। এই 'লে' এর ব্যাপারে আমাদের কনস্টিটিউশনে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই এটা 'লে' হয়েছে কি না সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এবং সেখানে যদি সিরিয়াস কোন লিগ্যাল 'ফ্ল' থেকে থাকে ছাট, হ্যাজ টু বি কন্সিডার্ড বাই দ্যা মিনিস্টার ইন্চার্জ অব দ্যা অটোনোমাস্ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল। কারন এখানে কনষ্টিটিউশনে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে-এই পাওয়ারটা হচ্ছে গভার্ণরের। এখন এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রীকট, কাউন্সিলের এরিয়াটা ডিমিনিশন করা-করানো বা বাড়ানো সেটা করতে পারেন গভর্ণর বাই ওয়ে অব একস্টেনশন অর

ইনক্লুশন। এখন এই যে শব্দগুলি ইনক্রিজ অ্যাণ্ড ডিমিনিশ সে শব্দটা ব্যাবহার করা হয়নি সেই রিপোর্টে। তারপর সেটাকে গভর্ণর পারবেন না কমিশন না করে। এরপর কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরে তারপর গভর্ণর এর রিকোমেণ্ডেশন লাগবে। গভর্ণবের রিকোমেণ্ডেশন সেটা ইন্ হিজ ওন্ সেটা-ইট ইজ নট অ্যাক্ট্ অব্ দ্যা কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স। তবে কাউন্সিল অব মিনিষ্টার্স-ডিস্ক্রিশন্ এর সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন। তারপর ২০(বি) (বি) তে এটা বলা হয়েছে এই ইনক্লুসন বা একস্ক্লুসনের ব্যাপারে গভর্ণর ডিষ্ট্রীক্ট্ কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য নন্ কিন্তু কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স এর সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য। আর টি, টি, এ, এ, ডি, সি,-এর সঙ্গে আলোচনা করতেও পারেন বা নাও করতে পারেন। কিন্তু কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স এর সঙ্গে তাঁকে আলোচনা করতে হবে। তবে কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স এর সঙ্গে যে কন্সাল্ট হবে সেটা উনি গ্রহন করতে বাধ্য নন্। এটা উনার ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ার। পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। ৬৬ এ সুপ্রীমকোর্ট বলেছেন যে এটা তার ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ার।

সেকেণ্ডলী বলছি-এখন ২০ (বি,বি) দিয়ে (এটাতে যেহেতু সুপ্রীমকোর্ট কেস্ করা হয়েছে) এটার আরো অ্যামেণ্ডমেন্ট করে এটা আরো পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলেছে যে-গভর্ণরকে কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স এর সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে-মাস্ট, নো এস্কেপ্। এখন কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স এর সঙ্গে যে কন্সাল্টেশন-যে রিকোমেণ্ডেশন সেটাকে গভর্ণর গ্রহন করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। সেটা উনার ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ার। কিন্তু এখানে হাউসে যেটা লে করা হয়েছে তাতে গভর্ণরের রিকোমেণ্ডেশন পাওয়া যাচ্ছে না। আদার-ওয়াইজ দ্যা ওয়ার্ড হ্যাজ বীন ইউজড বাই দ্যা গভার্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরা। দিস্ ইজ্ অ্যাপারেন্টলী ফর্মেল ডিফেক্ট্ বলেই মনে হচ্ছে। এখন অনারেবল স্পীকার যদি মনে করেন ইউ ক্যান্ হ্যাভ্ এ লিগ্যাল অপিনিয়ন অল্সো এ্যাণ্ড ইউ মে ড্রপ ইট টু দ্যা মিনিস্টার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি একটা কথা বলতে চাই-এই যে আপনি বল্লেন যে গভর্ণরের সোললি ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ার হয়েছে-সেই ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ার যাতে আর্বিট্রারী না হয় সেজন্য কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স এর সঙ্গে ডিস্কাসনের প্রয়োজন পড়ে। এবং সে কারনেই উনাদের মতামত নিয়ে তারপর এটা সংশ্লিষ্ট মিনিস্টার এটাকে প্লেস্ করেছেন। তা না হলে তো গভর্ণর এটাতে একটা অর্ডিনান্স বা সার্কুলার দিয়ে দিলেই পারতেন।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :—কিন্তু এটা তো নেই এখানে যে গভর্ণর কন্সাল্ট করেছেন কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার্স এর সঙ্গে বা গভর্ণর রিকোমেণ্ডেশন করেছেন এটাতো এখানে নেই ইউ ক্যান গাইড

আউট দ্যা ওয়ার্ডস রিকোমেণ্ডেশন ইউ ক্যান ফাইণ্ড আউট দ্যা ওয়ার্ডস, দ্যাট্ দ্যা গভর্ণর হ্যাজ কন্সাল্টেড উয়িথ দ্যা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স। দেয়ার ইজ নো সাচ, ওয়ার্ড ইউস্‌ড, ইন্ দিস্, রিপোর্ট। সো ইট বিকামস ফর্মেলী ডিফেক্ট্ স। ইট্ শুড বি লেইড, বাট ইট্ শুড বি ভ্যালিডলি লেইড। দ্যা ওয়ার্ড রিকোমেণ্ডেশন ইজ, মিসিং হিয়ার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ঠিক আছে যদি সে রকম কোন ট্যাক্‌নিক্যালী ডিফেক্‌ট্স্ থেকে থাকে তবে ডিস্‌কাসন আগে শুরু হোক্ এইদিন দিস্ টাইম কোন রকম ট্যাক্‌নিক্যাল ডিফেকট্স্ থাকলে সেটা দেখা হবে যদি কোন ট্যাক্‌নিক্যাল বা প্রিন্টিং মিষ্টেক থাকে সেটা দেখা হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, গভর্ণরের কন্‌সেন্ট নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফার্স্ট হচ্ছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব, দ্যা কমিশন। তারপর হচ্ছে সেই কমিশনের রিপোর্ট সেটা গভর্ণরের কাছে প্লেস করার পর স্টেট্ গভর্ণর সেটাকে এগ্‌জামিন করেছেন। তারপর কাউন্সিল অব, মিনিস্টারস্ এর সঙ্গে ডিস্‌কাসন করেছেন এরপর গভর্ণর অব, ত্রিপুরা হ্যাজ অ্যাপ্রুভ্ড্ দিস্ কোর্স অব্ অ্যাকশন্। কাজেই, সমস্ত প্রসিডিউর যা আছে সে সব মেনটেইন করে গভর্ণরের অ্যাপ্রুভেল্ নিয়ে এটা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—ঠীক আছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারকে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল টু-ম্যান কমিশনের যে রিপোর্ট গতকাল এই হাউসে উৎথাপন করা হয়েছিল সেই কমিশন সাংবিধানিক রীতি-নীতি অনুসারেই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। তাতে মাননীয় রাজ্যপালেরও চূড়ান্ত অনুমোদন ছিল। সেই টু-ম্যান কমিটি ৩১,১২,৯৪ইং তারিখে তাদের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করেন। রিপোর্ট পাওয়ার পর কাউন্‌সিল অব্ মিনিস্টারস, সেটি খতিয়ে বিচার-বিশ্লেষন করে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে রিপোর্টটি অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। মাননীয় রাজ্যপালও সেই টু-ব্যান কমিশনের রিপোর্টটি ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উনার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। মাননীয় রাজ্যপালের অনুমোদিত টু-ম্যান কমিশনের সেই রিপোর্টটিই আজকে সভায় আলোচনা হচ্ছে।

এই রাজ্যে জেলা পরিষদ এলাকার সীমানা পুনঃবিন্যাস নিয়ে বিভিন্ন কর্ণার থেকে বহুদিন ধরেই দাবী আসছিল। টি, এন, ভির সঙ্গে জোট আমলে যখন শান্তি চুক্তি হয় তাতেও সীমানা পুনঃবিন্যাসের দাবীটি টি, এন, ভি, দলের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে চুক্তিতে স্বাক্ষরও করা হয়েছিল তখন। জোট সরকার তখন এই ব্যাপারে অর্থাৎ সীমানা পুনঃবিন্যাসের জন্য একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। কমিটির কিন্তু কিছু প্রসেস্ও চালু হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ঐ জোট আমলেই বলা হল ওয়ান-ম্যান কমিশন গঠন করে জেলা পরিষদের সীমানা পুনঃবিন্যাসের কাজ পুনরায় সুরু করা হউক্। তখন তারা সেই কমিশনের চেয়ারম্যানের নামও তাদের সুপারিশে উল্লেখ করে দেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন সেই নামটি বিবেচনা না করে অন্য আর এক জনের নাম কমিশনের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু কমিশনের কাজ বেশীদিন চলতে পারেনি। এবং তার ঐ কমিশনে কে চেয়ারম্যান হবেন, ওয়ানম্যান ঐ লোকটা কে হবেন যার নামও প্রস্তাব করেন। ঐ নামটা শেষ পর্য্যান্ত, শেষ দিকে তিনি চীফ মিনিস্টার সমীর-রঞ্জন বর্মন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই সরকার তারা এ, ডি, সির সেই প্রস্তাব গৃহীত না করে অন্য একটি নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু যেভাবে হউক এটা আপাততঃ কিছুদিন বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে তার আর কোন কাজকর্ম চালু হয়নি। এভাবে চলতে চলতে যখন এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হল তখন আবার এই কমিশন এ, ডি, সি, রিভিউিং করার জন্য আবার এই ধরণের উদ্যোগ প্রশাসনিকভাবে দেওয়া হয়। তখনও বলা হয়েছিল যে, একটা ইলেকটেড বডি একটা সরকার না আসা পর্য্যন্ত এটা আপাততঃ স্থগিত রাখা হউক। এভাবে এটা মাঝখানে বন্ধ হয়ে যায়। বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে বাম-ফ্রন্টের নির্বাচনী ট্রেজেডি ছিল যে, এ, ডি, সি, রি ড্রয়িং করা হবে। এবং এ, টি, টি, এফের সঙ্গে চুক্তি হল তখনও এই বিষয়বস্তু ছিল। এবং বামফন্ট সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার প্রশ্নে এটার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এই ১৯৯৭ইং সালে ২৫শে মার্চ এখানে রাজ্যপালের অনু-মোদন নিয়ে এখানে টু-ম্যান কমিশন গঠন করে। এ, ডি, সির রি-ড্রয়িং-এর কাজ আমরা শুরু করতে পারি। এখানে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ও বলেছেন যে, ভারতীয় ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক এখানে রাজ্যপালের কাছে যে ক্ষমতা আছে এক্সক্লোশন এবং ইনক্লোজের জন্য ১৪ (১) ধারায় যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা বলে এই কমিশন গঠন কর হয়েছে। ঐ কমিশনের টার্মস্ এবং রেফারেন্স কি হবে কমিশন গঠন করার সময়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি পরে আলোচনা করবেন। এখন ২টা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আপনার বক্তব্য কন্টিনিউ করোন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কমিশনের রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত যে রিপোর্টে গতকাল হাউসে প্লেস করার সময় তার সঙ্গে একটি এক্স্প্লেনেটরী মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়েছে। সেখানে যে কমিশনের কণ্ডিশন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কাউন্সিল অব মিনিস্টার কোন কোন বিষয়ে কোনগুলি এটা প্রাধান্য পেয়েছে এই নোটে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই টার্ম এণ্ড প্রিফাবেন্স কণ্ডিশনের মধ্যে যেখানে টার্মস অব প্রিফারেন্স ছিল এ, ডি, সি এলাকার বাইরে যে সমস্ত উপজাতি অধ্যোসিত এলাকা রয়েছে এ, ডি, সি কন্টি-নোয়িটি এলাকার মধ্যে সিমনার কাছাকাছি সেইগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এবং তারজন্য গ্রামগুলি চিহ্নত করা এবং এডিসি এলাকাগুলিতে যে সমস্ত উপজাতি সীমনার কাছাকাছি আছে তাদেরকে বহির্ভূত করা। এই টার্মস অব রিফারেন্সের উপর ভিত্তি করে কমিশন তার কাজ করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে বলা আছে যে ঐ গ্রামগুলি কি কি ভাবে চিহ্নিত করে ভিলেজ কাউন্সিল না পাড়া না ইউনিট এই সম্পর্কে জানবার জন্য কমিশন সরকারকে লিখেছেন। কমিশন সরকারকে জানানোর পর সরকার কমিশনকে তার বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছে। এই সমস্যার রিপোর্টগুলি এখানে দেখানো হয়েছে। এর পরে কমিশন যখন আমাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন মোট ৫৩৩ টা গ্রাম এ, ডি, সিতে অন্তুরভুক্ত হবে যেটা এ, ডি, সির কাছে ছিল। এবং এই ৫৩৩টা গ্রাম ১৭৪টা গাঁও সভাতে অন্তভুক্ত ছিল। অন্তর্ভুক্ত এবং বহিভূত করার জন্য কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন সেখানে উপজাতি ১৩৬টা গ্রাম ছিল। সেটাকে বহিভুত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আমার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব যে জনসংখ্যা সেই সমস্ত চিন্তা করে কমিশনের সমস্ত রিপোর্টকে গ্রহণ করা হবে সরকার তরফ থেকে সুপারিশের কিছু বাতিক্রম করে বা মত প্রকাশ করে আমরা এইগুলি স্থির করব। এই ৫৩৩টি গ্রামের মধ্যে ৩৭টি গ্রাম পরবে। কমিশন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে এটা ননট্রাবেল এলাকা বলে তারা দেখিয়েছিল। এটা কমিশন লেটেসট সেন্সাসাকে ভিত্তি করে বলেছিল। কমিশনের টার্মস অ্যাণ্ড রেফারেন্স যেভাবে ছিল তাতে বলা হয়েছিল আগে থাকলেও বর্তমানে নেই। কাজেই এই ৩৭টি গ্রাম এডিসি এলাকাতে রেখে দেওয়ার কোন যুক্তি নাই। আমরা গ্রহণ করিনি। আর এক্সলুসনের ১৩৬টি গ্রামের মধ্যে ১২টি গ্রামের কথা বলা হয়েছিল আমরা গ্রহণ করিনি। এক্সপ্লেণ্টরী নোটে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে কেন এই গ্রামগুলি গ্রহণ করা হয় নাই। তারপরে মোহনপুর ব্লকে ৫টি সীমানা এলাকাতে

এডিসি এলাকায় ছিল। এখানে ৫টা গ্রামেই ট্রাইবেল মেজরিটি। এই ট্রাইবেল গ্রামগুলি তার ভৌগোলিক সীমানা এডিসি এলাকার সংলগন, ৫০ পার্সেন্ট উপজাতী সেই হিসাবে ইনকলুড করা হয়েছে। যদিও কমিশনের সুপারিশ এই ভাবে ছিল না। কমিশনের টার্মস্ এবং রেফারেন্স অনুযায়ী আমরা ১৮টি গ্রাম এডিসি সীমানা সংলগন এগুলি ইনকলুড করেছি। এটা গভর্ণরের কাছে পাঠানো হয়েছিল, গভর্ণর ও সেই রিপোর্ট অনুমোদন করেন এটা কার্যকরী করার জন্য। এই দিক থেকে কমিশনের রিপোর্টে প্রায় ৯৫ পার্সেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে। এই ১৮টি গ্রামসহ সবগুলি মাননীয় রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন। মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশ আমরা এখানে উপস্থিত করেছি। আশা করছি যে রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণের সার্বিক স্বার্থে এটা করা হয়েছে এবং জাতি উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতি আরও মজবুত হবে। উপজাতী জনগোষ্ঠী যারা আগে এডিসিতে সুযোগসুবিধা পান নি তারা এখন পাবেন। এটা রাজ্যর সার্বিক বিকালে অত্যন্ত সহায়ক হবে। এবং ট্রাইবেল তার নিজস্ব আইডেনটিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে, তার আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ, ডি, সি থেকে যারা সুযোগ সুবিধা পান নি, তারাও যাতে সুযোগ পেতে পারে, এবং রাজ্যের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট সহযোগিতা করবে। এই রিপোর্টকে আমরা সবাই সমর্থন করি এবং এ, ডি, সি, এর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সবাই এগিয়ে আসবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি, অতি সংক্ষেপে চেষ্টা করুন শেষ করতে।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই বিধানসভায় ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম এই ধরণের একটি বিষয় এসেছে যা আমাদের রাজ্যের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এটা আজকের দাবী নয়। মহারাজার আমলেই যে ভাবে জাতি এবং উপজাতির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলেই আমরা সিকস্থ সিডিউল এলাকা পাই নি। দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খা ছিল। তাদের অধিকার, বাঁচার অধিকার, সাংস্কৃতি কৃষ্টী রক্ষা করার জন্য। তার পাশাপাশি অ উপজাতি অংশের মানুষেরও মনের ইচ্ছা ছিল, আমরা বাইরে গেলে সুবিধে হব। এই চিন্তার মধ্য দিয়েই বামফ্রন্টের নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি ছিল, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, তাহলে এটা করব। তারই ফলশ্রুতি আজকের এই রিপোর্টে যা উভয় অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করার চেষ্টা করবে। স্যার, আমি এই কমিশনের মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাইব মফ্রন্ট

DISCUSSION ON THE REPORT OF THE TWO-MEN COMMISSION ON DELIMITATION OF T.T.A.A.D.C BOUNDARIES

সরকারকেও তাঁরা এই কাজ করেছেন বলে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে আলোচনায় বিরত থাকার জন্যই এটা করেছেন। তাঁরা জানেন, এটা তাঁদের বিপক্ষে যাবে। রাজীব রাংখলের চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, এ, ডি, সি এলাকার নির্ধারণ। টি, ইউ, জি, এস দল তার শরীক ছিলেন। তাঁরা নিজেরাই বলেন আমরা হচ্ছি সাচ্চা আগ মার্কা উপজাতি দরদী। কিন্তু আমরা দেখলাম বিগত পাঁচ বছরে এই সম্পর্কে তাঁরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। সে দিন উপজাতি যুবসমিতির ভূমিকা কি ছিল? আজকে যখন এই আলোচনা উঠবে তখন আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে ঐ সমীর বাবুরা, ঐ রতিমোহন বাবুরা তাদের সেখানে দাঁড়াতে হবে কিন্তু তাদের সেখানে কোন বক্তব্য থাকবে না। সুতরাং সে দিক থেকে আজকে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার মধ্যে এসেছে। আমরা এ দিক থেকে বলতে পারি কমিশন যে ভাবে দরখাস্ত আহ্বান করেছিলেন তাতে সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায় প্রতিটি দল তাঁরা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, বি. জে, পি, কংগ্রেসের যারা সমর্থক, সি, পি, আই, এম গণমুক্তি পরিষদ সব দলই দরখাস্ত করেছেন। ঐ গ্রামের মানুষ এসে যাতে কথা বলতে পারেন প্রত্যেকটি ব্লক এলাকায় গিয়ে কমিশন সেখানে সমস্ত মানুষের বক্তব্য শুনেছেন। শুনার পর তারা নিজেরা টোট্যাল বিষয় আলোচনা করার পর রিপোর্ট দিয়েছেন এতে বুঝা যায় মানুষের চাহিদা কতটুকু প্রয়োজন ছিল। এবং এই জাগায় যে বিষয়টা এসেছে সেটা হলো কমিশন নির্দিষ্ট করেছিলেন ৫৩৩টি গ্রাম ১৪টি ব্লকে যার মোট জন সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ২১ হাজার তার মধ্যে উপজাতি অংশের মানুষ হচ্ছে ১ লক্ষ ১১ হাজার কত জেনুয়িন সে দিক থেকে এই বিষয়টা বুঝা যায়। তারপর ১৪টি ব্লকে ১৩৭টি গ্রাম যে গ্রামের লোক সংখ্যা হচ্ছে ৬১ হাজার ৩২৫ জন তার মধ্যে অউপজাতি অংশের মানুষ হচ্ছে ৫৫ হাজার ৪৭ জন। এই যে বিষয়টা এই জনসংখ্যার মধ্যে বুঝা যায় যে খুবই প্রযোজন ছিল এবং তার ভিত্তিতে কমিশন যে রিকমেনডেশ্যান করেছিলেন সেই রিকমেনডেশ্যান চিন্তা করে রাজ্য সরকার এবং তার পক্ষে গভর্ণর কিছু কিছু বিষয় সবটা হয়তো ইন-টোট্যাল গ্রহণ করা যায় নি। কারণ কমিশন এটা চিন্তা করেছেন সরকারের দিক থেকে এডমিনিষ্ট্রেটিভের বিভিন্ন প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন ইন টো টো করা যায় না বলে সে দিক থেকে খুব সুচিন্তিত ভাবে এই কমিশনের রিপোর্ট এবং সে দিক থেকে রাজ্য সরকারের যে মতামত তার ভিত্তিতে গভর্ণর যে কনসার্ন দিয়েছেন সেটা আজকে এই বিধানসভার এই রাজ্যের বিশেষ করে জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে যারা বসবাস করে তাদের আকাংখা পূরণ করার যে দায়িত্ব এই

সরকার নিয়েছেন সেজন্য আমি আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং এই বিল সারা রাজ্যের মানুষের কল্যাণে লাগবে এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৫ইং এই বিধানসভায় মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এ, ডি, সির সীমানা পূর্ণনির্ধারনের বিষয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা জানি ১৯৭৯ সনে এখানে প্রথম অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল গঠিত হয়. এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় এবং সেটা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে ১৯৮২ সনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তারপর আমরা দেখি ১৯৮৫সনে সেভেন সিডিউ্যুলড্ মোতাবেক গঠিত যে অটোনোমাস্ ডিস্ট্রিকট্ কাউন্সিল তা ৬ষ্ঠ তফ্সীলে উন্নীত হয় এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের সংশোধিত আকারে সেটাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, ত্রিপুরাকে ষষ্ঠ তফ্সীলের আওতায় আনা হয় তারপর একনাগারে করার পর ১৯৭৯ সালে ৭ম তফ্সীল মোতাবেক যখন জেলা পরিষদ গঠিত হয়, তখনই এলাকার কিছু কিছু গ্রামকে নিয়ে সীমানা অন্তর্ভূক্তির আওয়াজ উঠেছিল। এমন কিছু ট্রাইবেল কমপেকট্ ভিলেজ যেটা ট্রাইবেল সীমানার মধ্যে পড়েছে তাই এটা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিভিন্ন দাবী উঠেছিল, সেই আশা-আকাংখা আজকে পূরণ হতে চলেছে এবং বামফ্রন্ট সরকার এটার সুযোগ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী সময়ের জেলা পরিষদের নির্বাচনে ১৯৯০সনে কংগ্রেসের এবং যুব সমিতিরা যৌথভাবে এখনও যারা ক্ষমতাসীন জেলা পরিষদে তারা ৫টি বৎসরে এখানে শাসন ক্ষমতায় থেকেও যারা এতদিন দাবী তুলেছিল জনগনের কাছে তাদের কিছু গ্রামকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, কিন্তু বাস্তবে তার এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে যেতে পারেনি। আজকেও আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরাতে জেলা পরিষদ চালু করার জন্য বিল পাশ করেছিল রাজ্যের নিজস্ব ক্ষমতা বলে ৭ম তপশীল তখনও কংগ্রেস আই-এর নেতৃত্বে এই জেলা পরিষদের বিরোধিতা করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার যখন ৭ম তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ নির্বাচনের সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তখন তারা এই নির্বচনকে বয়কট করে দিয়ে কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেছিল উপজাতিদের বিরুদ্ধে। আজকে আমরা দেখেছি আজকে যেই জেলা পরিষদ-এর সীমানা পূর্ণনির্দ্ধারনের জন্য যেসমস্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সীমানার মধ্যে পড়েছে, তাকে অন্তর্ভূক্ত করবে, যেসমস্ত অ-উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম সীমানার মধ্যে আছে তাকে বহির্ভূত করার জন্য অর্থাৎ জেলা পরিষদের সীমানাকে পূনির্দ্ধারনের জন্য ২ সদস্য বিশিষ্টকমিশন গঠন করে যখন এই ব্যাপারে এখনে আলোচিত হচ্ছে তখন আমরা

দেখলাম বিরোধী দল দায়িত্ব জ্ঞানহীন ভাবে তারা এই আলোচনায় অংশগ্রহন না করে, অনুপস্থিত থেকে তারা জনগনের দায় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই তাদের কোন অবস্থাতেই জেলা পরিষদের উপর তাদের আন্তরিকতা রয়েছে, জেলা পরিষদের মাধ্যমে তারা উপজাতিদের উন্নতি চায়, তা আমরা বলতে পারিনা। এটা আজকে ত্রিপুরার ২৮লক্ষ মানুষের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে তাদের আজকেএই সভায় অনুপস্থিতিতে। কিন্তু আজকে আমরা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম,সেটাহল, ১৯৭৯সনে ৭ম তপশীল মোতাবেক যে জেলা পরিষদের যে সীমানা পূর্ননির্ধারন করা হয়েছিল রাজ্যের মহারাজা রিজার্ভ এলাকাকে কেন্দ্র করে, সাব-প্ল্যান এলাকাকে নিয়ে। আজকে আমাদের এখানে দেখতে হবে যেসমস্ত ভিলেজ এখানে মাননীয় উপজাতি কল্যান মন্ত্রী এখানে বলেছেন, এবং আমরা এখানে পেয়েছি, এটা অ্যাক্সপ্ল্যানেটরী নোটও আছে ১৩৭টা ভিলেজকমিশন যেটা জেলা পরিষদের অ্যাকসক্লুশানের জন্য, জেলা পরিষদ এলাকা থেকে বাইরে নেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন এবং রাজ্য সরকার যেটা ৩৭টার মত তারা গ্রান্ট করেন নাই। বাকী যে ১০০টা গ্রামকে বহির্ভূত করা হল এই ১০০টা গ্রাম কি সাব-প্ল্যান এলাকার বাইরে না ভিতরে? এর মধ্যে আইনের কোন ব্যাপার আছে কিনা? এটা হয়ত এই অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায়নি। আমার বক্তব্য হল পুনর্নির্ধারন করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে আমাদের এখানে যে মহারাজা রিজার্ভ এলাকা আছে ত্রিপুরাতে, যে সাব-প্ল্যান এলাকা আছে এই এলাকার কোন গ্রান্ট যাতে কোন অবস্থাতে বাদ না যায় সেদিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু আজকে আমরা যে সময়ে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি এই সময়ে কমিশনের রাজ্য সরকারের সুপারিশ সহ প্রস্তাব সহ অনুমোদিত হয়ে এসেছে। রাজ্যপালের অনুমোদনের পূর্বে হলে পরে এই আলোচনা আরও বেশী কার্যকরী হত এবং এই আলোচনার আরো বেশী গুরুত্ব পাওয়া যেত বলে আমি মনে করি। যেহেতু এটা অলরেডি অ্যাপ্রুভেল হয়ে এসেছে সেই হেতু এখানে আলোচনাটা আলোচনাই হয়ে গেল, কিন্তু এর মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মন্তব্য প্রকাশ করার, কিছু করার, এটা এখানে আর সুযোগ রইলনা, তথাপি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই এখানে আমরা দেখেছি অ্যাক্সক্লুশানের ক্ষেত্রে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত সৌদিকরকরি গাঁওসভা, এটা আমার পরিস্কার জানা আছে এটা সাব-প্ল্যান এলাকার মধ্যে ছিল, সেখানে নবীন কলুই পাড়া বলে একটি গ্রামকে বহির্ভূত করা হয়েছে এ, ডি, সি থেকে। নবীন কলুই পাড়ার লোকসংখ্যার মধ্যে আমরা জানি ১১ পরিবার বাঙ্গালী আছে সম্পূর্ণ এ, ডি, সির ভিতরে। ঐ বাঙ্গালী পাড়ায় যেতে হলে আরও ১৫-২০টা ট্রাইবেল গ্রামকে অতিক্রম

করে সেখানে যেতে হয় এবং সেটা হচ্ছে সৌদিকরকরিতে এবং ভৌগিলিক দিক থেকে গ্রামটি খুব ভিতরে। এখানে তেলিয়ামুড়া ব্লকে উল্লিখিত আছে যেটা অ্যাক্সক্লুশানে ভিলেজ নবীন কলই পাড়া নাম। এখানে ৫৪ লোকসংখ্যা দেখানো হয়েছে। অ-উপজাতি উপজাতি সংখ্যা নাই। কিন্তু অ্যাকচুয়েলি নবীন কলুই পাড়াতে লোকসংখ্যা ৫৪ নয়, আরও বেশী আছে এবং সেখানে ট্রাইবেলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ঐ ১১ পরিবারের যে ৫৪ জন লোকসংখ্যাকে বাদ দেওয়ার জন্য এবং এটা ভৌগলিক দিক থেকে এটা কোন সীমানার মধ্যে পড়ে না। কাজেই এদিক থেকে যদি বিবেচা করার থাকে আমি নিশ্চয়ই অনুরোধ করব তাদেরকে এটা গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য। এর মধ্যে আমি দেখেছি জিরানীয়া এবং মান্দাই ব্লকে যে সমস্ত কমিশন সুপারিশ করেছিলেন ইনক্লুশানের জন্য এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে বাদরাই পাড়া, দুর্গাচৌধুরী পাড়া এগুলি আছে। দুর্গাচৌধুরী পাড়া ইহা আমরা জানি উপজাতিদের জনশিক্ষা আন্দোলনের ১ম কেন্দ্রবিন্দু। অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে দুর্গাচৌধুরী পাড়া, যার বৈশিস্ট রয়েছে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই গ্রামের ভূমিকা রয়েছে। তারপর আর কে নগর এলাকার মধ্যে ঐ গ্রামের লোক সংখ্যা হচ্ছে মোট ৭২৬ জন। তারমধ্যে উপজাতি হচ্ছে ৬৪৯ জন। কিন্তু এটা কমিশনের সুপারিশ করা সত্বেও রাজ্য সরকার এটাকে গ্রান্ট করেন নি, যার জন্য এটা বাদ পড়ে গেছে। স্যার, এইভাবে আমরা যদি দেখি তো দেখা যাবে যে, ১৩ টা গ্রামকে কমিশনের সুপারিশ থাকা সত্বেও রাজ্য সরকার অন্তর্ভুক্ত করেননি। স্যার এগুলির মধ্যে আছে বাদরাই পাড়া লোক সংখ্যা হচ্ছে ১১৬ এবং পুরোটাই হচ্ছে উপজাতি, এখানে সেনপারসেন্ট উপজাতি। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে আনন্দমনি পাড়ায়, তারপর নন্দকুমার পাড়া জয়রাম সিপাহী পাড়া তারপর বিষ্ণুচন্দ্র পাড়া এগুলিতেও সেনপারসেন্ট-ই উপজাতি অধ্যুষিত, কিন্তু রাজ্য সরকার এইগুলিকে গ্রহণ করেননি। মেলাঘর ব্লকেও এই ধরনের অনেকগুলি পাড়া আছে। তবে আজকে এখানে যে সীমানা পুন নির্ধারনের জন্য সেটা এখানে এনেছেন সেটা আরও বেশী গ্রহণ যোগ্য এবং আরও বেশী বিস্তৃত আলোচনা করা যেত, কিন্তু যেহেতু এটা গভর্ণরের এপ্রোভ্ড হয়ে এখানে এসেছে সেহেতু এটা শুধু মাত্র আলোচনার জন্যই আলোচনা করা, এখানে আমাদের করার কিছু নেই। তবু দীর্ঘ দিনের উপজাতিদের যে সমস্ত গ্রামগুলি আমরা দেখেছি যেমন তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন পাড়া আছে যেমন, খাম্পপাড়া, দারালং পাড়া, হাপাইজুরি, তারপর উত্তর ত্রিপুরাতে দারযুই গ্রামের যে সীমানা নিয়ে দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল। বেলাছড়া গ্রাম দারলং অধ্যুষিত দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল। পূর্ব বগাফা দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল এই, যে সমস্ত গ্রামগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সাংবিধানিক আমরা দেখেছি আমার

পূর্ববর্তী বক্তা যিনি বলেছেন মাননীয় বিধায়ক পবিত্রবাবু, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১কোটি ২১ হাজার লোকসংখ্যাকে যে অন্তর্ভূক্তির ফলে হয়েছে তার মধ্যে ১ লক্ষ ১১ হাজার হচ্ছে উপজাতি জনগোষ্ঠি। এই ১ লক্ষ ১১ হাজার উপজাতি জনগোষ্ঠিকে এ, ডি, সির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তাতে করে আমার কত হেকটর জমি এ, ডি, সির ভিতরে আসল এবং কত হেকটর জমি এ, ডি, সির বাহিরে চলে গেল তার কোন উল্লেখ আমি এখানে পাইনি। কাজেই যাই হোক, এইটা পরবর্তী সময়ে হয়তো বাহির করা যাবে। আজকে সামগ্রিক ভাবে এখানে এ, ডি, সির যে সীমানা পুন নির্ধারনের যে রিপোর্ট এখানে পেশ করেছেন এবং মাননীয় উপজাতি কল্যানমন্ত্রী এখানে যেটা গতকাল এই বিধান-সভায় পেশ করেছেন এটাকে আমি স্বাগত জানাই এবং তার দ্বারা আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবী গুলি পুরণ হবে এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই এ, ডি, সির সীমানা পুন নির্ধারনের জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং তার যে রিপোর্ট এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে গভর্ণর এপ্রোভেল করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ এ, ডি, সি গঠন করার সময় বিশেষ করে সিকস্ সিডিউল রাজ্যের পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে গনতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে, জাতি উপজাতির মানুষ সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এবং যার পরিনতিতে সংবিধান সংশোধিত হয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সিকস্ সিড্যুউল্স অনুযায়ী এই এ, ডি, সি গঠিত হয়। এবং সেই গঠন করার সময় লক্ষ্য ছিল যাতে বেশীর ভাগ উপজাতি গোষ্ঠির লোক এই এ, ডি, সির মধ্যে আসতে পারে, তারা যাতে তাদের শাসনটাকে কাজে লাগিয়ে যাতে তারা তাদের সামান্য হলেও তাদের সাংবিধানিক যে অধিকার সেটাকে রক্ষা করতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কমিশন বিভিন্ন স্তরে আবেদন করেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন বিভিন্ন স্তরে আবেদন করেছেন। এবং সেই আবেদনের ভিত্তিতে এখানে অনেকগুলি গ্রামকে এই ১৪টি ব্লকের প্রায় ৫৩৩টি গ্রামকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। এবং ১৩৭টি গ্রামকে এ, ডি, সি যেগুলিতে অধিকাংশ-লোক এস, টি, নয় সেগুলিকে এক্সক্লুশনের জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। তারপর পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার এই কমিশনের যে রিপোর্ট সেটির ভিত্তিতে রিপোর্টটি এখানে উৎথাপন করেছেন তাতে

আরো কয়েকটি গ্রাম যেগুলিকে কমিশন চিন্তা করেননি সেগুলোকে ঢুকিয়েছেন কারণ সেখানে প্রায় একশ পারসেণ্ট জনবসতি হচ্ছে এস, টি, অংশের। তাতে মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে বেশীরভাগ উপজাতি অংশের মানুষ যাতে এই এ, ডি, সি এলাকায় এসে এবং এ, ডি, সি এলাকার ভেতরে যেটাকে ভৌগলিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে যে সকল জায়গায় নন্-এস, টি অংশের মানুষ বেশীরভাগেই বাস করছেন যে সব এলাকাকে যাতে এ, ডি, সি এলাকার বাইরে নিয়ে আসা যায়।

বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতার প্রতিষ্টিত হন তখন ষষ্ঠ তফ্সীল মোতাবেক এ, ডি, সি গঠনের কোন সুযোগ ছিলনা কারণ তখনো সংবিধান সংশোধন করা হয়নি। কিন্তু উপজাতিদের উন্নতির জন্য একটা স্ব-শাসিত সংস্থা যাতে থাকে এবং তাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে একটা সাংবিধানিক অধিকার যাতে তারা প্রয়োগ করতে পারেন এজন্য বামফ্রন্ট সরকার তফ্সীল মোতাবেক এ, ডি, সি, গঠন করেন এবং তার নির্বাচন করেন। কিন্তু তাতে কংগ্রেস আই এই এ, ডি, সি গঠনের ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরন করেছেন তারা এ, ডি, সি চায় না। এমনকি তারা এ, ডি, সির নির্বাচনে পর্যান্ত অংশ গ্রহণ করেনি। আজকে যারা এ, ডি, সি-র বিরোদ্ধে লড়াই করছে তাদের তারা নানাভাবে মদত দিয়ে চলছেন। এমনিতে মুখে উপজাতিদের কথা বল্লেও বাস্তবে এই এ, ডি, সি-র মাধ্যমে ত্রিপুরার জাতি-উপজাতিদের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে সেটা তারা চায় না। এবং চায় না বলেই আজকে এই অবস্থা এখানে এসেছে।

আজকে তারা চেষ্টা করছেন জাতি-উপজাতিদের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে কি করে বিনস্ট করা যায়। উপজাতি কল্যান দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী উনার ভাষনে বলেছেন কিভাবে জোট আমলের শেষ দিকে এটাকে বিনস্ট করার কি ধরনের চেস্টা করা হয়েছিল। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেলা পরিষদের সীমানা পুনঃর্গঠনের জন্য আবার কাজ শুরু হয়। যে সমস্ত এলাকায় উপজাতি বেশী রয়েছে এবং এই এলাকাগুলি আগে জেলা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না সেটাকে জেলা পরিষদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আবার যেখানে অ-উপজাতি বেশী ছিল সংখ্যায় তাদেরকে জেলা পরিষদের এলাকা থেকে বের করে আনা হয়েছে। এটা নিয়ে আজকে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির একটি ভূমিকা থাকা জরুরী ছিল। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে এই আলোচনায় বিরোধী কংগ্রেস; টি, ইউ, জে, এসের কোন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত নেই। তারা এই আলোচনায় অংশ নেয় নাই। মুখেই তারা উপজাতিদের নিয়ে কথা বলে। সীমানা

পুণঃর্গঠন নিয়ে তারাও কিছু বলার সুযোগ পেতেন এবং কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয়ে থাকলে সরকারকে সেটা শুধরোবার সুযোগ দিতে পারতেন, সেটা তারা করলেন না। আসলে তারা সেটা চান না। প্রশাসনিক কিছু ভুল থাকতেই পারে এতে। কাজেই তাদেরকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী-ব্রজগোপাল রায় মহোদয়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, টু-ম্যান কমিশনের যে রিপোর্ট নিয়ে আজকে এখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা নিয়ে মিনিষ্টার অব কাউন্সিল ইতিপূর্বেই বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। সেখানে তাদের মতামতও রেখেছেন। সমস্ত কিছু নিয়ে সেই রিপোর্ট'টি এখানে উৎথাপন করা হয়েছে। আজকে এটার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছে যে সমস্ত এলাকায় অ-উপজাতিরা বেশী সংখ্যায় ছিল তাদের মনে একটি প্রশ্ন ছিল কেন আমরা এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে থাকব? তারা এ, ডি, সি এলাকা থেকে বাইরে যেতে চায়। আবার যে সমস্ত এলাকায় উপজাতিরা সংখ্যায় বেশী ছিল কিন্তু জেলা পরিষদ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাদের মনে প্রশ্ন ছিল কেন আমরা জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে থাকব না? তারপর যখন টি, এন, ভি, জোট আমলে চুক্তি করল তখন বলেছিল জেলা পরিষদের সীমানা পুনঃর্গঠনের কথা। আবার যখন তৃতীয় বামফ্রন্ট আমলে এ, টি, টি, এফ, চুক্তি হলো তখনও ঐ একই কথা বলা হলো। এ সব কথা মাথায় রেখে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যপালের চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা যেন সেন্সাস্ রিপোর্ট দেখে সীমানা পুনঃগঠনের কাজটি সম্পন্ন করেন। তারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং সব এলাকায় ঘুরে ঘুরে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছেন। সেই রিপোর্ট'টা নিয়ে মিনিষ্টার অব্ কাউন্সিল বসেছে। সেখানে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, কতগুলি এরিয়া যেটা তার অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজন মনে করেছেন। এ, ডি, সির মধ্যে সেগুলি যেমন তারা দিয়েছেন, এমন কতগুলি জায়গা আছে যেখানে নাকি প্রশাসনিক অসুবিধা আছে, তারজন্য তার মধ্যে ইনক্লোড করা যায় না। আবার এক্সক্লোশনের ব্যাপারেও এই ধরনের চিন্তা ভাবনা হয়েছে। ফলে যে জিনিষটা এসেছে এটা মোটা-মোটিভাবে আমরা দেখেছি যে এটাতে বৃহত্তর উপজাতি জনগোষ্ঠীর একটা কল্যাণ সাধিত হবে তারজন্য এটা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং এটা আলোচনার মধ্যে এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগছে এই জায়গায় আজকে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তাঁরা কংগ্রেসের হন আর টি, ইউ, জে, এসের

হন তাদের যেখানে দায়িত্ব ছিল,, যারা নাকি উপজাতি জনগোষ্ঠির জন্য কান্নায় চোখ ভাসাচ্ছেন আজকাল অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে এটা ভাল কি মন্দ এটা তাদের উপকারে আসবে কি আসবে না এগুলি বলার জন্য তাঁরা আজকে এখানে উপস্থিত নেই। তাঁরা এদের সম্পর্কে ভাবছেন না, আসলে তাঁরা কিছুই ভাবছেননা গোড়াতেই তাঁরা বিরোধী ছিল। উপজাতি অংশের মানুষ স্বাধীকার পাবে এই জিনিষটার বিরোধিতা তাঁরা এক সময়ে করে এসেছেন। আজকেও এদের প্রকৃত কল্যাণ হউক, এদের মঙ্গল হউক, এদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা যাবে এরা ঠিক ঠিকভাবে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পান এই ব্যাপারগুলিতে তাঁরা উদাসীন তারা চান না। তারই জন্য আজকে আমরা দেখছি নানা ছলচতুরে তাদের অনুপস্থিতি এটা খুব বেদনাদায়ক। আমার মনে হয় যে, তাঁরা যদি দায়িত্ব রাখত এই ব্যাপারে তাহলে বোধহয় আজও কল্যাণ হত। যাই হউক, আজকে যে রিপোর্ট আমাদের সামনে এসেছে এটা আমারা আলোচনাও করলাম। আমি মনে করি যদি এটা উপজাতি এবং অউপজাতি উভয় অংশের মানুষের কল্যাণ সাধিত করবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচাঁরথল) **:—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার,, দুই সদস্য বিশিষ্ট জেলাপরিষদের অন্তর্ভূক্ত এবং বহির্ভূক্ত বিশিষ্ট যে রিপোর্ট উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী গতকাল এখানে উৎথাপন করেছেন এই রিপোর্টকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি দুই-চার কথা বলব। ১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, ১৯৭৮ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ করার জন্য যখন এই বিধানসভাতে বিল উৎথাপন হয় এবং ১৯৭৯তে এই বিধানসভাতে যখন এই বিল সম্পর্কে, জেলা পরিষদ গঠন করা সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন এই বিধানসভাতে কংগ্রেসের একজনও ছিলেন না। কিন্তু সেই দিন আমরা দেখলাম জেলা পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাইরে থেকে ওরা স্লোগান দেয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা অভিযান করে, বিধানসভার বাইরে এরা বিরোধিতা করলেন। এবং ১৯৮০ সালে এই জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে ত্রিপুরাকে একটা কলংকময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তারপরে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৯৮১ সালে ৭ম তফসীল মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্যে জেলা পরিষদ গঠন করলেন। এবং ১৯৮১ সালে ৭ম তফসীল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন করার পরে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীর সরকার বেকাদায় পড়ে ১৯৮৫ সালে ত্রিপুরা

রাজ্যে ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রতিষ্ঠিত এই ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার পরে কংগ্রেস ; টি, ইউ, জে, এসের ঘুম কেড়ে নেওয়া হল, ঘুমোতে পারে না। সেইদিন ১৯৭৯ সালে তাদের যে বক্তব্য আজকেও সেই একই সুরে তাদের বক্তব্য। আজকে এখানে এই এ, ডি, সি, এলাকা অন্তর্ভূক্ত ও বহির্ভূত নিয়ে আলোচনা হবে ওরা প্রথম থেকেই হৈ চৈ শুরু করেছে। জেলা পরিষদের উপজাতিদের একটু মাত্র মূল্যবোধ না দেওয়ায় আজকে তারা এই বিধানসভাতে অনুপস্থিত। আর কংগ্রেসের লেজুর রতিবাবু কংগ্রেসরা বেড়িয়ে গেলে উনিও বেড়িয়ে যান। এই ষষ্ঠ তপশিল জেলা পরিষদ ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জেলা পরিষদের বাইরে যে সমস্ত উপজাতি পরিবার আছে সিমানা সংলগ্ন সেই পরিবারগুলিকে এ, ডি, সিতে অন্তর্ভূক্ত করার কথা বললে তারা বলে যে এডিসি এলাকায় আর আমাদের অধিকার নেই। তাই গত পাঁচ বছর জোট সরকার থাকা কালে এই অন্তর্ভূক্ত ও বহির্ভূত যে কাজ সেই কাজ তারা করেন নি। এখানে দেখা গেছে ১ লক্ষ ২১ হাজার ২ শত ১২ পরিবার তারমধ্যে এস, টি, ১ লক্ষ ১১ হাজার ৩শত ৪২ পরিবার জেলা পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন ৫৩৩টা গ্রাম। স্যার মিজোরামে আমি গিয়ে এসেছি। সেখানে চাকমা ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল এর বাইরে যে চাকমা আছে তারা চিৎকার করছে আমাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হউক। কিন্তু মিজুরাম সরকার কর্ণপাত করেন নাই। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও যদি বামফ্রন্ট সরকার না আসত যদি জোট সরকার থাকত তাহলে সেই সুযোগ আজকে উপজাতিরা পেত না। তাই তাদেরকে বলি এই কংগ্রেস ট্রাইবেল বিদ্বেসি, তারা ট্রাইবেলদের মাথার উপর লবন রেখে খেয়েছিলেন। তারা কোন দিন ট্রাইবেলদের উপকারের কথা ভাবতে পারে না তাই ওরা আজকে এই বিধানসভাতে অনুপস্থিত। তাই কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস এই নীতি অনুস্বরণ করে চলছে। তাই আমরা দেখছি সারা ভারত কংগ্রেস একটা দল। আজকে দিল্লীর দিকে যদি আমরা তাকাই সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দল ট্রাইবেল বিদ্বেষি তাদের মানষিকতা থাকায় আজকে বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক দলের পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসের দুর্দিন কংগ্রেসের বিপদ আজকে যদি তারা বুঝতে পারত এই বক্তব্য থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে যেত, ত্রিপুরার মানুষ ভারতবর্ষের মানুষ তাদের মুখুশ খুলে দিয়েছে। স্যার, আমি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পেরেছি এ, ডি, সির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা ও কার্য্য নির্বাহী সদস্য রমণী মোহন সরকার আগামী এ, ডি, সি, নির্বাচনে তারা বামফ্রন্টের জয়ের নিশ্চিন্ত

জানতে পেরে টি, আর, টি, ২৩৪৮ দিয়ে এখানে মাল সড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্র একটার পরে টি, আর, টি ২৩৪৮ নং ট্রাক দিয়ে মংবাড়ী এলাকায় সমস্ত সরকারী জিনিসপত্র নিয়ে যায়। কারণ বুঝেছে যে আগামী দিনে এখানে থাকা যাবে না। এই কংগ্রেস উপজাতী বিদ্বেষী। এইজন্য উপজাতিদের ভোট পাওয়ার অধিকার এদের নাই। জোট আমলে সমীরবাবুরা যা শিখিয়েছে ওরা তাই করছে। কাজেই এখানে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। সেটাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান, এডিসি সীমানা নির্ধারনের জন্য যে কমিশন গঠিত হয়েছিল মন্ত্রীসভা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করেছে এবং কমিশনের সুপারিশ ৯৫ ভাগের উপর গ্রহণ করেছে। এটা মাননীয় উপজাতী কল্যাণমন্ত্রী এখানে বলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন-এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে রাজ্যপালের অনুমোদন ক্রমে এটা উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে এটা লে করারই পদ্ধতি ছিল। যেহেতু এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা রয়েছেন সেইজন্য এখানে একটা আলোচনার পবিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের তথা সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শত শত বছর ধরে উপজাতীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং এমনকি ১৯৩১ সালে লোক গননা অনুসারে শতকরা ৫২ জন ছিলেন উপজাতী। রাজার আমলে রাজ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য আনন্দোলন হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, দেশ ভাগ হয়ে গেল। তার জন্য অনিবার্য্য কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ অউপজাতি এলেন, এই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করলেন। যে উপজাতি রিজার্ভ এলাকা ছিল তখনকার সময়ে, এখানে ষ্টাটেহাড় দেওয়ার পর সেই রিজার্ভ এলাকা ভেঙ্গে দিল। আমার জানা মতে ভাবতে এমন একটা রাজ্য নাই ত্রিপুরা ছাড়া যেখানে আধিবাসী সংখ্যালঘু হয়ে গেল। এই রকম ঘটনা ত্রিপুরা ছাড়া অন্য কোথাও ঘটেনি। তার মধ্যে বামপন্থী আনন্দোলন শক্তিশালী হল এবং এই আনন্দোলন জাতি ও উপজাতীদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার মধ্যেও বামপন্থী আন্দোলন এমন শক্তিশালী এই রাজ্যের মধ্যে যে আমরা জাতি-উপজাতিদের মধ্যে মৈত্রী বজায় রেখেছি এবং পূর্ণ রাজ্য গঠিত হবার পরেও জাতি-উপজাতি অংশের মানুষ বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে রাজ্যের উপজাতি যারা সংখ্যাগুরু থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন তাদের জাতি সত্বা ; সংস্কৃতি কৃষ্টি রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন, আন্দোলন করেছেন। কংগ্রেস সরকারের আমলে ৫ম তপশীলিও

চালু হয় নি। যা বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যে ছিল। এই ৫ম তপশিল এবং ৬ষ্ঠ তপশীলিও চালু করার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের অনেক শহিদ হয়েছেন। ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ১৯৭৫ সনে পুলিষের গুলিতে নিহত হয়েছেন ঐ জোলাইবাড়ীতে। বামফ্রন্ট সরকার যখন ১৯৭৮ সালে সরকারে এলেন, আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা প্রথমতঃ ভারত সরকারকে বলি সংবিধান সংশোধন করে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে হবে। জনতা সরকার রাজী হলেন না। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তখন বললেন, রাজ্য সরকারের ক্ষমতার মধ্যে থেকে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই করতে। সংখ্যাধিক্য নন-ট্রাইবেল বিধায়ক থাকা সত্বেও আজকে যারা সংখ্যালঘু হয়েছেন তাদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন। অগ্রসর একটি জাতি গোষ্ঠির সঙ্গে অনগ্রসর এইটি জাতী গোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় পারে না। শিক্ষায় হউক, ব্যবসাতে হউক, চাষ-বাসে হউক তারা পিঁছ হটবেই। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে তাই হল। অনেক জমি-জামা হাতছাড়া হয়ে গেল। কাজেই সংখ্যাগুরু অংশের মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ-এর অধিকার সুরক্ষিত করা। এবং এটা না হলে, গণতন্ত্রের মূল্য থাকে না। অর্থ থাকেনা। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে সেই দাবী গ্রহন করলাম এবং ১৯৭৮ ইংরাজীতে ৭ম তপশীল করলাম। মোতাবেক জেলা পরিশদের নির্বাচন ১৯৮০ সালে করব ঠিক করলাম। তার বিরোধিতা করলেন, উপজাতি যুবসমিতি বাজার বন্ধ করে দিলেন। আর অশোক ভট্টাচার্য্য, তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট লোকসভার ইলেকসনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, তিনি লোকসভা আসনে জয়ী হলে এটা বাতিল করবেন। ১৯৭৯ সালে তেলিয়ামুড়ায় দাঙ্গা হল। কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালীর সহযোগিতায়। এবং ১৯৮০ সনে কারা দাঙ্গার সৃষ্টি করল এটা সবাই জানেন। ৭ম তপশীল মোতাবেক এ, ডি, সি গঠন করলাম। তারপর ৭ম তপশীল মোতাবেক যে সব এরিয়া নিয়ে এ, ডি, সি গঠিত হয়েছিল, সে সব এরিয়া নিয়েই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হল। আমরা সে সময় দেখেছি, অনেক এলাকা বাদ পড়েছে। আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করব। বিগত বিধানসভার নির্বাচনে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল। বিগত বিধান সভার নির্বাচনের সময়ে আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ওটা ছিল এবং এই ব্যাপারে অন্যন্য মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন যে ৫বছর জোট সরকার ছিল কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি এক সঙ্গে তাঁরা ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যকে ডিসটার্ব এলাকা ঘোষণা করে, ভোটের সময় রিগিং, ভোট কেন্দ্রে রিগিং করে ওরা সরকার দখল করেছিল এবং বিগত এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময়ও ওরা রিগিং করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু সেই ৫বছরের মধ্যে এই এ, ডি, সি এলাকায়

পুনর্ধিরনের কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি. এমন কি টি' এন, ভির সঙ্গে যখন চুক্তি হয়েছিল তার মধ্যে ও প্রতিশ্রুতি ছিল এলাকা পুনর্নির্ধারনের, কিন্তু সেটাও তাঁরা করেন নি। দিল্লীতে এ, টি, টি, এফের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছিল সেখানেও এলাকা পুনর্নির্ধারনের কথা বলা হয়েছিল। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে সমস্ত এলাকা উপজাতি অধ্যুষিত ৫০ পারসেন্টের বেশী সেগুলিকে এ, ডি, সি এরিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্তি করা আর যেখানে কম আছে সেখান থেকে বের করে নেওয়া। সেটা আজকে এখানে অনুমোদন করে সরকারের সিদ্ধান্ত ক্রমে রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত জরুরী এবং প্রয়োজন ছিল কারণ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অশান্তি চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতি যারা রয়েছে তাদের সংস্কৃতি বিকাশের জন্য, তাদের শিক্ষাগত বিকাশের জন্য সেই দিক থেকে এই সীমানা নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা চলে গেলেন। আমরা দেখেছি কংগ্রেসের ডাকে মাননীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব এসেছিলেন তিনি রাজ্যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার দাবী রেখেছেন এবং কংগ্রেসের যারা কর্মী আছেন, নেতা আছেন তাঁদের বলেছেন' তোমরা আন্দোলন কর'। আমরা কাগজে দেখলাম উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসাম আগরতলা রোডে বীরজিৎ সিনহার নেতৃত্বে পথ অবরোধ করা হবে। তাদের সময় কিছু করেন নি। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই ১৯৮০ সনে যখন আমরা এ, ডি, সি নির্বাচন করব ঠীক করলাম তার আগে এই সমস্ত ঘটনা ঘটাইলেন, তাঁরা রাজ্যের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল। এ, ডি, সির মেয়াদ বোধ হয় জুলাই মাসে প্রথম সপ্তাহে কিংবা জুলাই মাসের শেষ দিকে শেষ হবে। ওরা আজকে রাজ্যের মধ্যে এই সমস্ত কথা বলে অশান্তি সৃষ্টি করার চেস্টা করছে। আজকে জাতি উপজাতির মধ্যে মৈত্রী, সংহতি যাতে নষ্ট হয় তার জন্য ওরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ না, রাজ্যের ভিতরে যে উগ্রপন্থী দল আছে তার মধ্যে কিছু কিছু দলকে ডাইরেক্টলি পরিচালনা করছে এবং মদত দিচ্ছে কংগ্রেস আই। আমরা এখানে উপজাতিদের জন্য, এ, ডি, সি গঠন করা থেকে শুরু করে যে জিনিসটা অ্যাসটাব্লিসড্ করতে চাই, রাজ্যে শান্তি, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, সম্প্রীতি বজায় রাখতে চাই, তাদের সংবিধানগত যে অধিকার সেই অধিকারের সুরক্ষিত করতে চাই, ওরা তা ভাঙ্গবাঁর চেষ্টা করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। আমরা এটা লক্ষ্য করেছি, রাজ্যের এই সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য, আইনশৃংখলা ঠিক রাখার জন্য, উগ্রপন্থী দলকে ঠিকঠিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেব আরও অতিরিক্ত ফোর্সের দরকার কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্রমে

ক্রমে আমাদের বর্ডার খালি করে ফেলছে। ১১ ব্যাটেলিয়ান বি. এস, এফ যেখানে ছিল তার থেকে ৫ ব্যাটেলিয়ান নিয়ে গেছে জম্মু কাশ্মীরে। এখন শুনছি মনিপুরে উত্তেজনা, নাগাল্যাণ্ডে উত্তেজনা, আমাদের রাজ্যে যা ছিল প্যারা মিলিটারী ফোর্স সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমরা উদ্যোগ গ্রহন করেছি যে রিড্রয়িং করে আমরা জেলা পরিষদ এলাকাকে বাড়াবো, উপজাতি অধ্যুসিত গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করবো, আস্থার ভাব আরও সুদৃঢ় করব, মৈত্রীর ভাব আরও সুদৃঢ় করব, তার বিরুদ্ধে যা কাজকর্ম ওরা করছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এদিক থেকে আমি মন্ত্রীসভার একজন সদস্য হিসাবে আমরা এখানে আলোচনা করেছি, আমাদের অনুমোদন রয়েছে। আমরা আশা করছি আমরা ভবিষ্যতে কার্যকরী করতে পারব। এই বিধানসভায় এটা উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং আমাদের সামনে আরও গুরুদায়িত্ব রয়েছে যাতে করে এটার ভিত্তিতে আমাদের নির্বাচন যা উদ্যোগ বা চিন্তাভাবনা আমরা করছি সেটা যাতে সফল হয়, সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশের মানুষ সহযোগীতা করবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত, তাদের সামিল করে আমরা এটা কার্যকরী করতে পারব এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি সমস্ত অংশের মানুষের আনন্দের দিন। এখানে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের আগে ঘোষণা করেছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার যদি আবার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে এ, ডি. সি পুননির্ধারনের কাজটা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সেই পুননির্ধারনের কাজটা সংবিধান অনুযায়ী এটার জন্য আমরা ক্ষমতায় আসার পরেই কিছু দিনের মধ্যেই আমরা একটা বাউণ্ডারী কমিশন গঠন করলাম এবং এ, ডি, সি এলাকার ভিতরে কোন্ কোন্ এলাকাগুলি অন্তর্ভূক্ত হবে, বা কোন্ কোন্ এলাকাগুলি তার বাইরে চলে যাবে সেগুলি কমিশন যাচাই করে দেখবে সমস্ত এলাকা এলাকা ঘুরে। ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন রাজনৈতিক দল, যেকোন জনগন যাতে উনাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে তার জন্য সম্পূর্ন সুযোগ কমিশনকে দিতে হবে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সমস্ত এলাকার জনগনকে বা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সেই সুযোগ দিয়ে তাদের বক্তব্য রাখার জন্য। এমনকি কমিশন বলল আমাদের তারিখ শেষ হয়ে গেছে, কিছু কাজ বাকী আছে, আমরা সময়ও তাদের বাড়িয়ে দিয়েছি, এটা বিস্তারিতভাবে এই রিপোর্টে লেখা

আছে। কাজেই এখানে কি কংগ্রেসই হোক, কি টি, ইউ, জে, এসই হোক, কিংবা আমার পার্টির লোকই হোক প্রত্যেকেই কমিশনের কাছে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে সুযোগ তৈরী করে দিয়েছি এবং সেই সুযোগের পরে কমিশন সুপারিশ করবে এবং সেই সুপারিশ আইন অনুযায়ী এই অ্যাসেম্বলিতে সেটা লেইড ডাউন করার কথা আছে। কারণ কমিশনের কাছেই তাদের বক্তব্য হাজির করবে, কমিশন তার উপরে বক্তব্য রাখবে এটা ঠিক করেছি। আমরা ভাবলাম যেহেতু একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, অ্যাসেমব্লি যখন আছে, অ্যাসেমব্লিতে রিপোর্ট লে-ডাউন করেই তুলে নেওয়াটা ঠিক হবে না একটা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে। আন্তর্জাতিক বিরোধী দল যারা আছেন, যে সমস্ত রাষ্ট্রিয় দলগুলি এই বিধানসভায় হাজির আছেন অন্তত সেই অংশের লোকরা কিছুটা বক্তব্য রাখতে পারবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগনতো কমিশনের কাছেই তাদের বক্তব্য রেখেছেন। সবার পক্ষে বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সুবিধা নাই। কিন্তু যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা পারবেন, অথচ তারাও এখানে হাজির হল না, এত চিৎকার করল মুখ্যমন্ত্রী কেন হাজির হল না বলে। মুখ্যমন্ত্রীতো জানেই, তাদের বক্তব্য শুনবার জন্য সে আসবেন, মুখ্যমন্ত্রী সকালে হাজির হতে পারেনি সকালে তার অন্য কাজ ছিল বলে। এখন আমি এসে দেখলাম হাউসটা খালি, দুর্ভাগ্য এটা যে তাদের কোন বক্তব্য তারা এখানে উপস্থিত করল না। তাদেব বক্তব্য উপস্থিত করার মত কিছু নেই, এটা বোঝা গেল যে তারা যত বলবেন তত ভুল বলবেন। কোনটাকে ইনক্লুড করবে আর কোনটাকে এপ্রোভ করবে এটা বলবার মত তাদের নিজেদের কোন প্রোগ্রামও নাই, তাদের পার্টিও নাই, তাদের কোন সংগঠনও নাই, তারা নিজেরা এটা চিন্তাও কোন দিন করেননি। তাই একটা বক্তব্য এখানে হাজির করে লাফিং টক হয়ে তারা সব এখান থেকে চলে গেল এটা তাদের পক্ষে সততার লক্ষন না এনি ওয়ে, আমার এখানে এই কমিশনের রিপোর্টটাকে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারদের মধ্যে পুংখানুপুংখভাবে বিচার আমরা করেছি, করে কতগুলি জিনিস যেটা তারা বাদ দিয়েছিল বলেছিল যে কিসের ভিত্তিতে এটা করা হবে। তখন আমি তাদের বলেছিলাম আমাদের গভর্ণমেণ্ট তাদের বলেছিল যে ভিলেজ ট্রেইনিং ইজ এ ইউনিট হিসাবেই তোমরা অগ্রসর হও। তা সত্ত্বেও দেখা যাবে কোন কোন এলাকাতে ট্রাইবেল মেজরিটি বা নন-ট্রাইবেল মেজরিটি উভয়ই হতে পারে যেটা এখনও এ ডি সির বাহিরে আছে। যেটাকে আনা যাবে না যদি আনার সুবিধা না থাকে। যেমন ধরুন কাঞ্চনপুর ডিষ্ট্রিক্ট-এ ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল মেজরিটি একটা এরিয়া আছে, কিন্তু এটাকে কোন রকমেই এ ডি সির মধ্যে আনা যাবে না। কারণ মাছমারা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে এইগুলি আনা যাবে না। কাজেই আনার সুবিধা থাকতে হবে এবং সেখানে

পপুলেশান ও ট্রাইবেল হোক আর নন-ট্রাইবেল হোক অ্যাক্সক্লোশান বা ইনক্লোশানের প্রশ্ন উঠলেই সেখানে মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও হয়তো কোন কোনটা আনা যাবে না। এগুলি চিন্তা করে আমরা ঠিক করলাম অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ যে অসুবিধাগুলি আছে সেগুলি ট্রাইবেল মেজরিটি হলেও এ, ডি, সি, এরিয়ার বাহিরে ছিল। আবার নন-ট্রাইবেল মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও তারা এ ডি সির ভিতরে রয়ে গেছে ট্রাইবেল মেজরিটি সবগুলিকে এ, ডি, সির ভিতরে আনার সুবিধা ছিল না বলেই আমরা আনতে পারিনি। এই রকম কিছু কিছু জায়গা বাদ গেছে। কিন্তু আমাদেরকে যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সকলের স্বার্থ দেখতে হবে এই সমস্ত কিছু চিন্তা করেই এই কমিশনের রিপোর্টটা এখানে আমরা অনেক আলাপ আলোচনা করে কোনটা অ্যাক্সক্লোশান হবে আর কোনটা ইনক্লোশান হবে এটা রাজ্যপালের কাছে আমরা কাউনসীল অফ্ মিনিষ্টারের সুপারিশ দাখিল করেছি এবং সেই সুপারিশ তিনি গ্রহন করেছেন এবং নিয়মমত আমরা এটাকে বিধানসভায় উপস্থিত করেছি। আমি আশা করি এই বাউণ্ডারী কমিশনের যে রিপোর্টটা এখানে আজকে আমরা উপস্থিত করলাম এই রিপোর্টটা আমরা গভর্ণমেণ্ট থেকে গ্রহন করেছি, সেটা এই হাউসে আজকে একসেপ্ট হবে এবং তার পরে যাতে এর ভিত্তিতে এ, ডি, সির সীমানা নির্ধারন করিয়া আমরা ইলেকশানে যেতে পারি তার জন্য আমাদের সবারই প্রস্তুত থাকতে এবং ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সমস্ত অংশের মানুষের সহযোগীতার ভিত্তিতে যাতে আমরা অগ্রসর হতে পারি তার জন্য তৈরী থাকবেন। এই আবেদন রেখেই এবং হাউস এটাকে গ্রহন করুক এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন টুমেনস্ কমিশনের রিপোর্ট শেষ হলো।

PRESENTATION OF PETITIONS

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি দুইটি পিটিশান পেয়েছি। পিটিশান দুইটির প্রথমটি দিয়েছেন শ্রী জয়নাল মিঞা এবং ৩১৩ (তিনশত তের) জন। পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো :— অমরপুর মহকুমার পশ্চিম মালবাসার খোয়াঘাটে গোমতী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মানের জন্য আবেদন।

পিটিশনটি ফরোয়ার্ড এবং কাউণ্টারসাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশনটি এই সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

Shri Sundan Das :— Mr. Speaker, Sir in persuance Rule 256 of the Rules of proceedurc and Conduct of Business for the Tripura Legislative Assembly, I beg to present a Petition signed by Shri Joynal. Miah and other 312 signatories regarding construction of permanent bridge over river Gomti at Malbassa Ferry under Amarpur Sub-Division

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় পিটিশনটি দিয়েছেন শ্রীমতি সুমিত্রা দেববর্মা এবং ১৮ (আঠার জন)। পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো :—

"Sanction of water supply for drinking water from deep tube-well, by modification of previous plan, dug for the purpose of Irrigation at Belbari Gaon Sabha prayer for."

পিটিশানটি ফারোয়ার্ড এবং কাউন্টারসাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশানটি এই সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

Shri Khagendra Jamatia :— Mr: Speaker Sir. In pursuancc of the Rule 256 of the Rules of proceedure and Conduct of Business of Tripura Legislativc Assembly, I beg to present a petition signed by Srimati Sumitra Debbarma and other 17(seventeen) signatories regarding-" Sanction of water supply for drinking water from deep tube-well, by modification of previous plan, dug for the purpose of Irrigation at Belbari Gaon Sabha under Jirania, West Tripura District."

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যনিয়ামক বিধির ২৫৮ ধারার ১ উপধারা মতে পিটিশন দুইটি পিটিশন কমিটিতে প্রেরণ করছি।

এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করছি।

ADMITTED STARRED QUES. NO—4

Name of M.L.A. :—Shri Amal Mallik.

will the Hon'ble Minister-incharge ofthe Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে টি, আর, টি, সির অধীনে মোট কতটি বাস আছে এবং

২) তার মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় আছে এবং

৩) অচল বাসগুলির মধ্যে কয়টি কনডেম ঘোষনা করা হয়েছে এবং বাকীগুলি রিপেয়ার করে চালু করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে টি, আর, টি, সি-তে মোট ৮৮টি বাস আছে।

২) তার মধ্যে ৪০টি বাস চালু অবস্থায় আছে।

৩) অচল বাসগুলির মধ্যে এখনো কোন বাস কনডেম ঘোষনা করা হয় নাই। ২০টি দীর্ঘমেয়াদি অচল বাসকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইতেছে, বাকী ২৮টি বাস একটি Technical Committee দ্বারা পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO—65

Name of M.L.A. :—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P.W.D. be pleased to Stata.

প্রশ্ন :—ইহা কি সত্য কদমতলায় পি, ডব্লিউ, ডি-র অধীনে একটি এস, ডি, ও অফিস খোলা হবে ?

উত্তর :—বর্তমানে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেই।

প্রশ্ন :—যদি সত্য হয় তবে কবে খোলা হবে ?

উত্তর :—১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—69

Name of M.L.A :— Sri Umesh Dhandra Nath.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :

১) **প্রশ্ন** :— ধর্মনগর মহকুমার লক্ষীনগর থেকে কালাছড়া পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তাটি নির্ম্মান কার্য্য সম্পূর্ণ না করার কারণ কি ?

১) **উত্তর** :— জমি অধিগ্রহণ জনিত কারণে উক্ত রাস্তার নির্ম্মান কার্য্য সম্পূর্ণ করা যায় নাই।

২) **প্রশ্ন** :— যদি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত পুনরায় কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করা সাপেক্ষে ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বর্ষে রাস্তাটির মাটি কাটা এবং কালভার্ট তৈরীর কাজ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUES. NO—.93

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন রুটে গাড়ী চালানোর জন্য কতটি নতুন গাড়ী কেনার পারমিট দেওয়া হয়েছিল।

২) এর মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কয়টি গাড়ী রাস্তায় নেমেছে এবং বর্ত্তমানে চালু আছে?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—

১) ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২টি গাড়ীর পারমিট দেওয়া হয়েছে।

২) সবগুলি গাড়ীই রাস্তায় নেমেছে এবং বর্তমানে চালু আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION.—114

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge, of the 'Power Department' be pleased to state :

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারনের জন্য কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং

২) কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্যে ভার্জিন ভিলেজের লাইন টানার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে?

উত্তর

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে বিদ্যুৎ এর লাইন সম্প্রসারনের জন্য রাজ্য পরিকল্পনাখাতে ও গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ সংস্থা থেকে গৃহীত ঋণের ভিত্তিতে ইলেকট্রিফিকেশন এর ন্যায় কর্মসূচী সমূহ গ্রহন করা হয়েছে।

উক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী ৩১,১,৯৫ ইং পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত বৈদ্যুতিক লাইনের হিসাব নিম্নরূপ

ক) আর, ই, সি ঋণের মাধ্যমে—৫৪৩.৫৪৬কিলোমিটার

খ) রাপরিকল্পনাখাতে —৩৯.৩২৪কিলোমিটার

২। ভার্জিন ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশনের কিংবা ভার্জিন ভিলেজের বিদ্যুতের লাইন টানার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। গ্রামীন বৈদ্যুতিক সংস্থা ওকে নেওয়া ঋণের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে ৯৩—৯৪ও ৯৪-৯৫ অর্থ বছরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভার্জিন ভিলেজে ৫২৭.৮০৬ কিঃ মিঃ লাইন টানা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 223.

Name of Member ; Shri Sudhir Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department" be pleased to state.

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত ছোট সরমা ছড়ার উৎপত্তি স্থল' তেলপাই, ছড়াতে বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্ম্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং

২) থাকলে তবে ঐ প্রকল্পের কাজ বর্তমানে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

উত্তর

১) কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সরমা ছড়ার উৎপত্তি স্থল 'তেল পাই' ছড়াতে কোন বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মানের পরিকল্পনা বিদ্যুৎ দপ্তরের নেই।

২) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 231.

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Finance Deptt. may please be state

QUESTIONS	ANSWER
১) কৃষকদের (১০,০০০) দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যাংকঋণ মুকুবের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না ;	না
২) তাহাতে রাজ্যের কত কৃষক ঋণ মুক্ত হয়েছেন, এবং	রাজ্যস্থিত ব্যাংকসমুহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ঋণ মুকুব পাওয়ার যোগ্য দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার জনের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ চাঁল্লিশ হাজার জনের মত কৃষক ঋণ মুক্ত হয়েছেন ;
৩) পুনরায় কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	সরকার সরাসরিভাবে কৃষকদের ঋণ দেয়না। কৃষিঋণ দেয়, জাতীয়কৃত ব্যাংক, কোঃ অপঃ ব্যাংক, ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যংক এবং কোঃ অপঃ সোসাইটি ইত্যাদি। তবে যে সমস্ত কৃষক ইতিমধ্যে ঋণ মুক্ত হয়েছেন তাদেরকে নতুন ভাবে ঋণ দেওয়ার জন্য সরকার ব্যংকগুলিকে বলেছেন এবং এ ব্যাপারে ক্রমাগত তদারকি করছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.250

Name of M.L.A :—Sri Makhan Lal Chakrabortv.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :—পূর্ত্ত দপ্তরের অধীনে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত তুস্কিবাজার হইতে মান্দাই ভায়া বড়মুড়া রাস্তা এবং তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিস হইতে নোলাছড়া ভায়া কাকরাছড়া রাস্তাটির সংস্কারের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১) **উত্তর :**—তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত তুস্থিবাজার হইতে মান্দাই ভায়া বড়মুড়া রাস্তা করার পরিকল্পনা বর্তমানে পূর্তদপ্তরের নেই। তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিস হইতে মোলাছড়া ভায়া কাকড়াছড়া রাস্তাটির আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২৬ কিলোমিটার। তাম্মধ্যে প্রথম ৭.০০ কিলোমিটার অংশ পূর্তদপ্তরের অধীন এবং বাকী ১৯ কিঃ মিঃ রাস্তা ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন। পূর্তদপ্তরের আওতাধীন ৭ কিঃ মিঃ অংশের মাটির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫.৫০ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত অংশে সলিং এর কাজ শেষ হয়েছে। অর্থের সংকুলান হলে বাকী ১.৫০ কিঃ মিঃ রাস্তার সলিং এর কাজ ৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUES. NO.302

Name of M.L.A. :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য টি. আর, টি, সি, শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের (সি, পি, এফ,) টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনারের কাছে জমা পড়ছে না;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে মোট কত টাকা এবং কতদিনের বকেয়া টাকা বাকী আছে।

৩) বকেয়া টাকা কবে নাগাদ জমা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর :—(পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী)

১) ইহা আংশিকভাবে সত্য কিস্তিতে সি, পি, এফ এর টাকা জমা দেওয়া হয়।

২) বকেয়ার পরিমান নিম্নরূপ :—

কর্মচারীর দেয় ১৯৯৩ইং অক্টোবর হইতে ১৯৯৫ইং
এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত অংশের টাকা ৩৮,৩৮০৮৯.০০

মোট

এবং

কর্পোরেশনের দেয় ১৯৯৩ইং এপ্রিল হইতে ৯৬,৩৬,৮৫৭,৬০টাকা
১৯৯৫ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত অংশের টাকা—৫৭,৯৮,৭৬৮'৬০

৩) বকেয়া টাকা পরিশোধের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে নিম্নেলিখিত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে :— প্রদেয় তারিখ

ক) নিয়োগকর্তার দেয় বকেয়া অর্থ জানুয়ারী ৮৮ হইতে —নভেম্বর,৮৮ পর্য্যন্ত ৪,২১,৫৭৩,৪০টাঃ ১০/৩/৯৩ইং ।

খ) কর্মচারীর এবং নিয়োগকর্তা উভয়ের দেয় অর্থ অক্টোবর '৯২ হইতে মার্চ '৯৩ পর্য্যন্ত ২৭,২০,৬৯৯,৭০টাঃ ৩-৬-৯৩ইং হইতে ৮-৮-৯৪ ইং ।

গ) কর্মচারীর দেয় অংশের টাকা এপ্রিল '৯৩ হইতে—সেপ্টেম্বর '৯৩ পর্য্যন্ত ১৩,৬০,০৫৬,০০টাঃ ২১-৯-৯৪ইং হইতে ১২-১-৯৫ইং ।

ADMITTED STARRED QUEST'ON NO. 390

Name of Member—Sri Arun Bhowmik

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে শতকরা কতজন লোক বর্তমানে পরিশ্রুত পানীয় জলের সুযোগ, পাচ্ছেন	১। রাজ্যে শতকরা ৪.২৬ ভাগ লোক বর্তমানে পরিশ্রুত পানীয় জলের সুযোগ পাচ্ছেন।
২। এর কতভাগ শহরে ও কত ভাগ গ্রামে,	২। উপরোক্ত ৪.২৬ ভাগই শহরে।
৩। কবে নাগাদ সকলের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে ?	৩। সুনির্দিষ্ট ভাবে কত সালে সকলের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যাবে, তা এক্ষনই বলা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUASTION :—401

Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার বে-আইনী হুক লাইন কাটাব ফলে সরকারের কি পরিমান বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার বে-আইনী হুক লাইন কাটার ফলে সরকারের ১· ৭৫ মে: ও: বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 407.

Name of M. L. A. :— Shri Madhab Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) **প্রশ্ন** :— ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে ফর্ম ১১ এ মোট কত জন যুবককে কত টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

১) **উত্তর** :— সর্বমোট ৭৯৫২ জন বেকারকে ৫৬৪.৬৩ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

২) **প্রশ্ন** :— উক্ত কাজের ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে ?

২) **উত্তর** :— উক্ত কাজের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

ক) সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন সদস্যক পার্টনারশীপ ডিড ফার্মের মাধ্যমে বেকারদেরকে বিনা টেণ্ডারে কাজ দেওয়া হয়। প্রতিটি ফার্মকে পি, ডব্লিউ, ডি ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে অনধিক ২০,০০০ টাকা করে বৎসরে অনধিক ৮০,০০০ টাকার কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

খ) ১৮ বৎসর বা তার অধিক ৩ জন মাধ্যমিক পাশ বেকারদের নিয়ে ডিডের মাধ্যমে পার্টনারশীপ ফার্ম গঠন করতে হবে। তবে উপজাতি বেকার যুবকদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী পাশ এবং তপশিলীজাতিদের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে।

গ) উক্ত ফার্মগুলি পূর্ত্তদপ্তরের সাবডিভিসন ভিত্তিক তাদের পছন্দমত পি, ডব্লিউ, ডি ডিভিসনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে তাদের কাজ দেওয়া হবে।

ঘ) প্রতি ডিভিসনে প্রতি ষষ্ঠ কাজটি তপশিলী জাতিভুক্ত পার্টনারশীপ ফার্মকে কাজ দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে হবে।

ঙ) পি, ডব্লিউ ডি, ঠিকাদার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করাব পর প্রতি বেকার ইঞ্জিনীয়ারদেরকে অনধিক ২০,০০০ টাকা করে বছরে অনধিক ৬০,০০০ টাকার কাজ বিনা টেণ্ডারে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

চ) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উপজাতি অন্তভুক্ত পার্টনারশীপ ফার্মকে বিনা টেণ্ডারে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেখানে কোন পাটনারশীপ ফার্ম পাওয়া যায়না বা কোন কাজের জন্য এগিয়ে আসেনা সেখানে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে এলাকার উপজাতি লোকদেরকে কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিনা টেণ্ডারে ১৫,০০০টাকার মধ্যে প্রতিটি উপজাতি লোকদের কাজ দেওয়া হয় এবং এই ব্যাপারে ডিভিসন ভিত্তিক বৎসরে কত টাকার কাজ দিতে পারিবে তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যেমন ১৯৯৪—৯৫ ইং সনে ডিভিসন ভিত্তিক সীমা নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

১)	নদান ডিভিশন — — — — —	১০ লাখ।
২)	কুমারঘাট ডিভিশন — — — —	৮ লাখ।
৩)	কৈলাশহর ডিভিশন — — — —	৮ লাখ।
৪)	কাঞ্চনপুর ডিভিশন — — — —	৮ লাখ।
৫)	আমবাসা ডিভিশন — — — —	১২ লাখ।
৬)	আগরতলা ডিভিশন নং-২ — —	৮ লাখ।
৭)	আগরতলা ডিভিশন নং-৪ — —	৬ লাখ।
৮)	তেলিয়ামুড়া ডিভিশন — — —	১০ লাখ।
৯)	সাউর্দান ডিভিশন নং-১ — — —	৬ লাখ।
১০)	সাউদান ডিভিশন নং-২ — — —	৮ লাখ।
১১)	সাউদান ডিভিশন নং-৩ — — —	৬ লাখ।
১২)	অমরপুর ডিভিশন — — — —	১০ লাখ।
		মোট ঃ—১০০ লাখ।

১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বৎসরে ফন-১১-এর কাজ।

সংযোজনী "ক"

ডিভিসনের নাম	সাধারণ		তপঃ জাতি		তপঃ উপজাতি		ডিড্ বহির্ভূত বেকারের সংখ্যা			
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ হিসাবে)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ হিসাবে)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ হিসাবে)	উপজাতি সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ হিসাবে)	ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ হিসাবে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১) কুমারঘাট ডিভিসন	২২২	৩৩.৬০	৫০৪	৭.৬২	১১৪	১৪.৮০	১৩৮	২০.৭০	—	—
২) কাঞ্চনপুর ডিভিসন	১৩৫	৯.০০	১৪	০.১৬	১৬২	১০.৮০	৫৩	৭.৯৫	—	—
৩) নর্দান ডিভিসন	৩৯০	২৭.৯৯	৯৬	৭.০৬	২৪৩	১৭.৫৩	১০৬	১৪.০৮	—	—
৪) কৈলাশহর ডিভিসন	৩১৫	২০.৭৭	৭৮	৪.৬২	৯৬	৪.৫২	৪৩	৪.০০	—	—
৫) আমবাসা ডিভিসন	১৮০	১২.০০	৬০	৪.০০	১২০	৮.০০	৯২	১৩.৯৮	—	—
৬) আগরতলা ডিভিসন নং-১	১০৫৩	৪৯.২০	৫৯	২.২০	১২	০.৭০	—	—	—	—
৭) আগরতলা ডিভিসন নং-৩	২৭৬	১৬.৪৭	২৭	১.৭১	৭৮	৪.৫৮	—	—	১৮	৩.২৩
৮) তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	৩৩০	২৩.৯০	১২০	৮.৭৩	২৬১	১৮.০০	—	—	—	—
৯) ইনটার-স্টাল ইলেকট্রিফিকেসান	১৬৮	১২.৪১	৪২	৩.১৪	৭৮	৫.৫০	—	—	—	—
১০) ষ্টোর ডিভিসন	৪	০.৭৫	—	—	—	—	—	—	—	—
১১) আগরতলা ডিভিসন নং-২	৯৬	১৮.৩১	২৭	১.৭২	৪০৮	২৫.২৮	—	—	—	—

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১২) আগরতলা ডিভিসন নং—(৪)	১৫৯	১০'৪১	১৭৫	৪.৮৫	১৬২	১০'৪৮	—	—	৩২	৬'০০
১৩) আগরতলা ডিভিসন নং—(৫)	২৪	১'৫৮	১২	০'৭৮	২৪	১'৫৭	—	—	৪	০'৭৯
১৪) সাউদার্ন ডিভিসন নং—(১)	১৬৮	১০'৯২	৩৯	২'৫৩	১৪৪	৯'৩৬	—	—	১২	২'৩৪
১৫) সাউদার্ন নং—(২)	১৬৫	১০'৮৯	১৫	০'৯৯	৩৬	২'৩৫	২০	৩'২৩	১৬	২'৩৫
১৬) সাউদার্ন নং—(৩)	১৭৭	১১'৪০	৪৮	৩'২০	১১৭	৭'৮০	—	—	১২	২'৪০
১৭) অমরপুর ডিভিসন	১৩২	৮'৮০	৩৯	২'৬০	১০৮	৭,২০	—	—	৪	০.৮০
	৩৯৯৪	২৭৮'৪০	১২৪৫	৫৫'৯১	২১৬৩	১৪৮'৪৭	৪৫২	৬৩'৯৪	৯৮	১৭'৯১

মোট :— ৭৯৫২ জনকে কাজ দেওয়া হয়েছে।
টাকার পরিমাণ ৫৬৪'৬৩ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question. No—436

Name of Mgmber :— Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জোট সরকারের আমলে সদরের রামচন্দ্রনগরে ৮৪ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি, ভি, নরসীমা রাও এসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার পর এবং কেন্দ্র থেকে টাকা পাওয়া সত্ত্বেও এই বর্তমানে পুরোদমে চলছে না, বন্ধ আছে, এবং

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। রামচন্দ্রনগর কেন্দ্রীয় সংস্থা "নীপকো"-র অধীনস্থ ৮৪ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের ভিত্তিপ্রস্তর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপি, ভি, নরসীমা রাও জোট সরকারের আমলে ১৯৯২ সনের ৪ঠা জুলাই স্থাপন করেন।

তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এবং নীপকোর পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টার পরও এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ভারত সরকারের তালবাহানার জন্য ১৯৯৪ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের আগে পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এই প্রকল্পের জন্য সিভিল কনষ্ট্রাকশন, এবং মেশিন ফাউণ্ডেশানের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্রাক্চারাল ষ্টীল ইত্যাদির দরপত্র আহ্বান করার মাধ্যমে প্রাথমিক কাজকর্ম চলছে। এ ছাড়াও এই প্রকল্পের মেশিন সরবরাহ করার জন্য নীপকো ইতিমধ্যেই "ইউরোপীয়ান গ্যাস টারবাইন" নামক বিদেশী সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

২। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রযোজ্য নহে।

Admitted Starred Question. NO,—442

Name of M. L. A. :— Shri Arun Bhowmik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state

প্রশ্ন :—

১) গত দুই বছরে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কতগুলি অ-মিনিবাস ও কতগুলি মিনিবাসের পারমিট ইস্যু করেছে,

২) তার মধ্যে কতগুলি রাস্তায় নামানো হয়েছে ?

উত্তর :—

১) গত দুই বছরে মোট ২৯টি পারমিট ইস্যু করা হইয়াছে, এর মধ্যে ১৬টি অ-মিনিবাস এবং ১৩টি মিনিবাস।

২) তার মধ্যে সবগুলিই রাস্তায় নামানো হইয়াছে।

Admitted Starred Question NO,—463

Name of M.L.A. Sri Dilip Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W,D, be pleased to state—

১) **প্রশ্ন :—** ইহা কি সত্য বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠের নিকট থেকে-আর্য্য কলোনী ভায়া বাশ-পাড়া রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ জনসাধারনের চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে আছে ?

১) **উত্তর :—** না

২) **প্রশ্ন :—**যদি সত্য হয় তবে চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তাটি ৭০ (চল্লিশ) ফুট চওড়া করে প্রয়োজনীয় মেরামত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) **উত্তর :—**আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) **প্রশ্ন :—**যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা করা হবে।

৩) **উত্তর :—**২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা

৪) **প্রশ্ন :—**না থাকিলে তাহার কারণ ?

৪) **উত্তর :—**অর্থের অপ্রতুলতাব দরুন কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO,—469

Name of M.L.A :—Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W,D, b3 pleased to state —

১) **প্রশ্ন :—**ডিড্-এর মাধ্যমে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কি কি নিয়মনীতি চালু করেছেন ?

১) **উত্তর :—**ডিড্-এর মাধ্যমে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব নিয়মনীতি চালু করা হয়েছে তাহা নিম্নে দেওয়া হল।

ক) সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টনারশীপ ডিড্ ফার্মের মাধ্যমে বেকারদেরকে বিনা-টেণ্ডারে কাজ দেওয়া হয়। প্রতিটি ফার্মকে পি, ডব্লিউ, ডি ফরম ১১-এর মাধ্যমে অনধিক ২০,০০০, টাকা করে বছরে অনধিক ৮০,০০০ টাকার কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

খ) ১৮ বৎসর বা তার অধিক তিনজন মাধ্যমিক পাশ বেকারদের নিয়ে ডিডের মাধ্যমে পার্টনারশীপ ফার্ম গঠন করতে হবে। তবে উপজাতি বেকার যুবকদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী পাশ এবং তপশিলী জাতিদের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে।

গ) উক্ত ফার্মগুলি পূর্তদপ্তরের সাব-ডিভিসন ভিত্তিক তাদের পছন্দমত পি, ডব্লিউ, ডি, ডিভিসনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে তাদের কাজ দেওয়া হবে।

ঘ) প্রতি ডিভিসনে প্রতি-ষষ্ট কাজটি তফসিলী জাতিভুক্ত পার্টনাশীপ ফার্মকে কাজ দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে হবে।

ঙ) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উপজাতিভুক্ত পার্টনারশীপ ফার্মকে বিনা টেণ্ডারে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেখানে কোন পার্টনারশীপ ফার্ম পাওয়া যায়না বা কোন ফার্ম কাজের জন্য এগিয়ে আসেনা সেখানে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে এলাকার উপজাতি লোকদেরকে কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিনা টেণ্ডারে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে প্রতিটি উপজাতি লোকদের কাজ দেওয়া হয়।

Adm tted Starrcd Question NO,—472

Name of M,L,A, :—Sri Ashok Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P,W,D, be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :—ইহা কি সত্য চড়িলাম বাজার হইতে হেরমা বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি এখনও কাজ করা হয় নাই।

১) উত্তর :—হ্যাঁ। রাস্তার কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থের সংকুলান না থাকায় কাজটি গত আর্থিক বছর পর্য্যন্ত হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২) প্রশ্ন :—যদি সত্য হয় তবে রাস্তাটির ব্যাপারে সরকার কি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

২) উত্তর :—বর্তমানে আর্থিক বৎসরে অর্থের সংকুলান হইলে কাজটি হাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হইবে।

Admitted Starred Question No.—478

Name of MLA :— Sri Hasmai Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state.—

১) **প্রশ্ন** :— বর্তমান আর্থিক বছরে শিকারীবাড়ী উপনগর হইতে বাহুরীছড়া হইয়া তৈতুবাড়ী-ধনঞ্জয় চৌধুরী পাড়া ভায়া মাইল-গণ্ডাছড়া রাস্তা পর্য্যন্ত ২৬.০০ কিলোমিটার রাস্তাটি পুনঃ নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১) **উত্তর** :— যেহেতু রাস্তাটি ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদের অধীন, ইহার পুনঃ নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২) **প্রশ্ন** :— যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে বর্তমান অর্থবছরে উক্ত রাস্তা নির্মানের কাজ আরম্ভ করা হবে কিনা ?

২) **উত্তর** :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের উত্তর আসেনা।

৩) **প্রশ্ন** :— যদি না থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

৩) **উত্তর** :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের উত্তর আসেনা।